পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 272 Wednesday, 2 September, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৭২ সংখ্যা ✱ ১৫ ভাদ্র ১৪৩৩, বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘ধর্মীয় আস্থায় আঘাত পড়ে এমনকিছু করবেন না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ ধর্মীয় আস্থায় আঘাত মেনে নেওয়া হবে না। সেক্ষেত্রে ভাষা ও শব্দ নির্বাচন নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে সতর্ক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এমন কিছু ভাষা বা শব্দ প্রয়োগ করবেন না, যাতে কোনও ধর্মীয় আস্থায় আঘাত পড়ে। পাশাপাশি, সংবাদমাধ্যমের কী কী করণীয়, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ‘‘এমন কিছু ভাষা বা শব্দ প্রয়োগ করব না, যাতে কোনও ধর্মীয় আস্থায় আঘাত পড়ে। এটা আমাদের সকলকে দেখতে হবে। ধর্মীয় আস্থায় আঘাত পড়ে এমন কিছু সরকারও যেমন করবে না। তেমনি আপনারাও করবেন না। আমার এই চারমাস সময়কালে অনেকগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এগুলো আমরা সরকারের পক্ষ থেকে বেঁধে দিয়েছি। কিন্তু, ধর্মীয় আস্থা পালনের ক্ষেত্রে কাউকে বাঁধা দিয়েছি, এমন কোনও উদাহরণ কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কোনও সংবাদমাধ্যম পাবেন না। তাই আপনাদেরও আমি অনুরোধ করব দেশপ্রেম ও ধর্মীয় আস্থার ক্ষেত্রে এমন কোনও শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়, যাতে দেশ দুর্বল হবে, এবং ধর্মীয় আস্থায় আঘাত আনবে।’’ মুখ্যমন্ত্রী এও বুঝিয়ে দিয়েছেন,বিজেপি সরকারের সমালোচনা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সংবাদ-মাধ্যম তার কাজ করতেই পারে। তবে, দেশপ্রেম নিয়ে কঠোর নীতি নিয়ে চলার বার্তা

আমেরিকান সেন্টার হামলা মামলার মূল চক্রী আফতাব আনসারির সেল থেকে স্মার্টফোন, ওয়াইফাই রাউটার ও নগদ টাকা উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বেলা সওয়া দুটো নাগাদ কারাগারে গিয়ে তিনি ঋষি অরবিন্দের সেল ঘুরে দেখেন, বন্দিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং জেলের কর্মশালা ও মন্দির পরিদর্শন করেন।

দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘রাষ্ট্রের প্রশ্নে, দেশপ্রেমের প্রশ্নে আপনারা সবাই কঠোর নীতি নিয়ে চলবেন। কারণ আমরা সবাই মনে করি নেশন ফার্স্ট। স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা আমরা সকলেই জানি। দেশ দুর্বল হোক, দেশে অস্থিরতা তৈরি হোক, এমন কোনও কাজ আমরা করব না। এটুকু আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশা করব।’’ রাজ্যের যেকোনো ধরনের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বিপর্যয় দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিতে ময়দানে এবার ‘অর্জুন বাহিনী’। আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিশেষ বাহিনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫০ জন সদস্য নিয়ে এই বাহিনীর পথচলা শুরু হলেও আগামী দিনে এর পরিধি আরও সম্প্রসারিত করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড় থেকে সাগর-পুরো রাজ্যজুড়েই অর্জুন বাহিনীর উপস্থিতি থাকবে। বিশেষ নজর রাখা হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ের ওপর, যেখানে ৫০ জনের একটি বিশেষ দল সার্বক্ষণিক মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি কলকাতা, দিঘা ও কাকদ্বীপে নিজস্ব উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানানো হয়। এই প্রকল্পে সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার দিয়ে কাজে লাগানো হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। আগামী জানুয়ারি মাসে আসবে ‘অগ্নিবীর’দের প্রথম ব্যাচ। পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে অগ্নিবীর, অর্জুন বাহিনী এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের জন্য ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। বাহিনীতে সাধারণ কর্মীদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বীর’ এবং দলের নেতৃত্ব প্রদানকারীদের ‘বীরনায়ক’। বীরদের জন্য মাসিক ২৫ হাজার টাকা এবং বীরনায়কদের জন্য ৪০ হাজার টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি বছর ৩ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কর্মীদের জন্য থাকছে গ্রুপ বিমা-কাজে প্রাণহানি বা গুরুতর জখমের ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী অক্ষমতায় ৫ লক্ষ টাকার বিমা কভারেজ প্রদান করা হবে। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকের পর হঠাই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পরিদর্শনে হাজির

● এরপর ৬ পাতায়...

সাংবাদিকদের পেনশন বেড়ে হল ৫০০০!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য রাজ্য বাজেটে ঘোষিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প কার্যকর করার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি ও প্রবীণ সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত বিশেষ কর্মসূচি থেকে সাংবাদিকদের পেনশন আড়াই হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ মাসিক ৫,০০০ টাকা করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হল। ২০২৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকেই এই বর্ধিত পেনশন কার্যকর হচ্ছে। একই সঙ্গে সাংবাদিক ও তাঁর পরিবারকে সর্বভারতীয় স্তরে বিনামূল্যে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুবিধার আওতায় আনতে ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা’র কার্ড হস্তান্তরের সূচনা করা হয়। রাজ্যে পূর্বতন সরকারের ‘স্বাস্থ্য সাথী’ প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগে কেবল রাজ্যের ১,৭০০টি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ মিলত। তবে নতুন আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আওতায় রাজ্যের ১,৯০০ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে সুবিধা পাওয়া যাবে। কেবল রাজ্যেই নয়, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, ভেলোরের সিএমসি, মুম্বইয়ের টাটা ক্যানসার হাসপাতাল, চণ্ডীগড় পিজিআই এবং হায়দরাবাদের ড. রেড্ডির মতো সমগ্র ভারতের প্রায় ৩৮,০০০ হাসপাতালে সপরিবারে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন সাংবাদিকেরা। যে সব সাংবাদিক বা তাঁদের পরিবার নির্দিষ্ট শর্তাবলি বা বয়সজনিত নিয়মের কারণে ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর আওতায় আসবেন না, তাঁদের সরাসরি ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা’য় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই প্রক্রিয়া তদারকি করবেন তথ্য ও

● এরপর ৬ পাতায়...

গ্রিন সিগন্যাল দিল সুপ্রিম কোর্ট, স্বস্তি পেলেন ‘আরশোলারা’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ অবশেষে স্বস্তি পেলেন আন্দোলনকারী ককরোচ জনতা পার্টি-র কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন নিয়ে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। গত ২০ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের মোট ২৮৭৩ জন বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করা হল। তবে যাঁদের বিরুদ্ধে আগে ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা ছাড় পাবেন না। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পরই সিজেপি তাদের আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে প্রতিবাদ মিছিল বাতিল করল। বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলনের সময় সিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। সেই এফআইআর প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হয় সিজেপি। এফআইআর প্রত্যাহারের দাবিতে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে প্রতিবাদ মিছিলেরও ডাক দেয় তারা। তাদের বক্তব্য, এফআইআর খারিজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু, তা মানা হয়নি। তবে সিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর প্রত্যাহার করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের তরফে আবেদন করা হয় সুপ্রিম কোর্টে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহার, মহারাষ্ট্র এবং অসমের তরফেও আবেদন করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। প্রসঙ্গত, সিজেপির আন্দোলন নিয়ে আগেই মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছিল দিল্লি। এরপরই অন্যান্য বিজেপি এবং এনডিএ শাসিত রাজ্য একই পথে হাঁটে। এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আবেদনের শুনানির পর ২৮৭৩ জন বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজ করে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ‘কোন প্রতিবাদে অংশগ্রহণ, অপরাধ নয়।’ শীর্ষ আদালতে তুষার মেহতা আশ্বাস দেন, গত ২০ জুলাই থেকে ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে হওয়া আন্দোলন নিয়ে ভবিষ্যতেও কোনও এফআইআর দায়ের করা হবে না। যদিও সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর-সহ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ চলবে। একইসঙ্গে সলিসিটর জেনারেল সুপ্রিম কোর্টে জানান, নিট পরীক্ষা বাতিলের পর যেসব পরীক্ষার্থী আত্মঘাতী হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। কিন্তু, সেই প্রক্রিয়া ঠিক করার জন্য তিন মাস শীর্ষ আদালতের কাছে সময় চান তিনি। সেই আবেদন মেনে নেয় সুপ্রিম কোর্ট।

শতরূপের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ যাদবপুরে অশান্তির ঘটনায় বেশ কয়েকদিন ধরে চর্চায় রয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক তথা এবিভিপির ইউনিট সভাপতি নিখিল দাস। সম্প্রতি একটি সংবাদ মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তোলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। পাল্টা হলফনামা তুলে শতরূপের বিরুদ্ধেও নির্যাতনের অভিযোগ করেন তিনি। এবার শতরূপ ঘোষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ স্কলার নিখিল দাস। আলিপুর আদালতে মানহানির মামলার দায়ের করেছেন নিখিল। সম্প্রতি একটি ‘টক শো’-তে শতরূপ দাবি করেছিলেন নিখিল শ্লীলতাহানির মামলায় অভিযুক্ত। নিখিলের অভিযোগ উক্ত মামলায় তিনি বেকসুর খালাস হয়েছেন বহু আগেই। সেই সত্য জানার পরেও মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানহানি করেছেন শতরূপ। আদালতে নিখিল আর্জি জানিয়েছেন, তার আবেদন গ্রহণ করে শতরূপের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হোক। বিরোধীদের চাঁচাছোলা ভাষায় বরাবরই আক্রমণ করেন শতরূপ। বিশেষ করে টক শো-তে গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিকে আক্রমণ শানান। সেই মতোই সম্প্রতি একটি চ্যানেলে বিতর্কিত অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বাম নেতা। তখন তিনি বলেছিলেন, নিখিলের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ করেন। পরে নিখিল আদালতের নথি দেখিয়ে জানিয়েছিলেন, এই মামলায় আগেই ক্লিনচিট পেয়েছেন। এরপর আজ শতরূপের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন তিনি।

৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ‘শ্লীলতাহানি’ নিয়ে জবাব দিলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ ক্যামাক-স্ট্রিটের মামলায় সাড়ে ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে থানা থেকে বেরলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক ধারায় মামলা হয়েছে অভিষেকের বিরুদ্ধে। রয়েছে শ্লীলতাহানির ধারাও। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক দাবি করলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। সরকার তথা পুলিশকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন তিনি। ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসে বেআইনি বিল বোর্ড খোলা নিয়ে গত বৃহস্পতিবার তুলকালাম হয়। পুরসভার কর্মী ও পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি চলে। সেখানে ছিলেন মহিলা পুলিশ কর্মীরাও। ধাক্কাধাক্কি বেশ কয়েকজন পড়েও যান। এই ঘটনার পর অভিযোগ ওঠে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও ব্রায়েন, প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় আজ, মঙ্গলবার থানায় হাজিরা দেন অভিষেক। বিল বোর্ড খোলা নিয়ে বচসার পর ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসে অগ্নিনির্বাচন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখচে যায় পুলিশ। এদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘তারাপীঠে যখন আগুনে পুড়ে মানুষের মৃত্যু হল, আলিপুরে যখন আগুনে পুড়ে ৪০০০ ইভিএম ছারখার হয়ে গেল, তখন কোনও ফায়ার অডিট হয়নি।’’ শাসক দলকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, ‘‘শাসক কোনওদিন গণতন্ত্রের শেষ কথা বলে না। মিথ্যা মামলা দিয়ে ভাবছেন দমিয়ে

● এরপর ৬ পাতায়...

কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দানে উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ব। নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ জানিয়েছে, পর্যন্ত এই বিশেষ সুরক্ষা বলয় বজায় থাকবে। সাম্প্রতিক সময়ে নিজের কেন্দ্র কৃষ্ণনগরে পা রাখলেই ধারাবাহিক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে পড়তে হচ্ছে এই তৃণমূল সাংসদকে। কখনও তাঁর কনভয় লক্ষ্য করে ডিম ও আলুর মতো জিনিস ছোড়া হয়েছে, আবার

নিজের সংসদীয় এলাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচি বা সাধারণ জনসংযোগে গেলে এখন থেকে আরও দু’জন অতিরিক্ত ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী পাবেন মহুয়া। শুধু সাধারণ সশস্ত্র প্রহরীই নয়, পুলিশ প্রশাসনকেও তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নদীয়া জেলার পুলিশ সুপারকে এই নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করতে বলা হয়েছে। আগামী এক মাস বা পরবর্তী ১ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া কখনও সরাসরি ঘিরে ধরে কালো পতাকা দেখানোর ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবারই চাপড়া এলাকায় তাঁর গাড়ি আটকে তীব্র বিক্ষোভ দেখানো হয়। রাজপথ অবরোধ করে চলে স্লোগান। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মহুয়ার আইনজীবী তথা বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে তিনি জানান, এলাকার জনপ্রতিনিধি

● এরপর ৬ পাতায়...

স্পিকারের কাছে বাড়তি সময় চাইলেন এনসিপিআই সাংসদরা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ কেন তাঁদের সাংসদ পদ বাতিল হবে না? এই প্রশ্নের জবাব দিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আরও খানিকটা সময় চেয়ে নিলেন তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইতে যোগ দেওয়া ২০ জন সাংসদ। সূত্রের খবর, স্পিকারের পাঠানো নোটিসের জবাব দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় ছিল এনসিপিআই সাংসদদের কাছে। তাঁরা আরও প্রায় ৩ সপ্তাহ সময় চেয়েছেন স্পিকারের কাছে। ছাব্বিশের ভোটে দলের ভরাডুবির পরই সদলবলে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়েছিলেন অধিকাংশ সাংসদ।

ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআই-তে যোগ দিয়ে তাঁরা এনডিএ সরকারকে সমর্থনের কথা জানান। সেইমতো সংসদে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়দের আসন অদলবদলও হয়। কিন্তু এখনও এনসিপিআই সাংসদ হিসেবে তাঁরা ২০ জন স্বীকৃতি পাননি। এই অবস্থায় বাদল অধিবেশন চলাকালীন কালীঘাট তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষ আদালতে আবেদন

● এরপর ৬ পাতায়...

পুজোর পরই পুরভোট! আজ জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠকে বসছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যে বকেয়া পুরসভাগুলির ভোট করাতে প্রশাসনিক তোড়জোড় শুরু করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বুধবার বেলা ১১টায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসে সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। অথচ তার আগের দিনই, অর্থাৎ মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে কমিশন জানিয়েছে, ঝুলন্ত একাধিক আইনি মামলার কারণে বহু ইভিএম এবং সিসিটিভি ফুটেজ আটকে থাকায় অবিলম্বে ভোট ঘোষণার ক্ষেত্রে বড়সড় বাধা তৈরি হয়েছে। এই আইনি জটিলতার মাঝেই ভোটের প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। যে যে জেলায় পুর নির্বাচন বাকি রয়েছে, সেই সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের বুধবার বেলা ১১টায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রধান দফতরে জরুরি বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পুরসভা ও পুরনিগমে নির্বাচন আটকে রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাঁচটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, যার মধ্যে রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি। উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের কার্সিয়াং, মিরিক, কালিম্পং, রায়গঞ্জ, বুনিয়াদপুর এবং ধূপগুড়ি। তাছাড়া বালি, ডোমকল, পূজালি, পাঁশকুড়া, হলদিয়া, নদিয়ার কুপার্স ক্যাম্প এবং নলহাটি- বেশ কয়েকটি। কমিশন সূত্রের খবর, আইনি জট দ্রুত কাটিয়ে ইভিএম মুক্ত করা সম্ভব হলে তবেই জেলাশাসকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ভোটের চূড়ান্ত দিনক্ষণ চড়ান্ত করা সম্ভব হবে। মঙ্গলবার

হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানায়, বর্তমানে রাজ্যে মোট ২৬টি নির্বাচনী মামলা বিচারাধীন রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এই মামলাগুলির নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক ইভিএম এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সিসিটিভি ফুটেজ আইনি সংরক্ষণে রাখতে হচ্ছে। কমিশনের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে মামলাগুলি অমীমাংসিত পড়ে থাকায় পরবর্তী নির্বাচনের পরিকাঠামো সাজাতে চরম হিমশিম খেতে হচ্ছে। সামনেই বকেয়া পুরভোট, কিন্তু পর্যাপ্ত ইভিএম ব্যবহারের সুযোগ না মিললে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত কিছু দিন আগেই বিধানসভায় বিল পাশের মাধ্যমে কলকাতা ও হাওড়ার ওয়ার্ড বাড়ানোর বিল পাশ করানো হয়েছে। আবার সোমবার পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুজায়ি, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনেও আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে পালা বদলের পর একাধিক পুরবোর্ডে পৌর প্রতিনিধি পদত্যাগের কারণে পুরপ্রশাসক বসানো হয়েছে। আবার, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার জানিয়েছেন, কোনও প্রশাসকই ৬ মাসের বেশি রাখা হবে না। তার আগেই ভোট করার পক্ষপাতি রাজ্য সরকার। এই আবহে, বুধবারের বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

‘সন্ত্রাসবাদ কারও কৌশলগত সম্পদ হতে পারে না’

সংবাদ সংস্থা, বিসকেক, ১ সেপ্টেম্বরঃ সন্ত্রাসবাদের পরিকাঠামো সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার কিরগিজস্তানের বিসকেকে আয়োজিত ‘সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন’-এর গোলটেবিল বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদের মতো গুরুতর বিষয়ে কোনও রকম ‘দ্বিচারিতা’ বরদাস্ত করা হবে না। নাম না করে পাকিস্তান ও তার মদতদাতাদের উদ্দেশে মোদি সাফ জানিয়ে দেন, সন্ত্রাসবাদকে কোনও দেশেরই কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া যায় না। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং এসসিও-র অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতেই এই সুর চ্যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের সকলকে এক স্বরে কথা বলতে হবে- সন্ত্রাসবাদের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে জোড়া নীতি বা দ্বিচারিতার কোনও স্থান থাকতে পারে না।’’ সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা

দেশগুলির উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘‘যে সব দেশ সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের নীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং জঙ্গিদের আশ্রয় ও সমর্থন জোগায়, তাদের স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে- সন্ত্রাসবাদ কারও জন্য কৌশলগত সম্পদ হতে পারে না।’’ এই গুরুত্বপূর্ণ গোলটেবিল বৈঠকে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো, কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট তোকায়েভ, উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শভকত মির্জিয়োয়েভ এবং তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইমোমালি রহমান। বার্ষিক এই শীর্ষ সম্মেলনের ঐতিহ্য মেনে বৈঠকের আগে সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানরা অফিসিয়াল ছবি তোলার জন্য এক হন। ছবি তোলার পর্বেই চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় করতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনের ফাঁকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং

● এরপর ৬ পাতায়...

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইঝির অস্বাভাবিক মৃত্যু, রামপুরহাটের বাড়ি থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১ সেপ্টেম্বরঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতো ভাইয়ের মেয়ে বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বীরভূমের রামপুরহাটে। মঙ্গলবার দুপুরে কুসুম্বা গ্রামে তাঁদের পৈতৃক বাড়ির দোতলার ঘর থেকে এই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, গত কয়েক বছর ধরে তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই তরুণী। তবে এই মর্মান্তিক পরিণতির নেপথ্যে একাধিক পারিবারিক ও পেশাগত চাপ কাজ করেছিল কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোরদার জল্পনা শুরু হয়েছে। কুসুম্বা গ্রামেই মমতার মামারবাড়ি। খাস রাজনৈতিক পরিবার হিসেবে পরিচিত এই বংশের শিকড় রয়েছে রামপুরহাটের মাটিতেই। বৃষ্টির বাবা নীহার মুখোপাধ্যায় একসময় রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পদের দায়িত্বে ছিলেন। সেই সূত্রে স্থানীয় এলাকায় ভালই পরিচিতি ছিল এই পরিবারের। স্থানীয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রুপ-সি পদে চাকরি করতেন বৃষ্টি। কিন্তু রাজ্যজুড়ে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের

দুর্নীতি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মামলার কোপে পড়ে তাঁর সেই চাকরিটি চলে যায়। তদন্তে প্রকাশ পায়, তাঁর গ্রুপ-সি পরীক্ষার ওএমআর শিট বা উত্তরপত্রে প্রায় নব্বই শতাংশই গরমিল ছিল। আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই চাকরি হারানোর ধাক্কা তিনি মেনে নিতে পারেননি বলেই মনে করছেন পরিচিতরা। পেশাগত বিপর্যয় ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও গভীর মেঘ ঘনিয়েছিল। সম্প্রতি স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের আইনি মামলা চলছিল। আদালতের চক্কর এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন তাঁকে মানসিকভাবে আরও কোণঠাসা করে দিয়েছিল। পরিবারের ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন, গত চার-পাঁচ বছর ধরে মানসিক অবসাদের জেরে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। বেশিরভাগ সময় নিজের ঘরেই নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন তিনি। পরিজনদের সঙ্গেও আগের মতো মেলামেশা করতেন না। মঙ্গলবার সকালেও তাঁকে নিজেদের ঘরে একা থাকতে দেখা গিয়েছিল। দুপুরের দিকে হঠাৎই তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে হতবাক হয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গে রামপুরহাট থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। তদন্তকারী অফিসাররা দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। রাজনৈতিক পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও এই পরিবারে এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় গোটা কুসুম্বা গ্রামজুড়ে শোক ও থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। একের পর এক বিপর্যয়, চাকরি হারানোর বেদনা এবং ব্যক্তিগত অশান্তি কি তবে সহ্য করতে পারেননি তরুণী? সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে পুলিশি তদন্ত।

কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিকল্পনা গোপন রাখা উচিতঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

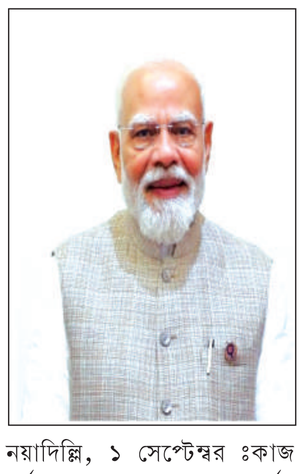

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর ঃকাজ পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নিজের কর্মপরিকল্পনা গোপন রাখার গুরুত্ব তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ' এক্স'-তাঁর নিয়মিত পর্ব ' সুভাষিম -এ তিনি এই বার্তা দেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী 'এক্স' হ্যান্ডেলে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে লেখেনঃযস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে।কৃতমেবাস্য জানন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে।শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে তিনি জানান, যে ব্যক্তির কাজ, পরিকল্পনা, গোপন চিন্তাভাবনা এবং কৌশল সম্পর্কে অন্যেরা তা সফলভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জানতে পারে না- সেইরূপ সংযমী, বিচক্ষণ ও গম্ভীর ব্যক্তিকেই প্রকৃতপক্ষে 'পণ্ডিত' বা বুদ্ধিমান বলা হয়।

দেশবিরোধী মানসিকতার অবসান ঘটবেঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি-র প্রবীণ নেতা তথা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সোমবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বার্তা পোস্ট করে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘদিন ধরে এমন কিছু গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে, যারা দেশহিতের চেয়ে দেশবিরোধী চিন্তাভাবনা এবং মৌলবাদী মতাদর্শকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে আসছে। তবে বর্তমান সময়ে দেশের বহু অংশ থেকেই এই ধরনের মানসিকতা অনেকটাই নির্মূল হয়েছে।দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজও কিছু মানুষ এই ধরণের চিন্তা ভাবনাকে 'প্রগতি শীলতা' ও 'আধুনিকতা'-র রূপ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে দিন বদলাচ্ছে এবং নতুন চিন্তাভাবনার সাথে সাথে এই পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটবে।তিনি উল্লেখ করেন, বাংলায় দেওয়ালে দেওয়ালে স্লোগান এবং নিজেদের মতামত লেখার এক দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য রয়েছে। সাধারণ মানুষের নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাও রয়েছে, এতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে বা অন্য কোনো স্থানে দেশবিরোধী স্লোগান লেখা এবং তা প্রচার করার অনুমতি কিছুতেই দেওয়া যায় না।তাঁর মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশপ্রেম, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং একটি সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

পানাগড়ে আগুনে পুড়ে ছাই শোরুমের সমস্ত স্কুটি

পশ্চিম বর্ধমান, ১ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সাতসকালে দুর্গাপুরের পানাগড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। পানাগড়ের দার্জিলিং মোড়ে একটি তিনতলা বাণিজ্যিক ভবনে আগুন লাগে। তার একতলায় ছিল স্কুটির একটি শোরুম। অগ্নিকাণ্ডের জেরে সমস্ত স্কুটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন পথচারীরা। বিশাল এলাকা জুড়ে ধোঁয়ায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না! তবে দমকল বাহিনীর তৎপরতায় মঙ্গলবার সকালে দ্রুত এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হয়।দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এলেও ধোঁয়ার দাপটে দীর্ঘক্ষণ বিপজ্জনক পরিস্থিতি ছিল। পরে ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক হয়।কী থেকে এত বড় আগুন,

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মহার্ঘ ১৯ কেজির বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাস, অপরিবর্তিত ১৪.২ কেজির ঘরোয়া সিলিন্ডারের দাম

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর ঃ গত মঙ্গলবার থেকে ১৯ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম প্রতি সিলিন্ডারে ৯.৫০ টাকা থেকে ১২ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত ১৪.২ কেজির এলপিজি বা রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দামে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে দিল্লিতে বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ৯.৫০ টাকা বেড়ে ২,৭৩৮ টাকার পরিবর্তে এখন ২,৭৪৭.৫০ টাকা হয়েছে। একইভাবে মুম্বইয়ে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৯.৫০ টাকা বেড়ে ২,৬৯১.৫০ টাকার বদলে ২,৭০১ টাকা ছুঁয়েছে।

কলকাতায় বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.৫০ টাকা। ফলে কলকাতায় আজ থেকে ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার ২,৮৭২.৫০ টাকার জায়গায় ২,৮৮৪ টাকায .মিলছে।এ ছাড়া চেন্নাইয়ে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১০.৫০ টাকা বেড়ে ২,৯০৬ টাকার পরিবর্তে ২,৯১৬.৫০ টাকা হয়েছে। দিল্লি সংলগ্ন এনসিআর অঞ্চলের কথা বললে, নয়ডায় বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৯.৫০ টাকা বেড়ে ২,৭৩৮ টাকার বদলে ২,৭৪৭.৫০ টাকা হয়েছে। গুরুগ্রামে ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার ৯.৫০ টাকা মহার্ঘ হয়ে ২,৭৫৫ টাকার পরিবর্তে ২,৭৬৪.৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে গাজিয়াবাদে এই সিলিন্ডারের দাম ৯.৫০ টাকা বেড়ে ২,৭৩৮ টাকার জায়গায় ২,৭৪৭.৫০ টাকায় পৌঁছেছে। বাণিজ্যিক গ্যাসের এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে রেস্তোরাঁ, ধাবা বা ক্যাটারিং ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ পড়বে। তবে স্বস্তির খবর হলো, এই দাম বৃদ্ধি কেবল বাণিজ্যিক শ্রেণীর সিলিন্ডারেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সাধারণ গৃহস্থালির ব্যবহারে আসা ১৪.২ কেজি ওজনের রান্নার গ্যাসের দামে কোনো রদবদল ঘটেনি।

ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের প্রাক্তন পিএ কে. কে. চন্দ্রবংশীর বাসভবনে ইডি-র হানা

রায়পুর, ১ সেপ্টেম্বর ঃ ছত্তিশগড়ের ভিল্লাই-৩ স্থিত বিশ্ব ব্যাঙ্ক কলোনিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) কে. কে. চন্দ্রবংশীর (চন্দ্রকর) বাসভবনে মঙ্গলবার সকালে অভিযান চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সাথে নিয়ে ২-৩টি গাড়িতে করে ৮ জন আধিকারিকের একটি তদন্তকারী দল সকাল প্রায় ৬টা নাগাদ তাঁর বাসভবনে পৌঁছায়। বর্তমানে আধিকারিকরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে সংঘটিত ছত্তিশগড় পাবলিক সার্ভিস কমিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত অর্থ তছরুপ (মানি লন্ডারিং) মামলার তদন্তের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইডি-র রাযপুর জোনাল টিম কে. কে. চন্দ্রবংশীর পাশাপাশি রাজ্যের মোট ৭টি পৃথক স্থানে একযোগে এই তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। আধিকারিকরা প্রয়োজনী ফাইল এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করছেন।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ইডি তকালীন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা বিনোদ বর্মা এবং তাঁর দুই ওএসডি -র বাসভবনেও তল্লাশি চালিয়েছিল। সেই সময় অনলাইন বেটিং এবং অর্থ তছরুপের তদন্তের সূত্রে ওই অভিযান চালানো হয়েছিল বলে জানানো হয়।পরবর্তীকালে, ২০২৫ সালে মদ দুর্নীতি সংক্রান্ত মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তে ভিল্লাইয়ে ভূপেশ বাঘেলের বাসভবনেও তল্লাশি চালায় ইডি। ২০২৫ সালের ১৮ জুলাই সেই অভিযানের পর তাঁর ছেলে চৈতন্য বাঘেলকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। ২,১০০ কোটি টাকার মদ দুর্নীতি মামলার তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ঘরে ফেরানো গেলে রাষ্ট্রবাদ আরও শক্তিশালী হবেঃঅর্জুন সিং

বাঁকুড়া, ১ সেপ্টেম্বরঃ ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ঘরে ফেরানো গেলে রাষ্ট্রবাদ আরও শক্তিশালী হবে। রাজ্যে টাকার প্রলোভনে বহু মানুষের ধর্ম পরিবর্তন হয়েছে।এইসব ধর্মান্তারিত ব্যক্তিদের পুনরায় স্ব ধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এ কাজে মঠ ও মিশনের মহারাজদের উদ্যোগী হওয়া দরকার বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। গত সোমবার বাঁকুড়ার পর্যটন কেন্দ্র শুশুনিয়ায় একটি বেসরকারি রিসর্টে ন্যাশনালিস্ট কনক্লেভ -এর বাঁকুড়া চ্যাপ্টারে যোগ দিতে এসে এই অভিমত ব্যাক্ত করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ঘরে ফেরার ডাক দেন। এই সম্মেলনে যোগ দিতে এসে তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান বলেন যে রাজ্যে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জোর করে বা প্রলোভন দিয়ে ধর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা হলেই কা৷ হাতে দমন করা হবে। অন্যদিকে এই সম্মেলনে এসে পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং সাংবাদিকদের জানান যে গোটা রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে পরিবহনের হাল ফেরাতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যে ৭০০ বাস ও প্রায় তিন হাজার ড্রাইভার ও কনডাক্টরের ঘাটতি রয়েছে। পুজোর আগে ৭০০ বাস আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই সরকারি বাসে মহিলাদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের জন্য পিংক কার্ড এখনই চালু করা যাচ্ছে না। বাসের সমস্যা মিটিয়ে পরিবহনের হাল ফেরানোর পর এবিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রয়াগরাজে ফুলেফেঁপে উঠছে গঙ্গা-যমুনা, প্রতিদিনই বাড়ছে জলস্তর

প্রয়াগরাজ, ১ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গা ও যমুনার জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নদীগুলির জলস্তর প্রায় ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বেড়েছে।জেলা প্রশাসনের মঙ্গলবার সকাল ৮টার রিপোর্ট অনুযায়ী, নৈনিতে যমুনার জলস্তর ৮২.৩৯ মিটার। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ১৯ সেন্টিমিটার জলস্তর বেড়েছে। অন্যদিকে, ফাফামাউয়ে গঙ্গার জলস্তর পৌঁছেছে ৮২.৮৮ মিটারে। সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় ২০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, আপাতত পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে রয়েছে এবং জেলার সমস্ত বাঁধ সুরক্ষিত রয়েছে। নদীর জলস্তর এবং বাঁধগুলির উপর নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। ছতনাগে গঙ্গার জলস্তর ৮১.৯৭ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ১৯ সেন্টি মিটার জলস্তর বেড়েছে। একইভাবে, বকশি বাঁধ এলাকার এসটিপিতে জলস্তর ৮২.৪৯ মিটার রয়েছে। সেখানে গত

২৪ ঘণ্টায় ২৩ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি হয়েছে। নৈনিতে যমুনার জলস্তর বিপদসীমা ৮৪.৭৩৪ মিটারের চেয়ে এখনও প্রায় ২.৩৪ মিটার নিচে রয়েছে। একইভাবে, ফাফামাউ এবং ছতনাগেও গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমার নিচেই রয়েছে।জলস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকায় সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে সতর্ক রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। বন্যা পরিস্থিতির উপরও লাগাতার নজর রাখা হচ্ছে। জেলার সমস্ত বাঁধ নিরাপদ থাকায় আপাতত উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। নদী এবং নিচু এলাকায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে না যাওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনের জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

গোয়া-দিল্লি ইন্ডিগো বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, জরুরি অবতরণ

পানাজি, ১ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার গোয়া থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগোর একটি বিমানের ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হলো। জানা গেছে, বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ার পরই পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাইলট বিমানটিকে পুনরায় গোযায় ফিরিয়ে আনেন। মনোহর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানটিকে জরুরি ভিত্তিতে নিরাপদে অবতরণ করানো হয়। এই ঘটনায় কোনও যাত্রীর হতাহতের খবর নেই।উড়ান সংস্থা ইন্ডিগোর মুখপাত্র এ দিন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ৯ঃ১৬ মিনিটে ইন্ডিগোর ৬ই-২১০২ বিমানটি গোয়া থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানের একটি ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। এরপরই পাইলট বিমানটিকে গোয়ায় ফিরিয়ে আনেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সকাল ৯ঃ৩০ মিনিটে পূর্ণ জরুরি অবস্থা

পাহাড়-জঙ্গলের দুর্গম কর্মক্ষেত্রে রেলের 'রিভা' নিউ হারাংগাজাওয়ে মহিলা আধিকারিকের নিরলস নজরদারি

হাফলং (অসম), ১ সেপ্টেম্বরঃ চারদিকে পাহাড়। তার গায়ে ঘন জঙ্গল। কোথাও খাড়া ঢাল, কোথাও পাথুরে জমি, আবার কোথাও মাটির নীচে জল ও নরম মাটির কারণে তৈরি হয়েছে নতুন সমস্যা। এমনই দুর্গম পরিবেশে চলছে রেলপথ পুনরুদ্ধারের কাজ। সকাল থেকে রাত-শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিগত কর্মী এবং রেল আধিকারিকদের ব্যস্ততায় সরগরম নিউ হারাংগাজাও স্টেশন সংলগ্ন এলাকা। সেই কর্মযজ্ঞে পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে সমান তালে মাঠে রয়েছেন এক মহিলা আধিকারিক-গোহেন রিভা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এডিইএনটু পদে কর্মরত গোহেন বর্তমানে নিউ হারাংগাজাও স্টেশন সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত ১১৮১-৩ কিলোমিটার অংশের পুনরুদ্ধার কাজের তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন। দুর্গম পাহাড়ি কর্মক্ষেত্রে সরেজমিনে থেকে কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি। রেলের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে তাঁর উপস্থিতি ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে।নিউ হারাংগাজাওয়ের এই অংশে রেলপথ পুনরুদ্ধার করা সহজ কাজ নয়। পাহাড়ি এলাকার স্বাভাবিক ভূপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাটির স্থিতিশীলতা, জল এবং আবহাওয়ার সমস্যা। ফলে কোথায় কী ভাবে কাজ এগোবে, কোন জায়গায় কী ধরনের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, শ্রমিকদের নিরাপত্তা কী ভাবে নিশ্চিত করা হবে-প্রতিটি বিষয়েই প্রয়োজন নিবিড় নজরদারি।এই

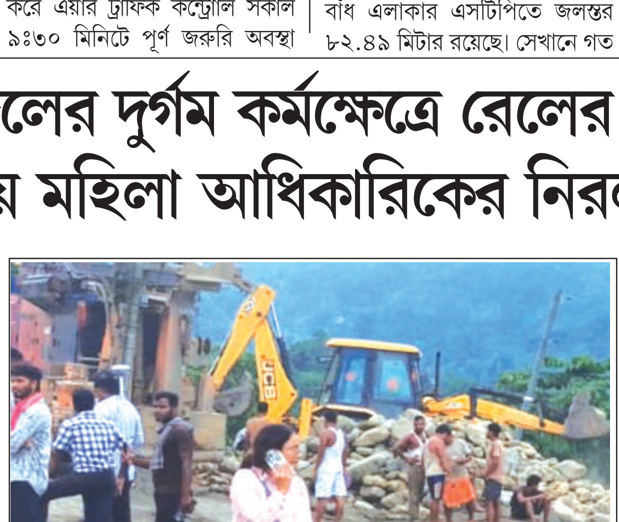

পরিস্থিতিতে গোহেনের কাজ শুধু অফিসের নথিপত্র বা নির্দেশ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁকে নিয়মিত পৌঁছতে হচ্ছে দুর্গম কর্মক্ষেত্রে। কখনও শ্রমিকদের কাজ খতিয়ে দেখা, কখনও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা, আবার কখনও কাজের অগ্রগতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা-দিনের বড় একটা সময়ই কাটছে মাঠে।সোমবার রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত অংশে পুনরুদ্ধারের কাজে একাধিক স্তরে কাজ চলছে। বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের পাশাপাশি রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিগত কর্মীরা। কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ পাহাড়ি এলাকায় সামান্য ভুলেরও বড় প্রভাব পড়তে পারে। তাই কাজের গতি বজায় রাখার পাশাপাশি নিরাপত্তা ও নির্মাণের মান নিয়েও নজর রাখা হচ্ছে।গোহেনের সহকর্মীদের কাছে এই দায়িত্বের গুরুত্ব নতুন নয়। তবে একজন মহিলা আধিকারিক হিসেবে এমন দুর্গম জায়গায় নিয়মিত মাঠপর্যায়ে কাজ করা বিশেষ ভাবে নজরকাড়া। পাহাড়ি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দুর্গম কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে দীর্ঘ সময় কাজের তদারকি করতে হচ্ছে তাঁকে। প্রতিকূল আবহাওয়া কিংবা কঠিন ভূপ্রকৃতিও তাঁর দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।নিউ হারাংগাজাওয়ের রেলপথ পুনরুদ্ধারের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কাছে অবশ্য লিঙ্গ নয়, কাজই এখন প্রধান বিষয়। তাঁদের লক্ষ্য একটাই-ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ দ্রুত পুনরুদ্ধার করে রেল যোগাযোগকে নিরাপদ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। সেই লক্ষ্যেই দিন-রাত পরিশ্রম করছেন শ্রমিক থেকে ইঞ্জিনিয়ার, আধিকারিক থেকে প্রযুক্তিগত কর্মী-সকলেই।আর সেই কর্মযজ্ঞের মাঝেই নীরবে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন গোহেন রিভা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দুর্গম এলাকায় পৌঁছে কাজের তদারকি করা থেকে শুরু করে মাঠকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয়-সব ক্ষেত্রেই তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি চোখে পড়ছে।রেলের মতো বৃহ পরিকাঠামোগত ব্যবস্থায় মাঠপর্যায়ের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পাহাড়ি রেলপথের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রকৃতি এবং প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। নিউ হারাংগাজাওয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই গোহেনের মতো আধিকারিকদের ভূমিকা শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাঁদের সিদ্ধান্ত ও নজরদারির উপর নির্ভর করছে কাজের নিরাপত্তা এবং অগ্রগতিও।পাহাড়-জঙ্গলের এমন প্রতিকূল কর্মক্ষেত্রে গোহেন রিভার উপস্থিতি তাই নিছক কোনও ছবি নয়। বরং তা রেলের মাঠপর্যায়ে মহিলা আধিকারিকদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকারও প্রতিচ্ছবি। দুর্গমতা যেখানে প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ, সেখানে দায়িত্বকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছেন তিনি। নিউ হারাংগাজাওয়ের রেলপথ ফেরানোর বড় কর্মযজ্ঞে সেই দৃশ্যই এখন আলাদা করে নজর কাড়ছে।

পেট্রোলে ইথানলের পরিমাণ জানানোর দাবি, শুনানি করতে অস্বীকার সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১সেপ্টেম্বরঃপেট্রোল পাম্পে বিক্রি হওয়া পেট্রোলে কত শতাংশ ইথানল রয়েছে, তা উল্লেখ করা এবং পেট্রোলের রসিদেও সেই তথ্য দেওয়ার দাবিতে করা একটি আবেদনের শুনানি করতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি এমএম সু ন্দরেশের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, আবেদনকারী চাইলে হাইকোর্টে যেতে পারেন।আইনজীবী এনকে গোস্বামী এই আবেদনটি করেছিলেন। আবেদনে বলা হয়েছে, ই-২০ পেট্রোল অর্থা ২০ শতাংশ ইথানল মেশানো পেট্রোল বিক্রির নীতির বিরোধিতা করছেন না আবেদনকারী। তবে সাধারণ মানুষ কী কিনছেন, তা জানার অধিকার তাঁদের রয়েছে। তাঁর দাবি, পেট্রোলের রসিদে ইথানলের পরিমাণের কোনও উল্লেখ থাকে না।শুনানির সময় গোস্বামী বলেন, অ্যাটর্নি জেনারেলও সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছিলেন যে ইথানল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। পরে অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই বক্তব্য অস্বীকার করা হয়।গোস্বামী জানান, বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল জানান, এই ধরনের একটি আবেদন আগেই খারিজ হয়ে গিয়েছে।এর আগে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছিল, ই-২০ পেট্রোল ব্যবহারের ফলে গাড়ির ইঞ্জিনে প্রভাব পড়ছে এবং যানবাহনের মাইলেজও কমে যাচ্ছে। আবেদনে আরও বলা হয়েছিল, বিশ্বের অনেক দেশে ইথানল মিশ্রিত জ্বালানির পাশাপাশি ইথানলবিহীন জ্বালানির বিকল্পও পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের ক্ষেত্রে না বিকল্প দেওয়া হচ্ছে, না পর্যাপ্ত তথ্য জানানো হচ্ছে।

দিল্লিতে এসআইআর-এর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লিতে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবি। সংশোধন' বা 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন'-এর খসড়া তালিকা গত সোমবার প্রকাশিত হয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী, মোট ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার ২৯৯ জন ভোটারের মধ্যে ৯৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৭৭ জন ভোটার তালিকাভুক্তির ফর্ম জমা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিএলও-দের বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শনের সময় অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত অথবা দু'টি নাম থাকা ভোটারদের কাছ থেকে ৪৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭২২টি ফর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।এই খসড়া তালিকায় ভোটারদের নাম, এপিক নম্বর, বয়স, লিঙ্গ, ঠিকানা এবং আত্মীয়ের নাম সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। নাগরিকরা ceodelhi.gov.in ওয়েবসাইট থেকে এই খসড়া তালিকাটি ডাউনলোড করতে পারবেন। দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের তথ্য অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তালিকা সংক্রান্ত দাবি ও আপত্তি জানানো যাবে। এই আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া ২৯ অক্টোবরের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং এরপর ৪ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

দিল্লি দাঙ্গাঃউমর খালিদ ও শারজিল ইমামের জামিনের শুনানি ২১ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ ঃ দিল্লি দাঙ্গার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত উমর খালিদ ও শারজিল ইমামের জামিনের আবেদনের শুনানি ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি প্রতিভা সিংয়ের বেঞ্চ গত সোমবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।দু'জনের জামিনের আবেদনের শুনানি ২৭ আগস্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই দিন হাইকোর্টে ছুটি থাকায় শুনানি হয়নি। পরে সোমবার ২৭ ও ৩১ আগস্ট- দুই তারিখের মামলাই তালিকাভুক্ত হয়। এর আগে ৩১ জুলাই উমর খালিদের জামিনের আবেদনের শুনানিতে দিল্লি পুলিশকে নোটিস দিয়েছিল হাইকোর্ট।এর আগে ৪ জুলাই কড়কড়ডুমা আদালত উমর খালিদ ও শারজিল ইমামের নতুন জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সমীর বাজপেয়ী জানিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের ৫ জানুয়ারির নির্দেশ মেনে চলতে তিনি বাধ্য। আদালতের বক্তব্য ছিল, দুই অভিযুক্তের জামিনের আবেদন ট্রায়াল কোর্টেও গ্রহণযোগ্য নয়।শুনানির সময় উমর খালিদের হয়ে আইনজীবী ত্রিদীপ পেস দাবি করেছিলেন, অন্দ্রাবি মামলায় উমর খালিদ ও শারজিল ইমামের জামিনের আবেদন খারিজ হওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল, সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড না হলে এক বছর পর জামিনের আবেদন করা যাবে- সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ এখন আর প্রযোজ্য নয়।

বিদেশি বিনিয়োগ টানতে ব্রিটেন যাবেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়

চেন্নাই, ১ সেপ্টেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর জন্য বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ছ'দিনের ব্রিটেন সফরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিকরা তাঁর সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।মঙ্গলবার বিধানসভা অধিবেশন শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ১০ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন সফর করবে। সেখানে শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠক করে তামিলনাড়ুতে বিনিয়োগের জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী।এর আগে বিদেশি সংস্থার বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর তাইওয়ান যাবেন শিল্পমন্ত্রী কীর্তন। সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চিপ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা একাধিক দেশের সংস্থার অংশগ্রহণে চলতি সপ্তাহে তাইওয়ানে সেমিকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।সম্মেলনে অংশ নেওয়া সংস্থাগুলির বিনিয়োগ তামিলনাড়ুতে টানার লক্ষ্যে মন্ত্রী কীর্তনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তাইওয়ান যাবে। সেখানে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠক ও আলোচনা করবেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।তামিলগা ভেত্রি কাজগমের তরফে জানানো হয়েছে, ২০৩৬ সালের মধ্যে তামিলনাড়ুকে ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্য পূরণে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে তামিলনাড়ু সরকার।এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে তামিলগা ভেত্রি কাজগম সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে ১০৪টি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতাপত্র (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে ১,০২,৫১৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসার কথা এবং ১,২১,৭৮৮টি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে।শিল্প বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ টানার উদ্যোগ আরও জোরদার করেছে তামিলনাড়ু সরকার।

চোট সারিয়ে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে সহজেই জায়গা করে নিলেন আলকারাজ

নিউ ইয়র্ক, ১ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ চোট কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে খুব বেশি কষ্ট পেতে হয়নি। কারণ তিনি সোমবার সহজেই ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছেন।প্রথম একক ম্যাচে স্প্যানিশ খেলোয়াড়টি রুশ রোমান সাফিউলিনকে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে পরাজিত করেছেন।টুর্নামেন্টে জানিক সিনারের চোট এবং নোভাক জোকোভিচের প্রথম রাউন্ডেই বিদায়ের কারণে শিরোপা ধরে রাখার ক্ষেত্রে আলকারাজই ফেভারিট হিসেবে থাকছেন।দ্বিতীয় রাউন্ডে তিনি পর্তুগালের জাইমে ফারিয়ার মুখোমুখি হবেন।আমার জন্য এই পাঁচ মাস সত্যিই খুব কঠিন ছিল। আমি সবকিছুকে মিস করেছি। আমি আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরে সত্যিই খুব খুশি, অলকারাজ বলেন। খবর সূত্র জানা যায়

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনার জন্য উদ্যম ও ইতিবাচকতায় ভরপুর একটি দিন। আপনার আত্মবিশ্বাসী চিন্তাভাবনা আপনাকে নতুন সুযোগের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
বৃষঃ এমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। অপ্রত্যাশিত রসিদগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে।
মিথুনঃআজ আপনার জন্য যোগাযোগ দক্ষতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। শুভদিন হবে আজ।
কর্কটঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উৎসাহদান করবে। বিবাহের যোগ।
সিংহ ঃ আজ আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটি দিন। আপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে।
কন্যাঃ আপনার হাসি বিষণ্নতার বিরুদ্ধে যন্ত্রণা দূরীকরণের কাজ করবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।
তুলাঃআজ আপনার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক দিন। আপনার সৃজনশীলতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা বাড়বে, যা কর্মক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করবে।বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ আপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে যেহেতু এটি পার্টির মেজাজ খারাপ করতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
ধনুঃ আজ আপনার জন্য অনুপ্রেরণা এবং শক্তিতে ভরপুর একটি দিন! আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং স্বাধীনতার মানসিকতা আপনাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে সাহায্য করবে।
মকরঃ আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে ।
কুম্ভঃ আজ আপনার জন্য নতুন শক্তি এবং উৎসাহ নিয়ে আসবে।
মীনঃআপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে বিনোদনের জন্য খুব বেশি সময় ও অর্থের অপচয় করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। প্রেম আসতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মেঘলা আকাশের পাশাপাশি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগের কলকাতার আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র দক্ষিণবঙ্গ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সাথে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে। পাশাপাশি বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমানসহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টি হতে পারে। কিছু কিছু জাযগায় .ভারী বৃষ্টির সাথে বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়াসহ পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলাতেও বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি জেলাগুলির দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে সারা দিন আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে এবং দফায় দফায় বৃষ্টি হতে পারে।রাজ্যের বেশিরভাগ অংশে এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায়.২৯ থেকে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। কলকাতা ও তার আশেপাশের এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩০ থেকে ৩১ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ২৬ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর ও তার সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হওয়া নিম্নচাপের প্রভাবেই এই বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৭ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৪মনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০১১মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

মমতার মন্তব্য ঘিরে জনস্বার্থ মামলার গ্রহণ যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার গ্রহণযোগ্যতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্ট। নির্বাচনের পর গত ৩ জুন ধর্মতলায় একটি সভায় মমতার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। তৃণমূলনেত্রী তাঁর বক্তব্যে সরাসরি কারও নাম উল্লেখ না করলেও, রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বাংলাদেশের তরুণ নেতা ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গেই তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। সেই বক্তব্যের ভিত্তিতে সম্প্রতি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন অন্তরা সরকার। মঙ্গলবার মামলাটি শুনানিতে উঠলে মামলাটির উদ্দেশ্য এবং জনস্বার্থ মামলার উপযুক্ততা নিয়েই প্রশ্ন তোলে আদালত। মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানির শুরুতেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, কেউ যা কিছু বললেই তা নিয়ে আদালতকে শুনতে হবে কি না। তাঁর প্রশ্ন, এটি কেন জনস্বার্থ মামলা হিসেবে গ্রাহ্য হবে? একইসঙ্গে জনস্বার্থ মামলা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, বর্তমানে এই ধরনের মামলা অনেক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ‘ ’ বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণত এমন কোনও বিষয়, যার প্রভাব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর পড়তে পারে, তার ক্ষেত্রে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে। তবে অতীতে একাধিকবার জনস্বার্থ মামলার অপব্যবহার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সময়ে জনস্বার্থ মামলাকারীদের আদালতের ভর্ৎসনার মুখেও পড়তে হয়েছে। মঙ্গলবারের শুনানিতে সেই প্রসঙ্গই ফের উঠে আসে। শুনানির সময় প্রয়াত অভিনেতা এবং তৃণমূল সাংসদ তাপস পালের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পুরনো একটি মামলার প্রসঙ্গও টেনে আনে আদালত। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, তাপস পালের মামলার কথা তাঁদের মনে আছে। সেখানে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ওই মামলার শুনানি যে ডিভিশন বেঞ্চে হয়েছিল, সেই বেঞ্চে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। তাপস পালের ক্ষেত্রেও উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগকে কেন্দ্র করে মামলা হয়েছিল। মঙ্গলবার মামলাকারীর হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে শুধুমাত্র সাধারণ ‘হেড স্পিচ’ বা বিদ্বেষমূলক মন্তব্য হিসেবে দেখা যায় না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, মন্তব্যটির সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। এর সম্ভাব্য প্রভাব গুরুতর হতে পারে বলেও আদালতে দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে তৃণমূলের হয়ে পাল্টা সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলাকারীর আশঙ্কার প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশে কোনও হামলার ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব কীভাবে ভারতের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করবে। একইসঙ্গে সরকারি গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগেরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা মামলাকারীর তরফে দেওয়া হয়নি বলে আদালতে দাবি করেন তিনি। পুলিশের হয়ে আদালতে বক্তব্য রাখেন আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, তদন্ত করে দেখা হয়েছে এবং যে জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী ওই মন্তব্য করেছিলেন, সেখানে মামলাকারী নিজে উপস্থিত ছিলেন না। পাশাপাশি ওই বক্তব্যের জায়গায় কোনও অপরাধমূলক ঘটনাও ঘটেনি বলে আদালতে জানায় পুলিশ।মামলার সূত্রপাত যে বক্তব্যকে কেন্দ্র করে, তা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াই চ্যানেলে ধর্নায় বসে। তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের একটি বড় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এক অভিযুক্তকে এসটিএফ গ্রেফতার করেছিল বলে উল্লেখ করা হয়।

শহর ও শহরতলী

পুরভোটের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে পথে বামেরা, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর ঘেরাওয়ের প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের ভোট ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। নভেম্বরের শেষ অথবা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এই দুই পুরনিগমের নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। তার আগেই ভোটার তালিকা নিয়ে বড়সড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বামপন্থী দলগুলি। যোগ্য নাগরিকদের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার দাবিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়ার কথা ভাবছে সিপিএম-সহ বাম দলগুলি। যদিও এখনও পর্যন্ত এই কর্মসূচির নির্দিষ্ট দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। বাম দলগুলির মধ্যে আলোচনা করেই আন্দোলনের দিন এবং কর্মসূচির রূপরেখা ঠিক করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পুরভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং বাদ পড়া নাগরিকদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিকেই আপাতত রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্যতম প্রধান ইস্যু করতে চাইছে বাম শিবির। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বাম দলগুলির দাবি, সেই প্রক্রিয়ায় প্রায় ২৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে এবং তাঁদের ভবিষ্য এখনও ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। একই সঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করেছেন বলে

দাবি বামেদের। বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক এবং অপরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহু সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, যোগ্য নাগরিকদের নাম কোনওভাবেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া উচিত নয়। বাদ পড়া প্রত্যেকের আবেদন দ্রুত খতিয়ে দেখে তাঁদের নাম তালিকায় ফেরানোর দাবিতেই এবার প্রশাসনের কাছে সরাসরি জবাবদিহি চাইতে পথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে বামফ্রন্ট। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘ সময় পর বামেদের রাজনৈতিক অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা এবং হাওড়া পুরভোটে নিজেদের সংগঠন ও রাজনৈতিক উপস্থিতি আরও জোরদার করতে চাইছে বাম শিবির। ভোটার তালিকা নিয়ে আন্দোলন সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রস্তুতিরই অংশ বলে মনে করছেন অনেকে। এদিকে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। আদালতে আইনজীবীর তরফে জানানো হয়, প্রয়োজনীয় প্রমাণ-সহ আবেদন করার পর বহু ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বাদ পড়া ভোটারদের আবেদনকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আদালতে গুরুত্ব পেয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে মৃত বা অন্যত্র স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া চালানো হলেও, পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রক্রিয়াকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ যাচাই এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার প্রতি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এখন কলকাতা ও হাওড়ার সম্ভাব্য পুরভোটের আগে সেই বিতর্ককেই হাতিয়ার করতে চাইছে বামেরা। যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকায় নিশ্চিত করা এবং বাদ পড়া নাম দ্রুত পুনর্বহালের দাবিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও, পুরভোটের আগে ভোটার তালিকা ইস্যুতে বামেদের এই কর্মসূচি রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

লাল দুর্গ’ যাদবপুরে এবার জাতীয়তাবাদী সম্মেলন, ৪ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে নতুন চর্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ কয়েক দিন ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ রয়েছে। ক্যাম্পাসের দেওয়ালে ‘ স্লোগান লেখাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে সেই বিতর্কিত দেওয়াল লিখন মুছে ফেলা হয়। সেই আবহেই এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের আয়োজন করছে বিজেপি। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন মঞ্চে এই কর্মসূচি হওয়ার কথা। কর্মসূচিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, জিষ্ণু বসু-সহ দলের একাধিক নেতা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হিসেবে দেখা হয়। সেই ‘লাল দুর্গ’-এই বিজেপির জাতীয়তাবাদী সম্মেলন রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বিশেষ করে সম্প্রতি ক্যাম্পাসে দেওয়াল লিখন এবং ছাত্র সংগঠনগুলির সংঘাতকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার পরেই এই কর্মসূচি নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং আরএসএসের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপির মধ্যে সংঘাতকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ায়। রাতে ক্যাম্পাসের ভিতরে হামলার অভিযোগও ওঠে। দুই ছাত্র সংগঠনের মিছিলকে কেন্দ্র করেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে জেনারেল বডি বা জিবি বৈঠককে ঘিরে ফের অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। প্রতিবাদে পথে নামে এসএফআই এবং এবিভিপি, শুরু হয় পাল্টা আন্দোলন। এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক আরও তীব্র হয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেওয়ালে লেখা কয়েকটি স্লোগানকে ‘দেশবিরোধী বলে অভিযোগ করে বিজেপি নেতৃত্ব। ‘রেড স্যালুট কিষেণজি’, ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’ এবং ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’-র মতো লেখা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বিষয়টি নিয়ে সরব হন। তাঁর অভিযোগ ছিল, দীর্ঘদিন ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশবিরোধী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এরপর ক্যাম্পাসের বিতর্কিত দেওয়াল লিখন মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানা যায়। সেই নির্দেশের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দেওয়ালগুলির লেখা মুছে দেয়। সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কিত দেওয়াল লিখনের ছবি ও ভিডিয়ো তুলে ধরে বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন শুভেন্দু। ফলে যাদবপুরের ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক স্লোগান এবং দেওয়াল লিখন নিয়ে বিতর্ক আরও ব্যাপক আকার নেয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিজেপির তরফে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ত্রিগুণা সেন মঞ্চে এই কর্মসূচি হওয়ার কথা। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুখ সেখানে উপস্থিত থাকবেন। ফলে সম্মেলন থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের পক্ষ থেকে কোনও বার্তা দেওয়া হয় কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখনও এমন কিছু রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে রয়েছে, যেখানে দেশবিরোধী স্লোগান বা বক্তব্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাঁদের বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা মূলত পঠনপাঠনের জন্য আসেন। কিন্তু তাঁদের একাংশের অভিযোগ, ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে এমন কিছু কার্যকলাপ চলে আসছে, যা শিক্ষার পরিবেশকে প্রভাবিত করে। কোনওভাবেই দেশবিরোধী স্লোগান বা কর্মসূচিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলে বিজেপির তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পড়ুয়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত নন। তাঁদের বড় অংশের মূল লক্ষ্য পড়াশোনা এবং গবেষণা। তাই ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সংগঠনগুলির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা তৈরি হয়, তা নিয়ে পড়ুয়াদের একাংশের মধ্যেও উদ্বেগ রয়েছে।

শিবপুরের গোলায় প্রতিমা শিল্পীকে 'হুমকি'র প্রতিবাদে থানায় ডেপুটেশন কুম্ভকার সংগঠনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ সেপ্টেম্বর ঃ শিবপুরের গোলায় প্রতিমা ভাঙচুরের পর এবার শিল্পীকে 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ, প্রতিবাদ জানিয়ে থানায় ডেপুটেশন জমা দিলেন কুম্ভকার সংগঠন। মঙ্গলবার সকালে শিবপুর থানায় ডেপুটেশন জমা দেয় ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্থ পট মেকার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’ সংগঠনের হাওড়া জেলা কমিটি। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান সংগঠনের সদস্যরা। পাশাপাশি, ওই ঘটনার পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা তদন্ত করে দেখার আবেদন জানানো হয়। অভিযোগ, ঘটনার পর গতকাল রাতে ফের ওই প্রতিমা শিল্পীকে 'হুমকি' দেওয়া হয়। সেখানে রাস্তার উপর আর দুর্গাপ্রতিমা রাখা যাবে না বলে ভয় দেখানোর অভিযোগও উঠেছে। প্রতিমা শিল্পী ও কারিগরদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হওয়ার দাবি জানিয়েছে মৃশিল্পীদের এই সংগঠন। আন্দোলনকারী সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মোহনলাল প্রজাপতি বলেন, আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই রামরাজ্যে যারা মৃৎশিল্পীদের প্রতিমা মা দুর্গার প্রতিমা ভেঙেছে তাদের যেন কড়া শাস্তি হয়। একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সিসি ক্যামেরা দেখে। এটা এর প্রথম ঘটনা নয়, এর আগেও মায়ের প্রতিমা ভেঙেছে। কিন্তু, আগেকার গভর্মেন্ট কোনও স্টেপ নেয়নি। এই রামরাজ্য গভর্মেন্টের মধ্যে পুলিশ যে স্টেপ নিয়েছে তাকে সাধুবাদ জানাই। আমরা চাইব মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করুন যাতে এমন ঘটনা আর আমাদের এই রামরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আর না ঘটে। আজকে পুলিশের সঙ্গে দেখা করে ডেপুটেশন দিয়েছি। আমরা দাবি করলাম, একটা আন্ডার ট্রায়াল করে অভিযুকের যেন পানিশমেন্টটা হয়ে যায়। কনভিকশন যাতে হয়ে যায়। যাতে এর জামিন না হয়। আমাদের দাবি এইটাই, সাত দিনের মধ্যে ওকে চার্জশিটটা দিয়ে আন্ডার ট্রায়াল করে যাতে কনভিকশন করে দেওয়া হয়। এই ঘটনাই প্রথম নয়, অনেক জায়গায় ঠাকুর ভাঙা হচ্ছে।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড
CIN:-L50500WB1964PLC026053
রেজিঃ অফিস- ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড,
পি.এস. শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭।
টেলিফোন নম্বরঃ০৩৩-৪০৬৬৮০৭২,
ই-মেইলঃ foundryfuel@gmail.com,ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in

৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি,দূরবর্তী
ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য ও বুক ক্লোজার

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রাসঙ্গিক বিধান এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (MCA)-এর ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩২০২৫ ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-এর ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তির (যাকে একত্রে 'বিজ্ঞপ্তি' বা 'Circulars' বলা হয়েছে) সাথে সামঞ্জস্য রেখে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির সদস্যদের ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (62nd AGM) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩.০০-এ ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কোনো সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বা তার আগে ভিডিও কনফারেন্স বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (VCOAVM) ব্যবহার করে এজিএম (AGM) আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।সদস্যরা শুধুমাত্র VCOAVM-এর মাধ্যমেই ৬২তম এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই অংশগ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী কোরাম (quorum) গণনার ক্ষেত্রে VCOAVM-এর মাধ্যমে সদস্যদের উপস্থিতিও গণ্য করা হবে।

যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেল আইডি কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, তাদের সকলের কাছে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ৬২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২০২৬-এর ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হয়েছে।

৬২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.foundryfuel.co.in এবং BSE Ltd.-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ-ও পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(খ) অনুযায়ী, যেসব সদস্য কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের কাছে আজ একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে এজিএম (AGM)-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬-এর ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬ এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত লিঙ্কের মাধ্যমেও দেখা যাবে ঃ

http://www.foundryfuel.co.in/pdf/annual_report_2025-26_foundry_fuel.pdf
http://www.foundryfuel.co.in/pdf/notice_of_AGM_2025_26_foundry_fuel.pdf

সেবি (তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধিমালার আওতায়, কোম্পানিটি তার সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। ' তারিখ অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ ফিজিক্যাল (কাগজপত্র-ভিত্তিক) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) উভয় পদ্ধতিতেই শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এই সুবিধা পাবেন। এর মাধ্যমে তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) উত্থাপিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর রিমোট ই-ভোটিং এবং সভার সময় 'ই-ভোটিং মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন। এই পরিষেবাটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

১. সদস্যরা CDSL-এর ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিষেবা ব্যবহার করে VC (ভিডিও কনফারেন্সিং) OAVM-এর মাধ্যমে ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (কক্সপ্ব) অংশগ্রহণ করতে পারেন। শেয়ারহোল্ডাররা 'শেয়ারহোল্ডারসদস্য লগইন' বিভাগে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য (credentials) ব্যবহার করে https:www.evotingindia.com-এ এই পরিষেবাটি ব্যবহার করতে পারবেন। VC OAVM-এর লিঙ্কটি শেয়ারহোল্ডারসদস্য লগইন অংশে পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির EVSN প্রদর্শিত হবে।

২. রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ১০.০০টা IST) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকাল ৫.০০টা IST)-এ শেষ হবে। এরপর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আর ভোট দেওয়া যাবে না। এই নির্দেশাবলী ৬২তম AGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

৩. কাট-অফ তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

৪. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং সদস্য হন-এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ শেয়ারের মালিক থাকেন-তবে তিনি লগইন-আইডি (login-ID) এবং সিকোয়েন্স নম্বর (sequence number) পেতে পারেন। এর জন্য তাঁকে কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-Ms. Niche Technologies Pvt. Ltd.-এর কাছে nichetechpl@nichetechpl.com ইমেইলে অথবা কোম্পানির কাছে foundryfuel@gmail.com ইমেইলে অনুরোধ পাঠাতে হবে। তবে, যদি কোনো সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিং-এর জন্য CDSL-এ নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি (User ID) এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

৫. যে সদস্যরা AGM-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা VC-এর মাধ্যমে কক্সপ্ব-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি এবং VC-এর মাধ্যমে AGM-এ উপস্থিত থাকবেন, তাঁরা AGM চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৬। যেসব সদস্য এখনও তাঁদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছেঃ ইলেকট্রনিক বা ডিমেট (demat) ফর্মে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে তাঁদের 'ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট'-এর মাধ্যমে ডিপোজিটরির কাছে এবং ফিজিক্যাল (কাগজের সার্টিফিকেট) ফর্মে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির আরটিএ (RTA)-মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (ঠিকানাঃ ৭ম তলা, রুম নং ৭এ ও ৭বি, ৩এ, অকল্যান্ড রোড, এলগিন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭)-কে চিঠি লিখে ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করতে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানিআরটিএ-র কাছে (ফিজিক্যাল মোডে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে) এবং তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে (ডিমেটেরিয়ালাইজড বা ইলেকট্রনিক ফর্মে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে) তাঁদের প্যান (PAN) তথ্য হালনাগাদ করতে।

৭. 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সদস্য রেজিস্টার বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার' (প্রকৃত মালিক)-দের রেজিস্টারে যাঁদের নাম নথিভুক্ত থাকবে, কেবল তাঁরাই 'রিমোট ই-ভোটিং' এবং এজিএম (AGM)-এর সময় ই-ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন।

৮. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.foundryfuel.co.in) এবং www.cdslindia.com www.evotingindia.com ও বিএসই লিমিটেড (BSE Ltd.)-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

৯. কোম্পানি একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, শ্রী দেবেন্দ্র রাউত-কে 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিযুক্ত করেছে, যিনি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করবেন।

১০. ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে অনুগ্রহ করে সিডিএসএল (CDSL)-এর সাথে যোগাযোগ করুনঃ শ্রী মলয় বিশ্বাস, রিজিওনাল ম্যানেজার (কলকাতা), ফোন নম্বর (০৩৩) ২২৮২-১৩৭৫ ১৮০০-২০০-৫৫৩৩ অথবা ইমেলঃ helpdesk.evoting@cdslindia.com বা moloyb@cdslindia.com

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ নম্বর বিধি এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র (Share Transfer Books) ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে,ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-
(নিকেশ ওসওয়াল)
পরিচালক
DIN: 07895357

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০১.০৯.২০২৬

নামী রেস্তরাঁয় কিলো কিলো পচা মাংস উদ্ধারের অভিযোগ, বাদুড়িয়ায় যৌথ অভিযানে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,বসিরহাট, ১ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া বাজারে নামী রেস্তরাঁ থেকে কিলো কিলো পচা মাংস উদ্ধারের অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খাদ্য দপ্তর, বাদুড়িয়া পুরসভা এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে ওই রেস্তরাঁ থেকে মুরগি ও খাসির মাংস-সহ বিপুল পরিমাণ মাংস উদ্ধার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় উদ্ধার হওয়া মাংসের একাংশ পচা এবং মানবদেহের খাওয়ার অনুপযোগী বলে সংেদহ করা হয়েছে। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষকে নোটিস দিয়েছে প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাদুড়িয়া বাজার এলাকার ওই রেস্তরাঁয় বেশ কিছুদিন ধরেই খাবারের গুণমান নিয়ে অভিযোগ উঠছিল। বিশেষ করে রান্নায় ব্যবহৃত মাংসের মান এবং তা কীভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তা নিয়ে স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রশাসনের নজরে আসে বিষয়টি। এরপরই খাদ্য দপ্তর, পুরসভার আধিকারিক এবং পুলিশের সমন্বয়ে একটি যৌথ দল রেস্তরাঁয় অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অভিযান চালিয়ে রেস্তরাঁর রান্নাঘর এবং মাংস সংরক্ষণের জায়গায় তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। সেখানে মজুত রাখা বেশ কিছু মাংসের নমুনা দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। পরে সেগুলি পরীক্ষা করে মাংসের একাংশ পচা এবং ব্যবহারের অনুপযোগী বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়। এরপরই সংশ্লিষ্ট মাংস বাজেয়াপ্ত করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাংসের মধ্যে মুরগি এবং খাসির মাংস ছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে এত বিপুল পরিমাণ মাংস কীভাবে ওই রেস্তরাঁয় মজুত করা হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মাংসগুলি কতদিন ধরে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, কোথা থেকে সেগুলি আনা হয়েছিল এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। একইসঙ্গে

উদ্ধার হওয়া মাংস রান্না করে কোনও সময় ক্রেতাদের পরিবেশন করা হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রাখা হয়েছে। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট রেস্তরাঁকে নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাংসের উৎস, সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং খাবার প্রস্তুতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাংসের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হবে বলেও জানা গিয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে। এই ঘটনা সামনে আসতেই বাদুড়িয়ায় ফের কয়েক বছর আগের পচা মাংসকাণ্ডের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কয়েক বছর আগে বাদুড়িয়ার একটি গোপন আস্তানা থেকে বিপুল পরিমাণ পচা মাংস উদ্ধারের অভিযোগ ঘিরে রাজ্যজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। সেই সময় পচা মাংস বিভিন্ন রেস্তরাঁয় সরবরাহ করা হত বলে অভিযোগ সামনে এসেছিল। বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। বেশ কিছু জায়গা থেকে পচা মাংস উদ্ধারের পাশাপাশি একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কয়েকটি রেস্তরাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সেই পুরনো ঘটনার স্মৃতি এখনও মানুষের মনে তাজা। তার মধ্যেই ফের বাদুড়িয়ার একটি পরিচিত রেস্তরাঁ থেকে পচা মাংস উদ্ধারের অভিযোগ সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে। বিশেষ করে বাইরে খাবার খেতে যাওয়া সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং খাবারের গুণমান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাংসের নমুনা পরীক্ষার পাশাপাশি রেস্তরাঁর খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন মানা হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মাংস কোথা থেকে এসেছিল এবং তা ক্রেতাদের খাবার হিসেবে পরিবেশন করা হয়েছিল কি না, তদন্তে তারও উত্তর খোঁজা হবে। ঘটনার জেরে রেস্তরাঁর ব্যবসা ও খাদ্য পরিবেশনের নিয়মকানুন নিয়েও প্রশাসনিক নজরদারি আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই স্পষ্ট হবে, উদ্ধার হওয়া মাংস কতটা সময় ধরে মজুত ছিল এবং তা ব্যবহারের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। আপাতত বাদুড়িয়ার এই ঘটনায় খাদ্যের মান, মাংস সংরক্ষণ এবং রেস্তরাঁগুলির স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

হাওড়া পুরভোটের আগে ‘জনগণের ইস্তেহার’ বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া পুরসভার সম্ভাব্য নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। এবার হাওড়া পুরসভার জন্য আলাদা ঘোষণাপত্র বা ইস্তেহার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। তবে সেই ইস্তেহার শুধুমাত্র দলীয় নেতাদের পরামর্শে তৈরি হবে না। হাওড়ার বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ নিয়েই পুরভোটের ঘোষণাপত্র তৈরি করা হবে বলে জানাল বিজেপি। দলের দাবি, নামের দিক থেকে এটি বিজেপির ইস্তেহার হলেও বাস্তবে তা হবে ‘জনগণের ম্যানুফেস্টো’। সহাওড়া জেলা বিজেপির উদ্যোগে এদিন পুরভোটকে সামনে রেখে একটি বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন হাওড়া পুরসভার নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা। উপস্থিত ছিলেন দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরের নেতারা এবং মণ্ডল সভাপতিরা। বৈঠকেই হাওড়ার জন্য পৃথক ইস্তেহার তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বৈঠক শেষে রাহুল সিনহা বলেন, হাওড়া পুরসভার জন্য এবার আলাদা ঘোষণাপত্র তৈরি করা হবে। তার আগে হাওড়ার বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে গিয়ে তাঁদের পরামর্শ নেওয়া হবে। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে আগামী দিনে হাওড়ার উন্নয়নের জন্য কী কী করা প্রয়োজন এবং ঘোষণাপত্রে কোন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে মতামত নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সাধারণ মানুষের মতামতকেও এই ইস্তেহারে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। রাহুলের কথায়, বিজেপির নামে ইস্তেহার প্রকাশ করা হলেও মূলত মানুষের মতামতের ভিত্তিতেই তা তৈরি করা হবে। অর্থা হাওড়ার নাগরিকরা নিজেদের এলাকার সমস্যা এবং প্রত্যাশার কথা জানাতে পারবেন। সেই পরামর্শের ভিত্তিতেই পুরসভার জন্য বিজেপির পরিকল্পনা সাজানো হবে বলে দলীয় নেতৃত্ব জানিয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRU, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/GRU/2526/140/025/1st Call Name of the Work: **Augmentation of supply network near premises Nolal Poll, Khaldari Santi Nagar, Khaldari Road in Ward No.-140, Br.-15.** Estimated Cost: ₹ **1,51,350.52**. Earnest Money: ₹ **3,028.00.**
(2) NIT No.: KMC/WS/GRU/2526/140/024/1st Call Name of the Work: **Augmentation of supply network near premises No Nava Ratan School, X-19, 4 No. Bandth Majer in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,85,793.54**. Earnest Money: ₹ **3,716.00.**
(3) NIT No.: KMC/WS/GRU/2526/141/012/1st Call Name of the Work: **Augmentation of supply network near River Side Road, Jora Mondir, Naskar Para in Ward No.-141, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,48,113.47**. Earnest Money: ₹ **2,963.00.** Period of Completion: **30 Days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time for Bid submission: **11.09.2026 – 6 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3)). Tender will be opened on: **16.09.2026 – 12.15 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **03.09.2026, 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Water Supply)/S.S. Unit, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-128/04/G.M-8/26-27/53 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of F/W supply works for damaged portion of 600mm, dia. reserve main pipe line near 102, Parui Pucca Road with some allied works in Ward No.-128, Br.-XIV.** Estimated Amount (Including GST, Cess): ₹ **2,82,530.61**. Earnest Money: ₹ **5,655.00.** Period of completion: **07 Days.** Last date and time of Bid: **19.09.2026 upto 2 p.m.** Tender will be opened on: **22.09.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2026 at 2 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work:
NIT No.: KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-14/2026-27
Name of the Work: **Replacement of defective Thrust Bearing Housing (TBH) with other allied works of the Wpil make V.T. Pump No.-2 including reassembly and alignment at low lift pumping station under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **1,44,074.00**. Earnest Money: ₹ **2,900.00.** Period of completion: **05 Days.** Last date and time of receipt of Tender (Online): **12.09.2026 at 11 a.m.** Last date and time of opening of Tender (Online): **14.09.2026 at 11 a.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/6 (1st Call) Name of the Work: **Restoration of sewer trench by providing CC from 1586, Natunpally to H/o Ramchandra Thakur and at 372 Mission Anchal and near house of Biswajit Singha at Baganpara in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **4,56,875.11**. Earnest Money: ₹ **9,500.00.**
(2) NIT No.: KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/7 (1st Call) Name of the Work: **Restoration of 4 Nos. sewer trench by providing CC near houses of Sanjay Singh, Alo Mandal, Filobina Supriya Mandal and near Bela Niwas at Baganpara in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **3,28,001.30**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/9 (1st Call) Name of the Work: **Restoration of sewer trench by providing CC from 43, Sahapara to 42, Sahapara at Babupara in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **3,23,688.94**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **30 Days** (For Sl. No. 1 to 3). Bid submission start date & time: **03.09.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid (Online): **12.09.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Date and time of opening of Technical Bid: **14.09.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **03.09.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Dy. C.E. (M)/(S&D), KMC** invites e-Tender online item rate in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/GRBU/SO-18/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing, servicing and replacement of worn out components of 6.6 cusec capacity Pump Unit No.-2 at Jinjira Bazar MPS under GRBU.** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last date and time of submission of Bid: **12.09.2026 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2026 at 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (C)/SWM-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/M/09/2026-27 Name of the Work: **Supplying of Jhama metals for repairing of approach road towards silt unloading platform at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: ₹ **2,88,473.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**
(2) NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/M/10/2026-27 Name of the Work: **Repairing of severely damaged road at around 10 No. Dag Culvert at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: ₹ **2,89,683.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Price of Tender: **Nil** (For Sl. No. 1 & 2). Bid submission start (online) date and time: **05.09.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid (online): **12.09.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **02.09.2026 (1 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders. gov.in** (For Sl. No. 1 & 2). Please keep watching on the above website for further addemdum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (For Sl. No. 1 & 2). **(431/26-27)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭২ সংখ্যা, বুধবার, ১৫ ভাদ্র, ১৪৩৩

ভারতীয় পুরাণে তিব্বত

ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। এদিকে চিন যেভাবে ভারত বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী খুবই ক্ষুব্ধ চিনের ওপরে। চিন আগামি দিনে গালওয়ান উপত্যকায় আবার নতুন করে হামলা করবে। চিনের শত্রু দেশ এখন ভারত। আমেরিকা নয়। সেই কারণে গালওয়ানে ভারত চিনা সেনাদের হাতাহাতি নিয়ে তথ্যচিত্র প্রকাশ করে চিন তাদের কমিউনিস্ট সম্মেলনের সদস্যদের দেখিয়েছে। আসলে এটা হচ্ছে শি জিনপিংয়ের রাজনৈতিক কৌশল। ভারতকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান জঙ্গিদের চিন সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যাতে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত না হতে পারে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি ভারত যাতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য না হতে পারে তার চেষ্টা করছে চিন। এদিকে ভারতের সঙ্গে রাশিয়া এবং জাপানের বন্ধুত্ব থাকায় চিন কোনও রকমভাবে সুবিধা করতে পারছে না। দালাই লামাকে ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে তিব্বতে ভারত উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে বলে চিন বলতে শুরু করেছে। কিন্তু ভারত থেকে বলা হয়েছে তিব্বত, কৈলাশ এবং মানস সরোবর ভারতের একটি অংশ ছিল। ভারতের মহাকাব্যে এবং পুরাণে তিব্বতের উল্লেখ রয়েছে। এই সব অঞ্চলগুলিকে ভারতবাসীরা মনে করে যে তাদের দেব দেবীর বসবাস স্থান। হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে। এসব পুরাণ গ্রন্থগুলির বয়স কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন। চিন ভারতের পুরাণ গ্রন্থকে

সম্পাদকীয়

অস্বীকার করতে শুরু করেছে চিন। ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে এসেছিলেন চিন দেশের পণ্ডিত ফাহিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ। তাঁরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালি এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান চিন সরকার তাদের ইতিহাস থেকে এই সব অধ্যায় একেবারে বাদ দিয়ে ফেলে দিয়েছে। তারা এখন বাজার অর্থনীতির কথা বলে। ভারত চিন সংস্কৃতির কথা একেবারে বলে না। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বিপন্ন করতে চিন সব সময়ে চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের চিরকালের প্রিয় বন্ধু রাশিয়া ভারতের পাশে থাকার ফলে চিন সাহস করতে পারছে না। তবে চিন অপেক্ষা করে রয়েছে সুযোগের। একটু সুড়যোগ পেলেই চিন ভারতের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। চিন ভারতের কোনও রকমভাবে বন্ধু রাষ্ট্র হতে পারে না তার প্রমাণ তারা দিয়েছে। সেই কারণে বর্তমান মোদি সরকার চিন সম্পর্কে একেবারে সজাগ। বন্ধু রাশিয়াকে পাশে রেখে সস্তায় তেল চায় ভারত। সেই কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভারত কোনও রকমভাবে কথা বলছে না এবং ভোট দানে বিরত থাকছে। সস্তায় তেল পাওয়া না গেলে ভারতের সব কলকারখানাগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এবং ভারতের অবস্থা হয়ে উঠবে একেবারে শ্রীলঙ্কার মতো। ভারতে শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি যাতে তৈরি হতে না পারে তার জন্যই এখন রাশিয়া ভারতের পাশে দঁড়িয়েছে।

নীল গ্রহটি নির্জলা হওয়ায় পথে!

২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রপুঞ্জের এসডিজি৬-এর (সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য) মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে মানুষের কাছে জল পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি জলের উৎসগুলোকে দূষণমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে এগুলোকে বিষাক্ত রাসায়নিকের হাত থেকে রক্ষা করার ওপর। একই সঙ্গে, বর্জ্য জল পরিশোধন ও তার পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে। তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি তখনই সুস্থায়ী হবে, যখন জলের প্রাকৃতিক উৎসগুলোর সুরক্ষা ও পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। এই প্রেক্ষিতেই আগামী ডিসেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'বিশ্ব জল সম্মেলন'। বিশ্বব্যাপী জলসঙ্কট মোকাবিলা এবং এসডিজি৬-এর লক্ষ্যপূরণে কতটা অগ্রগতি হলো, তা যাচাই করাই এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়। পাশাপাশি, বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে সবার জন্য কী ভাবে জল-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়টিও বিশেষ প্রাধান্য পাবে। ঠিক যখন সবার জন্য নিরাপদ পানীয় জলের সমাধান খুঁজতে বিশ্ব জল সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে, তখনই ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটির 'গ্লোবাল ওয়াটার ব্যাঙ্করাপ্সি' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ্যে এসেছে। সেই রিপোর্টে আশঙ্কা করা হয়েছে, পৃথিবীর ব্যবহারযোগ্য জলের ভাঁড়ার দ্রুত শেষ

সম্পাদকীয়

হয়ে আসছে। সহজ কথায়, প্রকৃতি যতটুকু জল জমা করছে, মানুষ খরচ করছে তার চেয়ে অনেক বেশি। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকেই 'ওয়াটার ব্যাঙ্করাপ্সি' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রিপোর্টে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তাতে আঁতকে উঠতে হয়। বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ বর্তমানে চরম জল-নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাস করছেন। গত ৫০ বছরে পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় ৪১০ মিলিয়ন হেক্টর প্রাকৃতিক জলাভূমি উধাও হয়ে গেছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ এমন সব অঞ্চলে বসবাস করছে, যেখানে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে নীচে নেমে যাচ্ছে অথবা জলের উৎসগুলো পুরোপুরি শুকিয়ে যেতে চলেছে। আরও চিন্তার বিষয়, বিশ্বে মানুষের ব্যবহারযোগ্য জলের ৭০ শতাংশই যেখানে কৃষিকাজে লাগে, সেখানে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক খাদ্যশস্য ফলাতে হচ্ছে চরম জল-সঙ্কটাপন্ন অঞ্চলগুলোতে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘন ঘন তাপপ্রবাহ, নজিরবিহীন খরা আর বিধ্বংসী বন্যা আজ আর কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়-এগুলোই 'নিউ নর্ম্যাল'। এই রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিশ্ব এখন আর স্রেফ সাময়িক জলসঙ্কটে আটকে নেই, বরং এক স্থায়ী 'সঙ্কট-উত্তর' (পোস্ট-ক্রাইসিস) যুগে প্রবেশ করেছে। তাই সঙ্কট মোকাবিলার প্রথাগত পুরোনো পদ্ধতি ছেড়ে এখন 'ওয়াটার ব্যাঙ্করাপ্সি ম্যানেজমেন্ট'-এর ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। কারণ, 'ব্যাঙ্করাপ্সি' হলো ব্যবস্থার এক স্থায়ী ও কাঠামোগত ব্যর্থতা, যাকে শুধু সাময়িক সমাধান দিয়ে সামলানো যাবে না। এই দেউলিয়াপনার ছবি ভারতেও স্পষ্ট। ভারত আজ পৃথিবীর অন্যতম 'জল-সঙ্কটাপন্ন' দেশ হিসেবে পরিচিত, যেখানে বিশ্বের ১৮ শতাংশ মানুষের বাস হলেও, ব্যবহারযোগ্য জলের উৎস আছে মাত্র ৪ শতাংশ। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, ভারতে উত্তোলিত মোট মিষ্টি জলের প্রায় ৮০ শতাংশ খরচ হয় কৃষিকাজে। পাঞ্জাব বা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে অত্যধিক জল-নির্ভর ফসলের চাষ এবং জমি ডুবিয়ে সেচের পুরোনো পদ্ধতি ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে বিপজ্জনক সীমায় নামিয়ে এনেছে। ফলে উত্তর থেকে দক্ষিণ- সর্বত্র ভূগর্ভস্থ জলস্তর বিপদসীমার নীচে। দ্রুত নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন, এই জোড়া ধাক্কায় বড় শহরগুলো যখন জলশূন্য হওয়ার আশঙ্কায় কাঁপছে, ঠিক তখনই গ্রামীণ ভারতের কৃষি অর্থনীতিতেও জলের অভাবে অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

স্বামী বিবেকানন্দ যেমনটি বলেছিলেন, ভারতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য সর্বদা কোনো বিশেষ বিষয় শেখা বা কোনো নির্দিষ্ট মানসিক ক্ষমতার বিকাশ নয়, বরং মনোযোগের প্রশিক্ষণই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং উচ্চতর গবেষণারও প্রয়োজন রয়েছে কারণ উচ্চতর গবেষণা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা হলো বৃক্ষহীন শাখার মতো-মূলহীন পুষ্পের ন্যায়। অনুভূতি ও পছন্দকে যদি আমরা সুশিক্ষিত না করি, তবে মানুষটি প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে ওঠে না সে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক কিছু কৌশল আয়ত্ত করে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। এসব কৌশলের সাহায্যে সে হয়তো জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার বা প্রাণসঞ্চার করার ক্ষমতা তার থাকে না। সে আসলে মানুষ নয়-সে এক চতুর বানর।

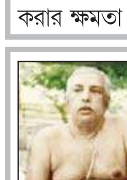

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সর্বোচ্চ মানের শিল্পকলা সর্বদা আধ্যাত্মিক গভীরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগঘন উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, এর জন্য প্রয়োজন গভীরতম ও সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার। শিল্পীকে তাঁর সমস্ত দৃষ্টি ও উপলব্ধির উৎস করতে হবে হৃদয়কে। কারণ বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প কিংবা বাণিজ্যের মতোই শিল্পকলাকেও এখন চর্চা করতে হবে কেবল 'মাতৃভূমির নবনির্মাণ'-এর লক্ষ্যে-অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। সেই আদর্শ আমাদের সামনে কোন রূপে ধরা দিল, তা বড় কথা নয় উন্নতির পথটি কঠিন না কি সহজ, সেটাও কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। একমাত্র যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো আমাদের নিজস্ব সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা ঊর্ধ্বে আরোহণ করি। আমাদের সন্তানদের ঘিরে রাখতে হবে তাদের জাতি ও দেশের ভাবনায়। তাদের মনোযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুটি পরিবারের গণ্ডির বাইরেই নিহিত থাকা প্রয়োজন।

দেশভাগ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র কুমার শীল

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেন এক কলঙ্কিত নায়ক। আমাদের দেশের এমনকি তাঁর জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী এবং ঐতিহাসিকরা তাঁকে একজন সাম্প্রাদায়িক মানুষ রূপে উপস্থাপন করে এসেছে। শুধু তাই নয় অনেকে বাংলা ভাগের জন্য শ্যামাপ্রসাদকেই প্রধান কারিগর বলে মনে করেছে। তবে এ কথা কিন্তু সত্যি সাম্প্রদায়িক শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টাতেই কিন্তু অসাম্প্রদায়িক পশ্চিমবাংলা সৃষ্টি হয়েছে। দেশ ভাগের উত্তাল সময়ে ১৯৪৬ এর কলকাতার নারকীয় হত্যাকান্ডের নায়ক সুরাবর্দি, শরৎ বোস ও কিরণশঙ্কর রায়ের মতো মানুষরা যখন স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব রেখে ছিলেন তখন দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ এই প্রস্তাবের সর্বাত্মক বিরোধীতা করেন। কারণ তিনি জানতেন ভারত থেকে পৃথক হয়ে বাংলা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হলে অচিরেই মুসলমান প্রধান বাংলা পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যাবে। দেশ ভাগের পূর্বলগ্নে শ্যামাপ্রসাদ বাংলায় দাঙ্গার রূপ দেখে বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের মুসলমান শাসনে হিদুদের কি পবিণতি হতে পারে। শ্যামাপ্রসাদের অনুমান যে কতটা নির্ভূল ছিল তা পূর্বপাকিস্তান থেকে বর্তমান বাংলাদেশে হিদুদের পরিণতি আমরা দেখেছি। অথচ সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, শ্যামাপ্রসাদকে নানাভাবে কালিমালিপ্ত করলেও অবিভক্ত বাংলার যে অংশটুকু আজ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতবর্ষের মধ্যে রয়েছে তাঁর অন্যতম সৃষ্টিকর্তা যে শ্যমাপ্রসাদ তা কিন্তু কেউ অস্বীকার করতেও পারে না। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক ও শিক্ষকতা জীবন সঠিক ভাবে পর্যালোচনা করলে শ্যামাপ্রসাদকে কিন্তু কোনও ভাবেই একজন সাম্প্রাদায়িক মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা যায় না। তবে তিনি যে ভারতবর্ষের গড়পরতা নেতাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একজন তোষণহীন এবং আপসহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক দর্শন ছিল ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিককে ধর্মের ভিত্তিতে না দেখে শুধুমাত্র ভারতবাসী হিসাবে মান্যতা দেওয়া। তাই শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় রাজনীতির এক ব্যতিক্রমী চরিত্র একেবারে অন্য সবার থেকে আলাদা। শ্যামাপ্রসাদ বাস্তবে কতটা অসাম্প্র দায়িক ছিলেন তার কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। সেই সময়ের 'নবযুগ' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ। শ্যামা - হক যৌথ ভাবে

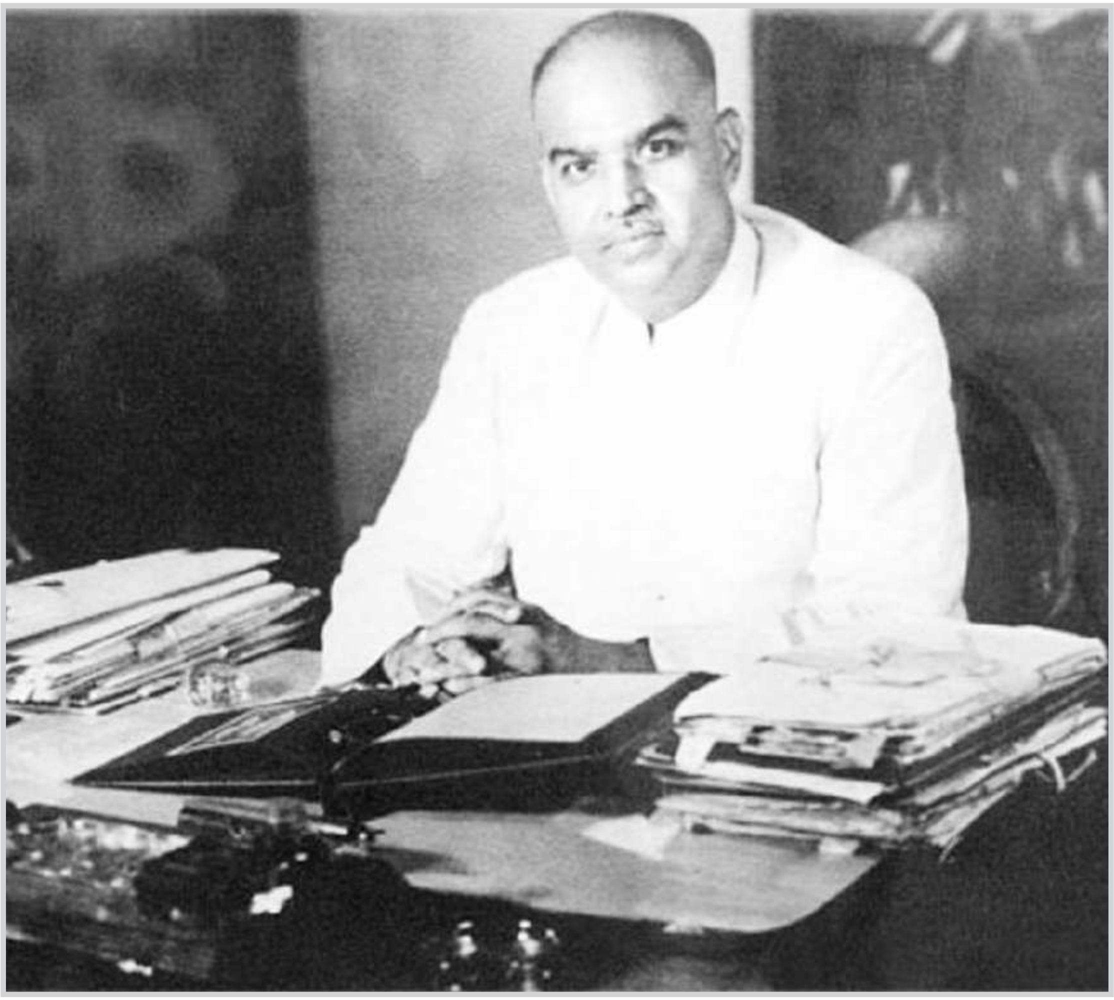

সরকার গঠনের পথ মনসূর আহমেদ লিখেছিলেন, যখন শুনিলাম হক সাহেব তাঁর মন্ত্রী সভায় শ্যামাপ্রসাদকে লইতেছেন, তখন আমি শুধু আকাশ হইতে পড়িলাম না। আস্ত আসমানটাই যেন আমার মাথায় ভাঙিয়া পরিল। কথাটা শুনিয়া আমি এমন স্তম্ভিত হইলাম যে, সেভাব কাটিতে আমার পুরা মিনিট খানেক সময় লাগিয়াছিল। হক সাহেব আমার মনভাব বুঝিয়া, তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন, শোন আবুল মনসুর, তুমি শ্যামাপ্রসাদকে চিন না। তারে আমি চিনি। সে আশুতোষের বেটা। করুক না হিদুসভা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তাঁর মতো উদার ও মুসলমানদের হিতকামী হিদু কংগ্রেসে একজনও পাবা না। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি সবদিক ভাইবা চিন্তাই তাঁরে নিতেছি। আমারে যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাইলে তারেও বিশ্বাস করতে হবে। হক ও শ্যামাপ্রসাদ শীর্ষক এক রচনায় আবুল মনসুর আরও লিখেছিলেন, আমি শ্যামাপ্রসাদের সাথে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তার সম্পর্কে হক সাহেব যা বলিয়াছেন, তা ঠিক। সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে সত্য সত্যই তিনি অনেক কংগ্রেস হিদু নেতার চেয়েও উদার ছিলেন। হিদু সভার নেতা হইয়াও কোন হিদু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষন করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল প্রথমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখিয়া। বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম অসুস্থ হলে শ্যামাপ্রসাদ কবিকে এবং তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে মধুপুরে পাঠিয়ে চিকিৎসার বদোবস্ত করেন এবং সেই সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত ঋনের বেশ কিছুটা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। ১৭-০৭-১৯৪২ সালে কবি নজরুল ইসলাম শ্যামাপ্রসাদকে চিঠি মারফত লেখেন, ''শ্রীচরনেষু, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুরে এসে অনেক স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রনা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়তা সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যাবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসূদনের মত হাসপাতালে আমারও মৃত্যু হত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বছর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকা ঋণ আছে। এর মধ্যে মাড়োয়ারী ও কাবলিওয়ালাদের ঋণই বেশি। আপনি জানেন, হিদু - মুসলমান একতার জন্য আমি আজীবন কবিতায়, গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। আমি হিদু-মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি। এই জোট সরকারে একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, আর কাউকে নয়। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব। সেদিন বাঙালির আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে। আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকার নায়ক। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি আমি হিন্দু-মুসলিম সমতা তহবিল থেকে আমার ঋন মুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখন মিথ্যা হবে না। পাঁচশ টাকা পেয়েছি। আরও পাঁচশ টাকা অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন, বা যখন মধুপুরে আসবেন নিয়ে আসবেন। আপনার মহত্ব, আপনার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা শৌর্য সাহস - আমার অনু পরমানুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রণাম পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন। প্রণত, কাজী নজরুল ইসলাম।'' এখানে আরও একটা কথা অবগত করতে চাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামীয় কৃষ্টি, শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার জন্য শ্যামাপ্রসাদের হাত ধরেই একটি নতুন বিভাগের সুচনা হয়। এবং অন্তজ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ছাত্রাবাসের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সব ছাত্রদের একসঙ্গে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি চাইতেন প্রত্যেক ছাত্রদের মধ্যে যেন সব সামাজিক বিভেদ মুছে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর পরেও কি আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত একজন আপসহীন সৎ ও কোমল হৃদয়ের মনিষীকে সাম্প্রদায়িক অপবাদে আখ্যায়িত করতে পারি ?

বিজ্ঞান সাধনায় অক্ষয়কুমার দত্ত

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী অক্ষয় কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাগেরহাটে ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই। পরলোকগমন করেন ১৮ মে ১৮৮৬ সালে কলকাতায়। সর্ব বিদ্যায় পারদর্শি ছিলেন। তিনি নিজেকে সর্ব শিক্ষার প্রতিষ্ঠিত করতে ক্যালকুলাস থেকে শুরু করে ভূগোল নিয়ে পড়াশুনা করেন। সংস্কৃত, পার্সি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বিদেশি ভাষা ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিখতেন। মেডিকেল কলজে ভর্তি হয়েছিলেন বোটানি, জুওলজি এবং কেমেস্ট্রি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে। সব বিষয়ে তিনি দক্ষতার সঙ্গে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে নতুন তথ্য আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। বাংলায় বহু পরিভাষা তিনি রচনা করতে সক্ষম হন যা আজকের যুগে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা থেকে শুরু করে ভূগোল বিষয়ে পড়াশুনা করতে প্রয়োজন হয়। এই সময়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নজরে এসে পড়েন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রকম একজন প্রতিভাবান তরুণের সন্ধান করছিলেন যিনি তাঁর পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদনার করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বাংলার নবজাগরণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। রাজনীতিতে বিজ্ঞান দরকার। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান দরকার। সমাজ সংস্কার করতে গেলে বিজ্ঞান প্রয়োজন। ধর্মকে আন্তরকিভাবে গ্রহণ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের। সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বটে। কিন্তু সব সময়ে তিনি বিজ্ঞানকে সঙ্গে রেখে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্তি হন। ভাবতে অবাক লাগে যে তিনি কোনও সময় বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য রচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন বাংলায় চলছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। তবে এর বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বিরুদ্ধ আন্দোলন। যুক্তি বিজ্ঞানের মাপকাঠির ওপরে বিচার করে তিনি সব কিছুকে মাপার চেষ্টা করতেন। যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে সত্যকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে গিয়েছেন। প্রার্থনার উপযোগী কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয় কুমার দত্তকে। অক্ষয় দত্ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়? তারা এক বাক্যে বলেছিল-শস্য। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পরিশ্রমের সঙ্গে তারা যদি প্রার্থনা করে তাহলে কি পাবে? তারা সমস্বরে বলেছিল-শস্য। তখন তিনি বললেন, প্রার্থনা করার ফলে তারা বাড়তি কিছু পেল কি? ছাত্ররা বলে- না। তখন অক্ষয় দত্ত বলেন, তাহলে প্রার্থনার মূল্য শূন্য। এই দ্বার্থহীন সিদ্ধান্ত শুনে ছাত্ররা একেবারে নিরব হয়ে গেল। তখন তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রনালীতে প্রার্থনার শক্তি যে কিছু নয় তা তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রদের। আসলে ঈশ্বরে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত। ঈশ্বর বলে কোনও শক্তি রয়েছে তা তিনি একপ্রকার অস্বীকার করতেন। তিনি বলতেন মানুরে প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে ঈশ্বর। তার বাইরে আর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অক্ষয় কুমার দত্ত-এর জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন-এই ঘটনার দুই দিবস-পরে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয়বাবুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে বলিলেন-, 'আপনি ভালো এক সমীকরণ দিয়ে শহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন।' অক্ষয়বাবু উত্তর করিলেন, 'বিশুদ্ধবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধসুলভ, তাহা এদেশীয় লোকেদের নতুন বোধ হইল এটি বড়ো দুঃখের বিষয়।' অক্ষয় কুমার দত্ত মেডিকেল কলজের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি অ্যানাটমি, জীববিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হওয়ার নেশা তাঁর ছিল না। ছিল মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা। মানব দেশের শরীর সম্পর্কে খুটিনাটি জানার আগ্রহতে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আসতে তাঁর প্রচণ্ড জানার নেশা তাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে নিয়ে গেছে। তিনি

কোনও একটি বিষয়ে ওপরে নির্ভর করে কোনও সময়ে থাকতে পারেননি। সব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গভীর রাতের বেলায় বাড়ির ছাদে বসে একটি খোগল যন্ত্র নিয়ে আকাশের গ্রহণ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। জ্যোর্তিবিজ্ঞান তাঁর প্রাণের বিষয়। সারা রাত জুড়ে মহাজাগতিক বিস্ময়ের যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে সেব সবের সাক্ষী থাকলে গেলে রাত ছাড়া উপায় নেই। খগোল হল দূরবীন। পারিবারিক ভাষা হল দূরবীক্ষণ। তিনি শুধু ক্ষান্ত থাকেননি জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চায়। তিনি সব বিজ্ঞানের সবক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছেন। সব বিজ্ঞানের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আসল বিজ্ঞানের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। খুঁজতে চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের আসল সত্যটা কোথার রয়েছে। আসল সত্যের সন্ধানে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে সফর করেছেন। গভীর ভাবে পড়াশুনা করা থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিভাষিক শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন- অনুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, দাহ্য পদার্থ, জড়, তড়িৎ, পরিমিত, ধ্রুবতারা, অঙ্গার, বাস্প, বজ্র, জোয়ার, রামধনু, সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষন, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি আরও দীর্ঘ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখিয়েছিল এই সব পরিভাষা। এই পরিভাষা প্রকাশিত হতেই বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করার পথটা সুগম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই সব বিজ্ঞান পরিভাষা প্রস্তুত করে। অক্ষয় কুমার দত্তের একটি বই এর জন্য স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল কিছু লোক। ঘটনাটি ঢাকার বিক্রমপুরের। ১৮৫১ সাল। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লিখিত একটি বই। নাম-'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার।' বিক্রমপুরের কালীপাড়ার একদল ছাত্র বইটা পড়ে মুগ্ধ। প্রায় দেড়শো বছর আগে এই বইয়ে অক্ষয় কুমার লিখেছেন,-'বিবাহের আগে হবু দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না থাকে। সংসারে নারী ও পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান। যদি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সমাধানের কোনও পথ খুঁজে না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কাম্য।' তোলপাড় হয়ে গেল সর্বত্র। কালীপাড়া স্কুলের কিছু ছাত্র সভা করে প্রতিজ্ঞা করে বসল। তারা একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে লিখলেন-'আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়মসকল অবলম্বন করিব।' ধর্মান্ধ রক্ষণশীল মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, স্কুল বাড়ীটি পুড়িয়ে দেবেন। তবে এই হুমকিতে ছাত্রদের প্রতিহত করা যায়নি। অনেকেই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন সেদিন। অক্ষয় জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন তখন-'উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হাওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলে ছাত্র ছিলেন।' দ্বারকানাথের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা কুলীন ছিলেন, পরিবারের প্রায় সবাই বংশানুক্রমে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে বিবাহ করতেন। দ্বারকানাথ পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে জানিয়েছিলেন-'আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।' এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল গোটা কুলিন ব্রাহ্মণ সমাজ। তারা তাদের অধিকারকে বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে পরিহার করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল। তারা ঈশ্বর বেশি বিশ্বাস করতো না। রক্ষণশীল সমাজের ভাষায় তারা একেবারে নাস্তিক ছিল। যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে চাইতো। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বীজ ছড়িয়েছিলেন পরিণত বিদ্যাসাগর। অক্ষয় কুমার দত্ত ষোল বছর বয়স থেকেই ইংরেজি সাহিত্য, অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা, আধুনিক গণিত, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন শিখতে থাকেন। ফলে অল্প বিষয়ে নানা বিষয়ে বহুমুখী চর্চায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তবে আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে অবহিত ও আগ্রহী হলেও হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চার অভিজ্ঞতা ছিল না বিদ্যাসাগরের। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত সব সময়ে বিজ্ঞানকে পরীক্ষা করে গ্রহণ করতেন। আইনী স্বীকৃতির দ্বারা বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত বিধবা বিবাহকে বৈজ্ঞানিক মানব-সম্মত বলে গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহ জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের সেটাও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রচার করে গিয়েছেন। সারা জীবন ধরে মানব জীবনের সব কিছুকে বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে গিয়েছেন। উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ধর্মও বিজ্ঞান ছাড়া চর্চিত হতে পারে না। বিজ্ঞানকে সমানে রেখে ধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। অতীতে অন্ধ বিশ্বাসের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এসেছে যুক্তি তর্ক বিজ্ঞান। যুক্তি তর্কের জালে বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে সত্যকে বের করে নিয়ে এসে তাকে গ্রহণ করতে পারলেই তবেই মানব জীবন সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে এটাই বিশ্বাস করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত।

> যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে সত্যকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে গিয়েছেন। প্রার্থনার উপযোগী কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয় কুমার দত্তকে। অক্ষয় দত্ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়? তারা এক বাক্যে বলেছিল-শস্য। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পরিশ্রমের সঙ্গে তারা যদি প্রার্থনা করে তাহলে কি পাবে? তারা সমস্বরে বলেছিল-শস্য। তখন তিনি বললেন, প্রার্থনা করার ফলে তারা বাড়তি কিছু পেল কি? ছাত্ররা বলে- না। তখন অক্ষয় দত্ত বলেন, তাহলে প্রার্থনার মূল্য শূন্য। এই দ্বার্থহীন সিদ্ধান্ত শুনে ছাত্ররা একেবারে নিরব হয়ে গেল। তখন তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রনালীতে প্রার্থনার শক্তি যে কিছু নয় তা তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রদের। আসলে ঈশ্বরে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত। ঈশ্বর বলে কোনও শক্তি রয়েছে তা তিনি একপ্রকার অস্বীকার করতেন। তিনি বলতেন মানুরে প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে ঈশ্বর। তার বাইরে আর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

ম্যানগ্রোভ ঘেরা জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্যচাষ, সুন্দরবনে বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ১ সেপ্টেম্বর ঃ ঘাড়ে পিঠে বাঘের থাবার দাগ এখন ও স্পষ্ট। কয়েক বছর আগের সেই ভয়াবহ দিনের

স্মৃতিও আজও টাটকা। সুযোগ থাকলে হয়তো জীবনে আর জঙ্গলের পথ মাড়াতেন না তাঁরা। কিন্তু গ্রামে কাজের সুযোগ সীমিত। পেটের টানেই তাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মাছ, কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনের জঙ্গলে ফিরতে হয় বহু গ্রামবাসীকে। এবার সেই জঙ্গলমুখী নির্ভরতা কমাতে বিকল্প কর্মসংস্থানের নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে সুন্দরবনে। নাম- 'বাদাবনের জলবায়ু সহনশীল সমন্বিত মৎস্যচাষ মডেল'। ভারতের অন্যতম জলবায়ু-সংবেদনশীল অঞ্চল সুন্দরবনে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, নদীবাঁধের ক্ষয় এবং কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ায় প্রান্তিক মানুষের জীবিকা ক্রমশ ঝুঁকির মুখে। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে সক্রিয় হয়েছে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণপ্রেমী সংগঠন 'নেচার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি' (নিউজ)। সহযোগিতায় রয়েছে এসবিআই ফাউন্ডেশন। 'এসবিআইএফ লিপ ক্লাইমেট স্মার্ট লাইভলিহুডস' প্রকল্পের মাধ্যমে সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে জলবায়ু সহনশীল জীবিকাভিত্তিক একাধিক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। 'নিউজ'-এর কর্ণধার অজন্তা দে জানান, ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য সুস্থিত ও বহুমুখী জীবিকার সুযোগ তৈরি করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ 'ইন্টিগ্রেটেড ম্যানগ্রোভ অ্যাকুয়াকালচার' (আইএমএ)। পাশাপাশি গ্রামের পুকুরে মিষ্টি জলের মাছচাষ, হাঁস প্রতিপালন, মৌমাছি পালন, মাশরুম চাষ এবং গ্রামীণ উদ্যোগের উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে। বাদাবন সমন্বিত মৎস্যচাষ মডেলের পরীক্ষা মূলক প্রয়োগ শুরু হয়েছিল ২০২০ সালে, সুন্দরবনের মিনাখাঁ ও কুলতলি ব্লকের কয়েকটি নির্বাচিত গ্রামে। স্থানীয় পরিবেশ ও মৎস্যচাষ ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে ধীরে ধীরে এটি একটি জনগোষ্ঠী ভিত্তিক জলবায়ু সহনশীল চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে পরিণত হয়। প্রাথমিক সাফল্যের পর ২০২৫ সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ফাও-এর কাছ থেকে 'গ্লোবাল টেকনিক্যাল রেকগনিশন' স্বীকৃতিও মেলে বলে আয়োজকদের দাবি। এবার সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মিনাখাঁ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রামের প্রায় ৬.৪৮ হেক্টর নোনা জলের পুকুরে আরও ১০ জন উৎপাদককে যুক্ত করে প্রকল্পটি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। প্রথম ধাপে কর্মসূচিটি ২০২৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।পাশাপাশি আইএমএ পদ্ধতি নিয়ে সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের আওতায় প্রায় ২০০ জন মৎস্যচাষিকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই পদ্ধতিতে একই জলাশয়ে ম্যানগ্রোভ রোপণ এবং লবণাক্ত জলের মাছ ও চিংড়ি চাষকে সমন্বিত করা হয়। পুকুরের বাঁধে ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানোর পাশাপাশি জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূলত বাগদা চিংড়ি ও বিভিন্ন মাছ চাষ করা হয়। রাসায়নিকের উপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে জলাশয়ের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। চাষিদের পুকুর প্রস্তুতি, জলের গুণমান নিয়ন্ত্রণ, সঠিক পদ্ধতিতে পোনা মজুত, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক আহরণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। রোগের প্রকোপ কমিয়ে কীভাবে জলাশয়ের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন লবণাক্ততা-সহনশীল প্রজাতিকে একসঙ্গে চাষের মাধ্যমে একক চাষের ঝুঁকি কমিয়ে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। এই মডেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জলাশয়ের বাঁধে ম্যানগ্রোভ রোপণ। ম্যানগ্রোভ বাঁধকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি ভূমিক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক সুরক্ষা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।শুধু উৎপাদন বা পরিবেশ সংরক্ষণ নয়, উৎপাদিত মাছ ও চিংড়ির বাজার-সংযোগের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 'বাদাবন ফার্মারস প্রডিউসর কোম্পানি লিমিটেড'-এর মাধ্যমে উৎপাদকদের সংগঠিত বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য 'বাদাবন হার্ভেস্ট' ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বাজারজাত করার পরিকল্পনা ও রয়েছে।প্রকল্প উদ্যোক্তাদের আশা, এই মডেল সুন্দরবনে জীবিকা ও পরিবেশ সংরক্ষণকে একই সুতোয় বাঁধতে পারবে। স্থানীয় জলাশয়েই যদি স্থায়ী আয়ের সুযোগ তৈরি হয়, তাহলে জীবিকার তাগিদে মৎস্যজীবীদের বারবার গভীর জঙ্গলে ঢোকার প্রয়োজন কমবে। ফলে একদিকে যেমন বাঘের সঙ্গে মানুষের সংঘাতের ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রও আরও সুরক্ষিত হবে। বিকল্প কর্মসংস্থানের এই উদ্যোগ সফল হলে সুন্দরবনের জীবিকা ও পরিবেশ সংরক্ষণে তা নতুন দিশা দেখাতে পারে।

কৌশিকী অমাবস্যা, তারাপীঠের হোটেলগুলিতে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পদক্ষেপ জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১ সেপ্টেম্বর ঃ আর মাত্র ৮ দিন পরেই তারাপীঠের ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা। আর এই অমাবস্যার আগেই তৎপর-প্রশাসন। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকদিন আগেই সংবাদ মাধ্যমে শিরোনামে উঠেছিল তারাপীঠের নাম, কারণ একটি বেসরকারি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে মোট ৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়। শনিবার জেলার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন হোটেলের পিছনের দরজা বন্ধ থাকার কারণেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, হোটেল কর্তৃপক্ষের এই ধরনের বদ অভ্যাস পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই বিদেশিনী হোটেলের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর জেলা প্রশাসনের অডিট কমিটি তারাপীঠের ৪০০-র বেশি হোটেলের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় আড়াইশো হোটেল পরিদর্শন করেছেন মোট ২৬টি হোটেল বন্ধের নোটিশ করেছেন মোট ২৬টি হোটেলকে মোট ১৪টি নথি চেয়ে নোটিশ করেছেন প্রশাসন। তারাপীঠ হোটেল মালিক সমিতির এক সংগঠনের সভাপতি দিবেন্দু সাহা জানান, ইতিমধ্যেই প্রশাসনের সমস্ত ধরনের নির্দেশ মেনে অনেক হোটেল প্রয়োজনীয় কাজ করতে শুরু করেছেন। তারাপীঠ থানার সামনে এবং আশেপাশের বেশ কয়েকটি হোটেলে দেখা গেছে তাদের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার জন্য হোটেলের নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় বাইরে বেরোনোর গেট করেছে, কেউ আবার এক্সিট গেট-সহ অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার জন্য ফায়ার আলার্ম, স্মুক ডিটেকটিভ আলার্ম ব্যবহার করছেন। আবার বেশ কিছু হোটেলে দেখা গেল এর বিপরীত চিত্র। আসন্ন কৌশিকী অমাবস্যায় হোটেলগুলির অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তারাপীঠে দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক নীলাদ্রি মুখোপাধ্যায় জানান অমাবস্যার আগে প্রত্যেকটি হোটেলের ফায়ার আলার্ম ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এর পাশাপাশি হোটেলের ফায়ার এক্সিট গেট যাদের নেই তাদের অবিলম্বে সেই ব্যবস্থা ও হোটেলের ছাদের সিঁড়ির গেটে লোহার গ্রিল দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গেট কখনওই তালাবদ্ধ ভাবে রাখা যাবে না, আবর্জনা যেখানে সেখানে জমা রাখা যাবে না। সব মিলিয়ে কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে কড়া প্রশাসন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সনু জয়সওয়াল সাহ, পিতা-ওমপ্রকাশ জয়সওয়াল সাং-ইছাপুর, কদমতলা, হাওড়া। ডাঁসী মৌজায় শ্রীকান্ত দাস থেকে অভিজিত বাড়ুই জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন, যাহার হাল দাগ ৭১৫ যাহার আমমোক্তার নং-৫৯১০/২২, যাহার দলিল নং-৩৪৩৩/ ২৩ বর্তমানে আমি নাম খারিজের জন্য আবেদন জমা করেছি। উক্ত দাতাগনের যদি কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমানসহ বি.এল.এন্ড.এল. আরও ডোমজুড় অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/ 515 Dt-31/08/2026.** Last Dt. of application **08/09/2026 up to 18:00 IST**. For details visit the website **https:// www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Sri Swapan Kumar Dey has appointed Sri Sushil Bagani as his Attorney in respect of property at Mouza-Chamrail, J.L. No. 105, R.S. Plot No. 3656, L.R. Plot No. 3758, L.R. Khatian No. 6920, vide Registered GPA Deed No. 00115 dated 07.02.2013, registered at A.D.S.R., Howrah.
Any person having any claim/ objection thereto may contact the B.L. & L.R.O., Bally Jagacha, Howrah–711202 within 30 days from publication hereof, failing which no claim/objection shall be entertained.

The Principal Midnapore Medical College, Paschim Medinipur, inviting NIT for Running **"College Canteen"** at Midnapore Medical College, Paschim Medinipur, for Details and Downloading the tender documents, please visit website: **www.tenders.wb.gov.in & https://midnaporemmc.ac.in**

Sd/- Principal
Midnapore Medical College Paschim Medinipur
Memo No.620(2)/Advt./ICA/Paschim Medinipur Date:01.09.2026

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **840/EO, Singur dated 01.09.2026** for Installation of 12 nos. High Mast light under BEUP/25-26 within Singur Panchayat Samity, Hooghly, WB. **Last date for the online Bid submission is 12/09/26.** Detail will be available at the website: **www.tenders.wb.gov.in (Tender ID: 2026_ZPHD_5021256_1 to 12)**

Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH

NIT NO.-02/15th F.C.-TIED/EO/PANCHLA/2026-27

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the **9(Nine)Nos.** different works at different places. Last Date of Application for issuing tender Forms:-**09/09/2026 up to 3 p.m**. Last date of Dropping of Tender Forms:-**10/09/2026 upto 2 p.m**. Date & Time of Opening of Sealed Tender:-**10/09/2026 upto 3 p.m**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএলইউ-৩০০-ডব্লু-১৯-২০২৬-২৭, তারিখ ২৭.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএলইউ-৩০০-ডব্লু-১৯-২০২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** নিম্নলিখিত সাবস্টেশনগুলিতে প্রতিস্থাপিত ২৫ কেভি ওএইচই এবং আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ-এর ডিজাইন, অঙ্কন, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ - (i) ক্যানিং (সিজি) স্টেশনে অতিরিক্ত স্টেবলিং লাইনের প্রস্তাব। (ii) সোনারপুর থেকে ক্যানিং (২৯.০১ কিমি) শাখায় স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রস্তাব। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৫৬,৯৬,৩৩৫.৩০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৩,৩১,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র প্রদানের তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী পাওয়া যাবে।

SDAH-207/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দুধোরিয়া কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড

CIN L45201WB1981PLC033825
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৫৩সি, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ইমেলঃ progressiveservicesindia@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.dudhoriaconstruction.in

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ক) বার্ষিক সাধারণ সভাঃ
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'দুধোরিয়া কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড'-এর ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভাটি **২০২৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার দুপুর ২.০০টায়** কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-৫৩সি, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৬-তে অনুষ্ঠিত হবে।
(খ) বুক ক্লোজারঃ
(শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র বন্ধ রাখা)ঃ কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারা-যার সাথে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ বিধি এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪২ প্রবিধান পঠিতব্য-অনুযায়ী এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র (বুকস) **শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ)** বন্ধ থাকবে।
(গ) ই-ভোটিংঃ
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা-যার সাথে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ বিধি পঠিতব্য-এর বিধানাবলী মেনে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার পর ই-ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

দুধোরিয়া কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-
চারু কান্দোই
(কোম্পানী সেক্রেটারি)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০১।০৯।২০২৬

কালোবাজারি রুখতে প্রশাসনিক নজরদারি, বাজার পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার কালোবাজারি ও ফোরেদের দৌরাত্ম্য রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল মালদা জেলা প্রশাসন। সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায্য মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে এবার বাজারে সরেজমিনে নজরদারি শুরু করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। মালদার জেলাশাসক রাজনবীর কাপুর নিজে ইংরেজবাজারের রথবাড়ি ও নেতাজি পুরবাজার-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সবজি ও মাছের বাজার পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। পরিদর্শনের সময় জেলাশাসক বিভিন্ন দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। একই সঙ্গে ক্রেতাদের কাছ থেকেও বাজারদর ও পণ্য বিক্রির বিষয়ে খোঁজ নেন। প্রতিটি দোকানে নির্ধারিত মূল্যতালিকা সঠিকভাবে টাঙানো রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন তিনি। কোনো ব্যবসায়ী যাতে কৃত্রিমভাবে পণ্যের ঘাটতি তৈরি করে অতিরিক্ত দামে সামগ্রী বিক্রি করতে না পারেন, সে বিষয়ে সতর্ক করেন জেলাশাসক। প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, বাজারে কালোবাজারি বা বেআইনি মজুতের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আচমকা প্রশাসনিক পরিদর্শনে বাজারে চাঞ্চল্য ছড়ালেও সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে স্বস্তি দেখা যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেক ক্রেতা।

পানাগড়ে আগুনে পুড়ে ছাই শোরুমের সমস্ত স্কুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান, ১ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সাতসকালে দুর্গাপুরের পানাগড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। পানাগড়ের দার্জিলিং মোড়ে একটি তিনতলা বাণিজ্যিক ভবনে আগুন লাগে। তার একতলায় ছিল স্কুটির একটি শোরুম। অগ্নিকাণ্ডের জেরে সমস্ত স্কুটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন পথচারীরা। বিশাল এলাকা জুড়ে ধোঁয়ায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না! তবে দমকল বাহিনীর তৎপরতায় মঙ্গলবার সকালে দ্রুত এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হয়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এলেও ধোঁয়ার দাপটে দীর্ঘক্ষণ বিপজ্জনক পরিস্থিতি ছিল। পরে ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক হয়। কী থেকে এত বড় আগুন, সেই বিষয়ে এখনও কিছু বলতে পারেননি দমকল আধিকারিকরা। শুরু হয়েছে তদন্ত।

বেসরকারি মিশন স্কুলের চারতলা থেকে পড়ে ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, খুনের অভিযোগ পরিবারের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ সেপ্টেম্বর ঃ বেসরকারি একটি মিশন স্কুলের চারতলার ছাদ থেকে পড়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানা এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম হামিদা সুলতানা (১৩)। তাঁর বাড়ি সুতি থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে। গত এক বছর ধরে সে ফরাক্কার মোস্তফা গার্ডেনের পেছনে অবস্থিত ওই বেসরকারি মিশন স্কুলে আবাসিক হিসেবে পড়াশোনা করছিল। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ স্কুলের চারতলার ছাদ থেকে পেছনের পুকুরে পড়ে যায় হামিদা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই মৃত্যু নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। সোমবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ স্কুল থেকে হামিদার বাড়িতে ফোন করে জানানো হয়, সে অসুস্থ। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি স্কুলে ছুটে আসেন পরিবারের লোকেরা। স্কুলে এসে তারা জানতে পারেন, সাড়ে ছটার সময়ই তাদের মেয়ে মারা গেছে। মৃতের পরিবারের দাবি, হাসপাতালে গিয়ে তারা জানতে পারেন, মৃত অবস্থাতেই হামিদাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। অথচ স্কুলের তরফে বলা হচ্ছিল, অসুস্থ অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত ছাত্রীর কাকা মহম্মদ সিরাজ বলেন, রাত সাড়ে আটটা নাগাদ স্কুল থেকে আমাদের জানানো হয় হামিদা অসুস্থ। আমরা তাড়াতাড়ি স্কুলে চলে আসি। সেখানে এসে জানতে পারি সাড়ে ছটার সময়ই আমাদের মেয়ে মারা গেছে। স্কুলের তরফ থেকে এক-একজন এক-এক রকম কথা বলছেন। তারা বারবারই বলছিলেন অসুস্থ অবস্থায় হামিদাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে জানলাম মৃত অবস্থাতেই ওকে আনা হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং হাসপাতালের কথার মধ্যে ব্যাপক ফারাক রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা মানি না যে হামিদা আত্মহত্যা করেছে। আমাদের ধারণা, স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেই তাকে খুন করা হয়েছে। আমরা চাই আমাদের মেয়ের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। যদিও পরিবারের তোলা খুনের অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের তরফে দাবি করা হয়েছে, হামিদা নিজেই আত্মহত্যা করার জন্য চারতলার ছাদ থেকে পেছনের পুকুরে ঝাঁপ দেয়। তারপর তাকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনার খবর পেয়ে ফরাক্কা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ফরাক্কা থানার এক আধিকারিক জানান, মৃতের পরিবারের তরফে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অবিলম্বে মেদিনীপুর জেল সংস্কারের আর্জি এপিডিআর-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১ সেপ্টেম্বর ঃ অবিলম্বে মেদিনীপুর জেল সংস্কারের উদ্যোগ নিক সরকার। একটু স্বস্তিতে থাকুক মানুষগুলো। এ কথা জানিয়ে মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এপিডিআর) রাজ্য সম্পাদক রঞ্জিত সুর। তিনি লিখেছেন, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের বন্দিরা এপিডিআর-এর কাছে করুণ আবেদন জানিয়েছেন, এই বর্ষার মধ্যে কী ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা বাস করছেন তা সরকারের নজরে আনা হোক। জেলের বহু ওয়ার্ডের ছাদ থেকে ঝরঝরিয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। ২০১৪ সালের পর আর কোনো মেরামতের কাজ হয়নি। প্রায় সব ওয়ার্ডেরই ছাদ ভাঙাচোরা। প্লাস্টিক টানিয়ে, ছাতা ধরে রাত কাটছে বন্দিদের। ছাদ বা দেওয়াল যে কোনো সময়ে ভেঙে পড়তেও পারে। বৃষ্টির পরিমান যেভাবে বাড়ছে তাতে আতঙ্ক বাড়ছে। বড় বিপদ হতে পারে বন্দিদের। সব জানা সত্ত্বেও, বারবার ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ সত্ত্বেও জেল সুপার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, বন্দিদের অভিযোগ। ঝড়জলের এই সময়ে বন্দিদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। আইজি কারা-কে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। আগের সরকারকেও জানানো হয়েছিল। কেউ গা করেনি। যতক্ষণ না বড় কিছু ঘটবে এভাবেই চলবে? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারিই বর্তমানে কারামন্ত্রী। তিনি কি উদ্যোগ নেবেন? জেলবন্দিদের ভোটাধিকার নেই। জেলবন্দিরা তাঁকে ভোট দেয়নি এটা বলা যাবে না।

e- Tender

e-Tender is hereby invited for Installation of Height Barrier under jurisdiction of WBSRDA, Jalpaiguri Division. vide NIeT No. WBSRDA/02-EE/JLP/ 2026-27 (2nd Call), dated-01.09.2026. All details may be had from this office Notice Board and in website: **https:// wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA, Jalpaiguri Division

ABRIDGE E-TENDER NOTICE

Ex-Officio Director, Surulia Mini Zoo & Divisional Forest Officer, Kangsabati North Division, Purulia invites E-tender from Bonafide Contractors/Supplier/Firm for E_NIT No. NIT-29/DFOKND/SMZ/FOOD/2026-27 for Supply of Food for Zoo Animals at Surulia Mini Zoo under Kangsabati North Division, Purulia.

E-Tender Bid Start Date : 03.09.2026, Closing Date : 16.09.2026, Opening Date: 18.09.2026 For Necessary Information about the tenders may be seen the **www.wbtenders.gov.in** and for more information please contact to the office of the undersigned.

Sd/-
Ex-Officio Director, Surulia Mini Zoo
&
Divisional Forest Officer
Kangsabati North Division, Purulia
Memo No-1199/ICA/PURU Dt. 1.9.26

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৬/৪৪ তারিখ ঃ ৩১.০৮.২০২৬। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **(ক) ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ২০২৬৩০৭০এ,** (এম) ইএলজিআই-এর ওভারহলিং কিট আরআর২০০৭০। ৩,০৭,৯৯০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৭.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২) ১৪২৬১১৯০,** মেমারী স্টোরেজ এর সুবিধা সহ ডিজিটাল ক্ল্যাম্প আর্থ টেস্টার/মিটার-এর সরবরাহ ব্যবস্থার উপায়। ২,৬০,৪০০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২১.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৩) ১১২৬১৬৫৭,** অ্যাক্সেল বক্স হাউসিং ফিনিশ মেশিন্ড ইত্যাদি। ৭,৯৮,৮২০ টাকা, **(৪) ১০২৬২৪৭৮,** হল এফেক্ট অ্যাক্টিভ স্পিড সেন্সর। ১,৮৫,৮২০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্রম নং ৩ ও ৪-এর জন্য)। **(৫) ১০২৬২১৬০,** ডব্লুএপি ৭ এবং ডব্লুএজি ৯ এর জন্য সর্বোচ্চ কারেন্ট রিলে। ২,৭০,৫৪০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৬) ১১২৬১১৪৬,** বল জয়েন্ট রোল ইংক। ৩,৭০,৫২০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২২.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৭) ১১২৬২৬০৩,** আর্টিকুলেটেড স্ফেরিও ইলাস্টিক রাবার বিয়ারিং। ৭,৯২,২৬০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৭.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৮) ২০২৬৫০২১,** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/ইএমইউ/০১৬৩ (রেভ. ৩)-২০২২ তৎসহ সংযোজনী/সংশোধনী নং ১ থেকে ৪ অনুসারে বম্বার্ডিয়ার ইলেকট্রিক ফিটেড ৩-ফেজ ইএমইউ রেক-এর জন্য বিল্ট ইন ফিল্টার ওয়াইন্ডিং অয়েল এবং আনুষঙ্গিক সহ ১২১৬ কেভিএ, ২২.৫ কেভি এসি ৫০ হার্জ, মেন ট্রাকশন ট্রান্সফরমার (টাইপ এলওটি ১২১৬)। ৪,৮৩,৩৩০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২২.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৯) ১১২৬১১২১,** নন-অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক অরগ্যানিক ব্রেক প্যাডসমূহ। ১৫,৭৯,০০০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৯.১০.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১০) ০৮২৬১০৫৭,** ভি-ডিপ গ্রুভ অ্যাক্সেল পুলি ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ২,২৯,৬৮০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১১) ১৫২৫৫০০৪ডি,** ইওটি ক্রেন ২০ টন। ১,২০,৮০০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২১.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১২) ১৫২৬৫০৫২,** অপটিকাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি অ্যাঞ্জিও। ১,৬৯,০৪০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.১০.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৩) ০৮২৬১০৮৯এ,** রেলওয়ে ক্যারেজ ফ্যান ১৪০ ভোল্ট এসি ইত্যাদি। ৯,২৮,১৬০ টাকা, **(১৪) ২০২৬৫০৪৬,** ২৫ কেভি এসি ইএমইউ-এর জন্য ১০৫০ কেভিএ ইএমইউ ট্রান্সফরমার সম্পূর্ণ। ১৫,১৯,৮৪০ টাকা, **(১৫) ১১২৬১০০৭,** স্ট্যান্ডার্ডাইজড ইকুয়ালইজিং স্টে ইত্যাদির জন্য লোয়ার স্প্রিং বিম ব্যবস্থা। ৬,৬৪,৮৬০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্রম নং ১৩, ১৪ ও ১৫-এর জন্য)। **(১৬) ১৫২৬৫০৯৮,** ৩০/৫ টন ক্ষমতা ইত্যাদির সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ। ১,৩০,৮০০ টাকা, **(১৭) ০৮২৬১০৯৬,** ওয়াটার রেইজিং ৩-ফেজ হরাইজন্টাল সেন্ট্রিফিউগাল সেল্ফ-প্রাইমিং মোনোসেট পাম্প %এ০ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৩৪,৩০০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২১.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্রম নং ১৬ ও ১৭-এর জন্য)। **(১৮) ০৭২৬১১৫৩,** আরডিএসও-র এসটিআর নং সি-৮২১৭ (রেভ. ২) অফ সেপ্টেম্বর ২০১৩ অনুসারে অ্যালুমিনিয়াম চেকারড শীট, আকৃতি ঃ ৩৩৬০ x ৮১৩ x ২.০৩ মিমির সংগ্রহের কাজ। ৪,৪৪,৪৭০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৯) ০৮২৬১৭৩৯,** ০৩টি দফা যুক্ত কমপ্রেশার কিট। ৪,৬৬,০০০ টাকা, **(২০) ১১২৬৫০০৭বি,** এলএইচবি নন-এসির জন্য আইওটি ভিত্তিক জলস্তর নির্দেশক সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। ৯,৭৪,৩৬০ টাকা, **(২১) ১১২৬১০৩৮এ,** ডাইরেক্ট মাউন্টেড ডবল রো সেল্ফ-অ্যালাইনিং স্ফেরিক্যাল রোলার বেয়ারিং। ৭,৫৫,৮৯০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২২.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্রম নং ১৯, ২০ ও ২১-এর জন্য)। **(২২) ১১২৬২৬৪১,** ওভারহেড ডবল-অ্যাক্টিং কনসিল্ড ডোর সিএল ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৩২,৭১০ টাকা, **(২৩) ১১২৬১৫২০,** এলএইচবি কোচ ইত্যাদির জন্য বাইট টাইপ ফিটিংস-এর সেট সংগ্রহের কাজ। ১,০৪,৭৭০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্রম নং ২২ ও ২৩-এর জন্য)। **(২৪) ১২২৬_এলসি_ফিটিংস_৪৯১৬,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৪৯১৬ অনুসারে ফিটিংস সমেত ৬০ কেজির জন্য পিএসসি স্লিপারস বিজি-র ওপর লেভেল ক্রশিং ফিটিংস সংগ্রহের কাজ। ৪,৬৯,৪৫০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৮.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৫) ১২২৬_আইএসইজে_৬৯০২,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি৬৯০২ অনুসারে উন্নততর সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট সংগ্রহের চালু চুক্তি। ১২,৭২,০৪০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৯.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৬) ১২২৬_এন্ড_কাট_এইচবিএন,** হাই ডিসকাস নাইলন (এইচবিএন-৬৬)-র ইনসুলেটিং লাইনার-এর বিভিন্ন এন্ড কাট কম্বিনেশন-এর নির্মাণ ও সরবরাহের চালু চুক্তি। ৫,৭৭,০৫০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৭) ১২২৬_গ্লুড_২৫৭২,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-২৫৭২ অনুসারে ৬০ কেজি গ্লুড ইনসুলেটেড রেল জয়েন্টসমূহ (জি-৩), (এল) ধরনের উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি। ৫০,০০,০০০ টাকা, **(২৮) ১২২৬১০৩০এ,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৯১৯ অনুসারে ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-V উৎপাদন এবং সরবরাহের চালু চুক্তি। ৫০,০০,০০০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৩.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্রম নং ২৭ ও ২৮-এর জন্য)। **(২৯) ২২২৬১৩৩৩,** সূচ সমেত ইঞ্জেকশন অ্যাফ্লিবারসেপ্ট ৪০ মিগ্রা/মিলি.র জন্য ইনট্রাভিট্রিয়াল ব্যবস্থার জন্য (রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত পণ্য তালিকায় উৎপাদক সংস্থার পণ্যটি লভ্য হতে হবে) এআই ২০২৬-২৭। ৩,০৪,৭৯০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২১.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৩০) ১২২৬_মেটালাইনার_৮৯৯৫,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৯৯৫ অনুসারে তীব্র বাঁক (শার্প-কার্ভ)-এর জন্য মেটাল লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি। ১,২৩,৬৩০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র. নং ১ থেকে ৩০)।

(খ) উচ্চ মূল্যের টেন্ডার ঃ ক্র. নং ঃ ১, টেন্ডার নং ঃ ৫২২৬৬৬৬৭এ, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কোচের বহির্গাত্রে অ্যান্টিগ্রাফিতি ক্লিয়ার কোটিং..। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২৮.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৫,৯৬,৪৯৭ টাকা। **ক্র. নং ঃ ২, টেন্ডার নং ঃ** ৫২২৫৭৬৭৭বি, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ এবং আসবাবপত্রের গদি ও আচ্ছাদন প্রভৃতি ফিট করা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ১৪.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৪,৭০,০০০ টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-32/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/005/2026-2027/R

Name of the Work: **Colouring of Road side Kerb Stone at both sides of Pratapaditya Road, B. M. Road, T. S. Road, B. N. Road, R. B. Road, H. M. Road, A. K. Road, I. G. Road etc. in Ward No. 88**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,01,159.89**; Earnest Money: **Rs. 4,050.00**; Period of Completion: **90 Days**; Last date and time of submission of bid : **15.09.2026 - 12 noon.** Date and time of opening of tender : **18.09.2026 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **05.09.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/014/2026-2027/D

Name of the Work: **Restoration of paver block and C.C. passage to be disturbed by CESC at Shyamlal Lane N/H/No. H-121, H-133, G-200, G-197 etc. in Ward No. 135, BR-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,92,761.62**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **120 Days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/015/2026-2027/D

Name of the Work: **Restoration of paver block passage to be disturbed by CESC at Shyamlal Lane N/H/No. H-1/1, G-2, G-183/A, H-137 etc. in Ward No. 135, BR-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 3,35,799.21**; Earnest Money: **Rs. 6,800.00**; Period of Completion: **120 Days**; Last date and time of submission of bid : **12.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; Date and time of opening of tender : **14.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; The bid forms and other details are available on and from **02.09.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/011/007/2026-2027/ UTTARAN (2nd Call)

Name of the Work: **Repairing of Uttaran privies and bathrooms at 129 Aurobindo Sarani, 121 Aurobindo Sarani, 156/2, APC Road, 4 ABC Madhab Das Lane and other Uttaran in Ward No. 11**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,85,953.57**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**; Period of Completion: **60 Days**.

(2) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/019/09/2026-2027/UTTARAN

Name of the Work: **Improvement of Uttaran IP, paver block surface at 6/H/12 to 6/H/18H Ramdhan Khan Lane, 5 Sashi Sur Lane etc. in Ward No. 19**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,92,979.44**; Earnest Money: **Rs. 5,900.00**; Period of Completion: **45 Days**.

(3) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/011/008/2026-2027

Name of the Work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No. 11**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,25,000.00**; Earnest Money: **Rs. 4,500.00**; Period of Completion: **180 Days**.

(4) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/017/05/2026-2027

Name of the Work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No. 17**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,20,000.00**; Earnest Money: **Rs. 4,400.00**; Period of Completion: **180 Days**.

(5) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/018/03/2026-2027

Name of the Work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No. 18**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,20,000.00**; Earnest Money: **Rs. 4,400.00**; Period of Completion: **180 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.09.2026** up to **11 a.m. [For Sl. No. 1 to 5]**; Bid will be opened on: **12.09.2026** at **11 a.m. [For Sl. No. 1 to 5]**; The bid forms and other details will be available on and from **01.09.2026** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 5]**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-VI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/VI/055/004/2026-2027/D

Name of the Work: **Restoration of paver block footpath disturbed by C.E.S.C. Ltd. & other damaged portion due to wear & tear near 96 L.M.B. Road, 53 Middle Road, 93 Deb Lane, P-1 Nani Gopal Roy Ave., etc. in Ward No. 55**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,87,988.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **65 Days**.

(2) NIT No.: KMC/VI/060/004/2026-2027/D/2nd Call

Name of the Work: **Restoration of paver block footpath, I.P. passage and concrete disturbed by P.U. Agency and natural wear & tear at eastern side of Gopal Mukherjee Road and adjacent area in Ward No. 60**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,776.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **60 Days**.

(3) NIT No.: KMC/VI/046/003/2026-2027/D/2nd Call

Name of the Work: **Restoration of disturbed & damaged IPS & paver block footpath at Lenin Sarani, S. N. Banerjee Road, Moti Sil Street and surrounding area of KMC HQ in Ward No. 046**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,96,934.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **60 Days**.

(4) NIT No.: KMC/VI/046/006/2026-2027/D/2nd Call

Name of the Work: **Restoration of disturbed & damaged IPS & paver block footpath at different places like Princep Street, Metcalfe Street, Grant Lane, Dacres Lane etc. in Ward No. 046**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,98,291.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **60 Days**.

(5) NIT No.: KMC/VI/061/030/2025-2026/D/2nd Call

Name of the Work: **Restoration of courtyard and passage at 185/1 A.J.C. Bose Labour Quarter disturbed due to drainage work in Ward No. 61**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,43,630.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **30 Days**.

(6) NIT No.: KMC/VI/061/005/2026-2027/R/2nd Call

Name of the Work: **Desilting work from G.P., C.P., inspection pit, etc. at different places such as Elliot Lane, Mcleod Street, N. S. Islam Lane, Park Lane in Ward No. 61**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,96,191.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **90 Days**.

(7) NIT No.: KMC/VI/061/006/2026-2027/D/2nd Call

Name of the Work: **Restoration of damaged & depressed I.P. and paver block passage at 12 Bedford Lane, 17, 26, Ripon Lane., 13, 21 Elliot Lane. and different places in Ward No. 61**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,49,375.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **15.09.2026** up to **(5 p.m.) [For Sl. No. 1]** and **12.09.2026 - 5 p.m. [For Sl. No. 2 to 7]**; Tender open date and time : **18.09.2026 (5 a.m.) [For Sl. No. 1]** and **14.09.2026 - 5 p.m. [For Sl. No. 2 to 7]**; The bid forms and other details are available on and from **09.09.2026 (from 5 p.m.) [For Sl. No. 1]** and **03.09.2026 (6 p.m.) [For Sl. No. 2 to 7]**. The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 7]**.

429/26-27

লেবু সংরক্ষণের পদ্ধতি

পিঁয়াজ-রসুনের খোসা ফেলবেন না, রান্নাঘরের এই ‘বর্জ্য’ই কাজে লাগবে ৭ উপায়ে

রান্নাঘরে প্রতিদিনই পিঁয়াজ ও রসুনের খোসা জমে। সাধারণত রান্নার পর এই খোসাগুলো সরাসরি চলে যায় ডাস্টবিনে। কিন্তু একটু সচেতন হলেই এই ফেলে দেওয়া অংশই কাজে লাগানো সম্ভব। রান্নার স্বাদ বাড়ানো থেকে শুরু করে কম্পোস্ট তৈরি, গাছের পরিচর্যা কিংবা প্রাকৃতিক রং তৈরিতেও ব্যবহার করা যায় পিঁয়াজ-রসুনের খোসা। ফলে রান্নাঘরের বর্জ্যও কমবে, পাশাপাশি মিলবে নানা ব্যবহারিক সুবিধা। স্টক ও স্যুপে বাড়বে স্বাদ-পিঁয়াজ ও রসুনের খোসা সবজি, মাংস বা মুরগির স্টক তৈরির সময় ব্যবহার করা যায়। পরিষ্কার খোসা অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে পানিতে দিয়ে ফুটিয়ে নিন। এতে স্টকের রং ও স্বাদ আরও সমৃদ্ধ হতে পারে। রান্না শেষে অবশ্যই ভালোভাবে ছেঁকে খোসাগুলো ফেলে দিতে হবে। একইভাবে স্যুপের বেস তৈরির সময় সবজি বা মাংস সেদ্ধ করার সঙ্গে কয়েকটি পরিষ্কার খোসা দেওয়া যেতে পারে। এতে স্যুপে অতিরিক্ত ফ্লেভার যোগ হবে। ডাল বা তরকারিতেও ব্যবহার করা যায়-ডাল রান্নার সময় অল্প পরিমাণ পিঁয়াজ বা রসুনের খোসা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেওয়া যায়। রান্না শেষ হওয়ার আগে খোসাগুলো তুলে ফেলতে হবে। এতে ডালে হালকা সুগন্ধ ও স্বাদ যোগ হতে পারে। একই কৌশল কিছু তরকারির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা সম্ভব। তবে পিঁয়াজ ও রসুনের খোসা একসঙ্গে ব্যবহার করার আগে কোন রান্নায় কোনটি মানানসই, তা বিবেচনা করা ভালো। রসুনের খোসা রান্নায় পিঁয়াজের খোসার তুলনায় কম প্রচলিত। পোলাও বা হার্ব রাইসে নতুন ফ্লেভার-চাল রান্নার সময় অল্প পরিমাণ পিঁয়াজের খোসা পানিতে দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে পোলাও বা হার্ব রাইস তৈরির ক্ষেত্রে এটি হালকা রং ও ফ্লেভার যোগ করতে পারে। ভাত হয়ে গেলে খোসাগুলো তুলে ফেলতে হবে। কম্পোস্ট তৈরির উপকরণ- রান্নাঘরের জৈব বর্জ্য দিয়ে কম্পোস্ট তৈরি করলে পিঁয়াজ-রসুনের খোসাও সেখানে যোগ করা যায়। খোসাগুলো ছোট করে কেটে অন্যান্য জৈব বর্জ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। ধীরে ধীরে এগুলো পচে কম্পোস্টের অংশ হয়ে উঠবে। গাছের পরিচর্যায় খোসার জল- পিঁয়াজের খোসা পরিষ্কার পানিতে কয়েক ঘণ্টা বা এক রাত ভিজিয়ে রেখে সেই জল ছেঁকে গাছের মাটিতে দেওয়া যায়। তবে এটিকে গাছের সার বা নিয়মিত পরিচর্যার বিকল্প হিসেবে না দেখে পরিমিতভাবে ব্যবহার করাই ভালো। প্রাকৃতিক রং তৈরিতে-পিঁয়াজের খোসা দিয়ে বহুদিন ধরেই প্রাকৃতিক রং তৈরি করা হয়। বিশেষ করে হলুদ, সোনালি বা বাদামি ধরনের শেড পেতে এর ব্যবহার রয়েছে। কাপ। রাঙানোর এই পদ্ধতি পরিবেশবান্ধব একটি সৃজনশীল কাজ হিসেবেও করা যায়। সংরক্ষণের আগে সতর্কতা জরুরি- খোসা রান্নায় বা অন্য কাজে ব্যবহারের আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পচা, ছত্রাকধরা বা অতিরিক্ত ময়লা খোসা রান্নায় ব্যবহার করা উচিত নয়। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে চাইলে পরিষ্কার খোসা ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে শুকনো পাত্রে রাখা যেতে পারে। চাইলে পরে গুঁড়ো করেও সংরক্ষণ করা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- খোসায় আর্দ্রতা যেন না থাকে। জল লাগলে ছত্রাক জন্মানোর ঝুঁকি বাড়ে। তাই সংরক্ষিত খোসা ব্যবহারের সময়ও শুকনো হাত বা শুকনো চামচ ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ, প্রতিদিনের রান্নাঘরের বর্জ্য হিসেবে যেটিকে আমরা ফেলে দিই, সঠিকভাবে ব্যবহার করলে সেটিই হয়ে উঠতে পারে বেশ উপকারী একটি উপকরণ। তবে রান্নায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা ও পরিমিতি বজায় রাখাই সবচেয়ে জরুরি। আবার লেবু রান্নাঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ। ডাল, তরকারি, শরবত থেকে শুরু করে নানা খাবারে লেবুর প্রয়োজন হয়। তাই অনেকেই বাজার থেকে একসঙ্গে বেশ কিছু লেবু কিনে ফ্রিজে রেখে দেন। কিন্তু সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে কয়েক দিনের মধ্যেই লেবুর খোসা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়, কমে যায় রসও। তবে সংরক্ষণের পদ্ধতিতে সামান্য পরিবর্তন আনলেই এই সমস্যা অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

সাংবাদিকদের পেনশন বেড়ে হল ৫০০০!

১-র পাতার পর- সংস্কৃতি সচিব ড. সৌমিত্র মোহন এবং স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। এর জন্য কোনও রাজনৈতিক বা মন্ত্রী পর্যায়ের সুপারিশের প্রয়োজন হবে না। বিগত সরকারের সময়ে মাত্র ১৫০-১৫৪ জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক আড়াই হাজার টাকা করে সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পেতেন। এই প্রসঙ্গে রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের ঘোষণা এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের আগের প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ বার থেকে অসংগঠিত মাধ্যমে কাজ করা, নিউজ ডেস্কে কর্মরত তথা অ্যাক্রেডিটেশন কার্ডহীন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকেরাও নির্দিষ্ট নিয়মে এই ৫,০০০ টাকা পেনশনের আওতায় আসবেন। এর পাশাপাশি দুর্গাপুজো উপলক্ষে দেওয়া সরকারি আর্থিক সহায়তায় জেলা ও কলকাতার মধ্যকার বৈষম্য সম্পূর্ণ বাতিল করা হল। আগে কলকাতার সাংবাদিকেরা ২,০০০ টাকা ও জেলার সাংবাদিকেরা ১,০০০ টাকা পেতেন। এখন থেকে আবেদনকারী সমস্ত সাংবাদিককে সমপরিমাণ ৩,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। **প্রকল্পের মূল ১১ দিক-** • ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে চালু হচ্ছে নতুন প্রকল্প- অর্থাৎ আজ থেকেই এই প্রকল্প কার্যকর হচ্ছে। • সাংবাদিকদের পেনশন দ্বিগুণ করা হচ্ছে- বর্তমান ২,৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসিক পেনশন ৫,০০০ টাকা করা হবে। • প্রকল্পের আওতায় সকল শ্রেণির সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। • বিশেষ করে নিউজ ডেস্কে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য এই প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁদের অনেকেরই প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড থাকে না। • সাংবাদিকদের একটি বড় অংশ বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। ফলে অবসরের পর তাঁরা অন্যান্য সরকারি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মতো পর্যাপ্ত সুবিধা পান না। • এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। • বর্তমান প্রকল্পে মাসিক ২,৫০০ টাকা পেনশন দেওয়া হয়, যা একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নয়। • নতুন প্রকল্পে সব শ্রেণির গণমাধ্যমকর্মী আবেদন করতে পারবেন। নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের নির্বাচন করা হবে। • যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনও কারণে কোনও সাংবাদিককে প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। • বিগত বছরগুলির তুলনায় এবার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আরও বেশি স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। • সরকারের উদ্দেশ্য হল বর্তমান প্রকল্পের মতো মাত্র ১৫০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে এই সুবিধা সীমাবদ্ধ না রেখে যোগ্য আরও বেশি সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা। সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সরকার বা দলের সমালোচনা মাথা পেতে নেওয়া হলেও দেশপ্রেম ও জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে সংবাদমাধ্যমকে কঠোর ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সংবিধানে বাকস্বাধীনতা থাকলেও নেশন ফার্স্ট নীতি আমাদের বজায় রাখতে হবে। দেশ দুর্বল হয় বা ধর্মীয় আস্থায় আঘাত লাগে, এমন শব্দ বা ভাষা প্রয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা করো, ক্যাম্পাসে গণতন্ত্র বাঁচাও’-২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর মহামিছিল

সৈকত দাস,কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ এবং ক্যাম্পাসে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে কলকাতার রাজপথে নামল অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন। মঙ্গলবার সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এক মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও পোস্টার হাতে নিয়ে মিছিলে অংশ নেন ছাত্রছাত্রীরা। ‘সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা করো’ এবং ‘ক্যাম্পাসে গণতন্ত্র বাঁচাও’-সহ একাধিক স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে কলকাতার রাজপথ। কলেজ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি ধর্মতলা হয়ে রানি রাসমণি রোডে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত একাধিক দাবি-দাওয়া সম্বলিত লিখিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নবান্নে যায়। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত না থাকায় তাঁর আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপিটি জমা দেন প্রতিনিধিরা। AIDSO-র রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজি রায় অভিযোগ করেন, গোটা দেশেই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ‘বিপর্যয়’ নেমে এসেছে।

NAME CHANGE

I, Fazarali Mondal (Old Name) S/O–Late Aijel Mondal residing at Jaykrishnapur , Chakdaha , Nadia, West Bengal 741222 do hereby declared that I have changed my name from Fazarali Mondal to Fajar Ali Mondal and henceforth I shall be known as Fajar Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/09/2026 . My name Fajar Ali Mondal & Fazarali Mondal both are same and one identical person.

এফিডেভিট

আমি তারক নাথ বিশ্বাস, রামপুরহাট শহরের নতুন হাসপাতাল পাড়ায় আমার একটা ডায়গনেস্টিক সেন্টার রয়েছে। নাম সপ্তর্ষি ডায়গনেস্টিক সেন্টার। যার লাইসেন্স নম্বর ৩৫৪৫৭৭৮০. আমি চাকরি পাওয়ায় ওই ডায়গনেস্টিক সেন্টার বন্ধ করতে চাই। ৩১.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিকের ৪৬ নম্বর এফিডেভিট বলে এই ঘোষণা করলাম।

NAME CHANGE

I, Debasish Podder , son of Late Sambhu Nath Podder, residing at 816 East Sinthi Road, PO: Ghughudanga, PS : Nagerbazar , Dist.: North 24 Parganas, Kolkata – 700030, West Bengal, changed my son's name which showing the name as DEBOPRIYA PODDER due to clerical mistake. DEBOPRIYA PODDER TO DEBOPRIYO PODDER, vide an Affidavit of First Class Ld Judicial Magistrate, Barrackpore Court, North 24 Parganas, on 31st August 2026 Sl. No. 257 and henceforth he will be known as DEBOPRIYO PODDER . DEBOPRIYO PODDER & DEBOPRIYA PODDER denotes the same and one and identical person

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD SAMIM MONDAL(old name) S/o Nazrul Islam Mondal residing at Vill.-Bhanderkola, P.O.-Bhanderkola, P.S.-Gopalnagar, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743701 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD SAMIM MONDAL to MD SAMIM MONDAL and henceforth I shall be known as MD SAMIM MONDAL(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 13/07/2026. MOHAMMAD SAMIM MONDAL(old name) and MD SAMIM MONDAL(new name) both are same and one identical person.

ডোমিনগড়-স্বামী নারায়ণ ছাপিয়া (১০১.৯৭ রুট কিমি) রেল বিভাগে মানসম্মত ’কবচ’-এর কমিশনিং সম্পন্ন

গোরখপুর, ১ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় রেল নিরাপদ ও সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালনার জন্য আর্মার সিস্টেম স্থাপনে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, উত্তর পূর্ব রেলওয়েও রেল সুরক্ষা আরও জোরদার করার জন্য অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন (এটিপি) ’কবচ’ সিস্টেম স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ বিভাগের ডোমিনগড়-স্বামী নারায়ণ ছাপিয়া (১০১.৯৭ রুট কিমি) অংশে উন্নত মানের ’কবচ’ (স্বদেশীয় সংঘর্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা) চালু করার জন্য ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ডোমিনগড়-জগতবেলা সেকশনে লোকো ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। এই ট্রায়াল সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং ৩১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে তা চালু করা হয়। লোকো ট্রায়াল চলাকালীন, দুটি কবচ-সজ্জিত লোকোমোটিভ মুখোমুখি ও পেছন থেকে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্রেকিং পরীক্ষা করে এবং সফলভাবে এসওএস প্রেরণের পরীক্ষা চালায়। ট্রায়াল চলাকালীন, মুখোমুখি ও পেছন থেকে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য উভয় লোকোই নির্ধারিত দূরত্বের আগেই থেমে যায়।উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ২,১০১ রুট কিমি পথে দেশীয় ভাবে তৈরি কবচ অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন সিস্টেম স্থাপনের জন্য রেল মন্ত্রক ইতোমধ্যে ৭৮৭.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদন দিয়েছে। কাভাচের ইনস্টলেশনকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এটি এখন পর্যন্ত লখনউ জং.-মানক নগর, লখনউ জং.-মালহৌর, বারাবাঙ্কি জং.-বুড়োয়াল জং., সীতাপুর শহর-বুড়ওয়াল জংশনে ইনস্টল করা হয়েছে। এবং বুড়ওয়াল জং.-গোরখপুর ক্যান্ট। উত্তর-পূর্ব রেলের লখনউ ডিভিশনে, গোরখপুর ক্যান্ট-গোল্ডিংগঞ্জ, গোরখপুর ক্যান্ট-বাল্মিকিনগর রোড, ভাটনি জং.-বারাণসী জং., বারাণসী জং.-প্রয়াগরাজ জং। এবং আন্ধিহার জং.-ছাপরা জং. বারাণসী বিভাগে। এবং ইজ্জতনগর ডিভিশনে, রেলওয়ে বোর্ড রাওয়াতপুর-ফারুখাবাদ জংশন, ফারুখাবাদ জংশন-কাসগঞ্জ জংশন, কাসগঞ্জ জংশন-মথুরা জংশন, কাসগঞ্জ (ইজ্জতনগর বাদে), ইজ্জতনগর (কাঠগোদাম বাদে), লালকুয়াঁ-রামপুর (বাদে), লালকুয়াঁ (কাশিপুর বাদে), রামনগর-কাটঘর, ভোজীপুরা-তানাকপুর, পিলিভিট-শাহজাহানপুর (বাদে)।

আগস্ট ২০২৬-এ পণ্য পরিবহনে পূর্ব রেলের সর্বকালের সর্বোচ্চ লোডিং গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসমূহে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ব রেল আগস্ট ২০২৬ মাসে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বোচ্চ লোডিং কর্মদক্ষতা অর্জন করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে রেলওয়ে জোনটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহনের বিভিন্ন সূচকে অসাধারণ পরিচালন দক্ষতা ও ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে গতি সঞ্চার, পরিকাঠামো নির্মাণে সহায়তা এবং উৎকর্ষ প্রদানের প্রতি সংস্থার অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হয়েছে। আগস্ট ২০২৬-এ পূর্ব রেল মোট ৮.২৩ মিলিয়ন টন পণ্য লোডিং রেকর্ড করেছে, যা আগস্ট ২০২৫-এ অর্জিত ৭.১৭ MT-এর তুলনায় ১৪.৯ বৃদ্ধি। এর ফলে আগস্ট ২০২৫-এর তুলনায় অতিরিক্ত ১.০৬ MT পণ্য পরিবহন হয়েছে এবং আগস্ট মাসের জন্য পূর্ব রেল তার সর্বকালের সর্বোচ্চ লোডিংয়ের রেকর্ড গড়েছে। এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত চলতি বছরের ইয়ার-টু-ডেট হিসাবে মোট পণ্য লোডিং পৌঁছেছে ৪১.৬২ MT-এ, যা এপ্রিল-আগস্ট ২০২৫-এ রেকর্ড করা ৩৯.৭৭ MT-এর তুলনায় ৪.৭ বৃদ্ধি। একইভাবে, এপ্রিল-আগস্ট সময়কালে YTD কয়লা লোডিং হয়েছে ২৮.৪৯ MT, যা আগের বছরের একই সময়ের ২৫.৭৯ MT-এর তুলনায় ১০.৫ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। আগস্ট ২০২৬-এর এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পেছনে আগস্ট ২০২৫-এর তুলনায় বিভিন্ন পণ্যের লোডিংয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ক?লা লোডিং ২৬.৬ বৃদ্ধি পেয়ে আগস্ট ২০২৫-এর ৪.২২ গ্বঙ্খ থেকে আগস্ট ২০২৬-এ ৫.৩৫ MT-এ পৌঁছেছে। ব্যালাস্ট লোডিং ১৬.৬ বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৮ MT থেকে ০.৫৬ MT হয়েছে। সিমেন্ট লোডিং ১২.১ বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪১ MT থেকে ০.৪৬ MT-এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও, ইস্পাত লোডিং ৬.৬ বৃদ্ধি পেয়ে আগস্ট ২০২৫-এর ০.৪৪ MT থেকে আগস্ট ২০২৬-এ ০.৪৭ MT হয়েছে।

আগুন নেভানোর কৌশল দেখাতে কাকদ্বীপে মক ড্রিলের আয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ, ১ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার কাকদ্বীপ মহকুমা আরক্ষা আধিকারিকের অফিসের পাশে স্টাইল বাজারের সামনে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ মক ড্রিলের। হঠাৎ কোথাও আগুন লাগলে কীভাবে দ্রুত এবং নিরাপদে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। মক ড্রিলের মাধ্যমে দেখানো হয়, অগ্নিকাণ্ডের সময় কীভাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং তার সাহায্যে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। প্রশিক্ষণ চলাকালীন আগুন নেভানোর বিভিন্ন কৌশল হাতে-কলমে প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি, অগ্নিকাণ্ডের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে কীভাবে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, সেই বিষয়েও সচেতন করা হয়। এই ধরনের মক ড্রিল সাধারণ মানুষের মধ্যে অগ্নি নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

NAME CHANGE

I, JAHIDA KHATUN, D/O FIROJ KHAN, resident of Vill. Raojapara, P.O. & P.S .Pandua, District. Hooghly, Pin – 712149, West Bengal do hereby notify that my name has been mistakenly recorded as JADIDA KHATUN in my Aadhaar card No.491720466450. By virtue of an Affidavit No.18621 sworn before the Ld.1st Class Magistrate, Hooghly at Chinsurah on 03/08/2026, JAHIDA KHATUN and JADIDA KHATUN both are same and one identical person. Henceforth, I shall be known only as JAHIDA KHATUN for all future and legal purposes.

NAME CHANGE

I, Md Sofikul Saikh (Old Name) S/O–Mohammad Mortuj Ali residing at Vill-Purba Debidaspur , PO-Kankuria , PS-Samsherganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Md Sofikul Saikh to Md Sofikul Islam and henceforth I shall be known as Md Sofikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/09/2026 . My name Md Sofikul Islam & Md Sofikul Saikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Mizanur Rahman (Old Name) S/O–Abul Kasem Sk residing at Vill & PO-Kazisaha , PS-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Mizanur Rahman to Md Mizanur Rahman and henceforth I shall be known as Md Mizanur Rahman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/09/2026 . My name Md Mizanur Rahman & Mohammad Mizanur Rahman both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Abul Kasem Seikh (Old Name) S/O–Kachhimuddin residing at Vill & PO-Kazisaha , PS-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Abul Kasem Seikh to Abul Kasem Sk and henceforth I shall be known as Abul Kasem Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/09/2026 . My name Abul Kasem Sk & Abul Kasem Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, PRADIP SARKAR(old name) S/o Anil Chandra Sarkar residing at Vill.-Katakhali, P.O.-Baikara, P.S.-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743245 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PRADIP SARKAR to PRODIP SARKAR and henceforth I shall be known as PRODIP SARKAR(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 27/08/2026. PRADIP SARKAR(old name) and PRODIP SARKAR(new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GOPAL BISWAS S/o Nimai Biswas residing at Vill.-Kuthibari, P.O.-Sindrani, P.S.-Bagdah, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743297 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name NIMAI BISWAS(New Name) instead of NIMAI CH BISWAS(Old Name) and he shall be known as NIMAI BISWAS(New Name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 25/08/2026. NIMAI BISWAS(New Name) and NIMAI CH BISWAS(Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SUSMITA MANDAL(Old name) D/o Shyamal Kumar Mandal residing at Vill.-Ghatakpukur, P.O.-B, Gobindapur, P.S.-Bhangar, Dist.-South 24 Parganas, PIN-743502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUSMITA MANDAL to SUSHMITA MANDAL and henceforth I shall be known as SUSHMITA MANDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas dated 28/07/2026. SUSMITA MANDAL (old name) and SUSHMITA MANDAL(new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Mohiuddin(Old name) S/o MOHAMMAD MOENUDDIN residing at Chamurchi Bazar, Chamurchi Tea Garden(D), P.O. Chamurchi, Dist-Jalpaiguri, Pin-735207 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Md Mohiuddin to MOHAMMAD MOHIUDDIN and henceforth I shall be known as MOHAMMAD MOHIUDDIN(new name) in all purpose vide an affidavit No. 469 sworn before the Notary Public at Jalpaiguri dated 01/09/2026. Md Mohiuddin(old name) and MOHAMMAD MOHIUDDIN(new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD MOENUDDIN(Old name) S/o Md Jahur Miya residing at Chamurchi Bazar, Chamurchi Tea Garden(D), P.O. Chamurchi, Dist-Jalpaiguri, Pin-735207 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD MOENUDDIN to MD MOENUDDIN and henceforth I shall be known as MD MOENUDDIN (new name) in all purpose vide an affidavit No. 470 sworn before the Notary Public at Jalpaiguri dated 01/09/2026. MOHAMMAD MOENUDDIN (old name) and MD MOENUDDIN(new name) both are same and one identical person.

৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ‘শ্লীলতাহানি’

১-র পাতার পর- রাখবেন? আমাদের ১৩ জন কর্মীকে কোনও নোটিস ছাড়া গ্রেফতার করা হয়েছে। যে পুলিশকর্মীরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, তাঁরা চাকরি করতে হবে বলে প্রশ্ন করছেন, চাকরি করতে হবে, ভয় পাচ্ছেন।’’ এমনটাই বললেন অভিষেক। অভিষেকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘কারও শ্লীলতাহানি করা হয়নি। আমাদের কাছে ভিডিয়ো আছে। সেদিন পুলিশকর্মীরা ও অফিসাররা আমাদের কর্মী সমর্থকদের সিঁড়ি থেকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। মানুষের ভোটে নির্বাচিত হলে এত ভয় কীসের।’’ পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক বলেন, ‘‘ওদের যা ক্ষমতা আছে করুক। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে দমিয়ে রাখবে ভাবলে ওরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।’’

স্পিকারের কাছে বাড়তি সময় চাইলেন এনসিপিআই সাংসদরা

১-র পাতার পর-জানিয়েছিলেন, এনসিপিআই-তে যোগদানকারী সদস্যদের সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হোক। এনিয়ে তিনি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকেও চিঠি লিখেছিলেন। গত মাসে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সবপক্ষকে নোটিস জারি করে। নোটিস দেওয়া হয় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ ২০ জন দলবদলুকে। এই সাংসদদের নিয়ে সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া কতদূর এগোলো জানতে নোটিস যায় স্পিকারের কাছেও। সেসময় স্পিকার জানান, কালীঘাট তৃণমূলের আবেদনের প্রেক্ষিতে এনসিপিআই সাংসদদের কাছে অবস্থান জানতে নোটিস দিয়েছেন তিনি। স্পিকারের দপ্তর থেকে নোটিস পাওয়ার পর থেকেই আইনি আশ্রয় খুঁজছেন এনসিপিআই সাংসদরা। শোনা যাচ্ছে, এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁরা। দেশের শীর্ষ আইনজীবীদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। শেষমেশ মঙ্গলবার লোকসভার সচিবালয়ের কাছে চিঠি লিখে ৩ সপ্তাহের সময় চেয়েছেন ওই ২০ জন। লোকসভায় এনসিপিআই দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘‘লোকসভার সচিবালয়ের কাছে চিঠি লিখে আমরা ২০ জন সাংসদ ৩ সপ্তাহ সময় চেয়েছি।’’

কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা

১-র পাতার পর-হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না তাঁকে। অন্য দল থেকে আসা অনেক নেতা-নেত্রী যদি সরকারি নিরাপত্তা পান, তবে তাঁর মক্কেলের ওপর এমন লাগাতার হামলার ঘটনা কেন বরদাস্ত করা হবে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। আইনজীবীর এই সওয়ালের প্রেক্ষিতে বিচারপতির কড়া পর্যবেক্ষণ, জনপ্রতিনিধিদের ওপর হামলা কখনওই সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ হতে পারে না এবং বিষয়টি অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করা উচিত প্রশাসনের। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি যাতে কোনও রকম বাধার মুখে না পড়ে নিজের এলাকায় অবাধে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন আদালত। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ত্রিশ দিন যখনই মহুয়া মৈত্র নিজের লোকসভা কেন্দ্রে যাবেন, তার অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারকে তার লিখিত বিবরণ দিতে হবে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই সমস্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াতে পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করবে প্রশাসন। বারবার বিক্ষোভের জেরে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা এই সাংসদের সুরক্ষায় আদালতের এই নির্দেশ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড় বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

‘ধর্মীয় আস্থায় আঘাত পড়ে এমনকিছু করবেন না’

১-র পাতার পর-হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বেলা সওয়া দুটো নাগাদ তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে প্রবেশ করেন। প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের নিয়ে জেলের ভেতরে প্রবেশ করে তিনি সরাসরি চলে যান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মোড়া ঋষি অরবিন্দর সেলে। সেখানে ঋষি অরবিন্দের আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সেই ঐতিহাসিক সেলটি ঘুরে দেখেন। এরপর সংশোধনাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাইরে থেকে বন্দিদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের দৈনন্দিন সুযোগ-সুবিধা এবং কোনও রকম অসুবিধা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে সবিস্তারে খোঁজখবর নেন তিনি। জেলের আধুনিক কর্মশালাগুলিও খতিয়ে দেখেন, যেখানে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা জামাকাপড়সহ নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করে থাকেন। পাশাপাশি, কারাগার চত্বরে অবস্থিত মন্দিরে গিয়ে পুজোও দেন শুভেন্দু। সাম্প্রতিক সময়ে প্রেসিডেন্সি জেলের ভেতর থেকে একের পর এক মোবাইল ফোন, ওয়াইফাই রাউটার, পেইনড্রাইভ ও নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসার পরই এই পরিদর্শন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

‘সন্ত্রাসবাদ কারও

১-র পাতার পর-রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন নরেন্দ্র মোদি। তবে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আলাদা করে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই বলে খবর। উল্লেখ্য, ২৬তম এসসিও লিডারশিপ সামিটে সংস্থাটির ১০টি সদস্য দেশ, ১৫টি অংশীদার দেশ এবং ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র একযোগে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে সামনে রেখে এক বিশাল অনুষ্ঠান

পয়লা সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে সামনে রেখে এক বিশাল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো প্যারামাউন্ট হেলথ কেয়ার এর পরিচালনায় জাতীয় ও রাজ্য সরকারের স্বপ্নের স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের শরিক হতে প্যারামাউন্ট হেল্প কেয়ার (মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হসপিটাল) ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের সাগর ভবনে অনুষ্ঠিত হলো এক বিরাট অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন শ্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী শ্রম দপ্তর ,কামাখ্যার থানাপতি শ্রী নিত্যানন্দ গিরি মহারাজ বিশেষ অতিথি শ্রীম বন্ধু গৌরবজি ব্রহ্মচারী, শ্রীম নির গুনানন্দ মহারাজ স্বামী তেজসানন্দ মহামন্ডলশ্বর ,শ্রীম জগতাতিহা দাস মহারাজ স্বামী সর্বানন্দ সর্বানন্দ অবধূত মহারাজ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । এই বাংলার বিশিষ্ট ধর্ম গুরু শ্রীম স্বামী সর্বানন্দ অবধূত ও প্যারামাউন্ট হসপিটালে হসপিটালের অন্যতম প্রধান ডাক্তার শংকর প্রসাদ দে সহ আরো বিশিষ্টজন। ছবি সুবল সাহা

ক্লিনিক থেকে কমিউনিটির নেতৃত্বে চোখের স্বাস্থ্য সেবায় পরিবর্তনের অগ্রদূত হচ্ছেন অরবিসের প্রশিক্ষিত ২৮ নারী অপটোমেট্রিস্ট

পুজোর আগে ফল প্রকাশের দাবিতে পুলিশ চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য পুলিশে নিয়োগের পরীক্ষার ফল প্রকাশের দাবিতে সোমবার পথে নামলেন কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী। শিয়ালদহ থেকে শুরু হওয়া বিশাল মিছিল এসে পৌঁছয় ধর্মতলা চত্বরে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও মিছিল থামেনি। হাতে ছিল বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড। চাকরিপ্রার্থীদের মূল দাবি, পুজোর আগেই তাঁদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার দাবিতেই এ দিনের কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন আঃেদালনকারীরা। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, রাজ্য পুলিশে নিয়োগের জন্য ২০২৪ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে আবেদন করার পর ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁরা লিখিত পরীক্ষায় বসেন। লিখিত পরীক্ষার পর নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ হিসেবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাও নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্টারভিউ দেওয়ার পর তাঁদের জানানো হয়েছিল, সামনে নির্বাচন থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ এবং পরবর্তী পদক্ষেপ ভোটের পর করা হবে। সেই অনুযায়ী তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁদের দাবি, মে মাসে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত ইন্টারভিউয়ের ফল প্রকাশ করা হয়নি। দেখতে দেখতে সেপ্টেম্বর মাস প্রায় এসে গেলেও ফলাফল নিয়ে কোনও স্পষ্ট ঘোষণা না হওয়ায় তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সেই ক্ষোভ থেকেই সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে চাকরিপ্রার্থীরা কলকাতায় জড়ো হন। শিয়ালদহ থেকে শুরু হয় তাঁদের মিছিল। ক্রমে মিছিল এগিয়ে ধর্মতলার দিকে আসে। সেখানে পৌঁছনোর পর জমায়েত আরও বড় আকার নেয়। আন্দোলনকারীদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে তাঁদের দ্রুত ফল প্রকাশের দাবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনও প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, ‘ বার পুজোয় উর্দি চাই’। আবার কোথাও লেখা, ‘ আর করছি না’, ‘ ছাড়া ফিরছি না’। চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়েছেন। লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা এবং ইঃটারভিউ-সবকিছু শেষ হওয়ার পরও ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তাঁদের দাবি, এ বার আর কোনও অজুহাত নয়, দ্রুত ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর আগে ফল প্রকাশ করে নিয়োগের পরবর্তী ধাপ শুরু করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের আরও দাবি, তাঁদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়ে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন। পরীক্ষার বিভিন্ন ধাপ সফলভাবে পার করার পর চূড়ান্ত ফলের অপেক্ষা তাঁদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। তাই সরকারের কাছে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। এ দিনের মিছিল ও জমায়েতের প্রভাব পড়ে শহরের যান চলাচলেও। ভরদুপুরে ধর্মতলা চত্বরে চাকরিপ্রার্থীদের বিশাল জমায়েতের কারণে তৈরি হয় তীব্র যানজট। সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় দীর্ঘক্ষণ যানবাহনের গতি ব্যাহত হওয়ায় ভোগান্তি বাড়ে। তবে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, যানজট বা সাময়িক অসুবিধার জন্য তাঁরা পথে নামেননি, তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য চাকরির দাবিতেই আন্দোলন করছেন। পুজোর আগে ফল প্রকাশ করে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে তাঁদের হাতে নিয়োগের সুযোগ তুলে দেওয়া হোক-এই দাবিতেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সোমবারের মিছিল বলে জানিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

পুরুলিয়া জেলাশাসক কার্যালয়ে শুরু হলো 'জনশুনানি', খুশি সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১ সেপ্টেম্বর ঃ সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, অভিযোগ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যার সরাসরি সমাধান করতে পুরুলিয়া

জেলাশাসকের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো 'জনশুনানি' কর্মসূচি। মঙ্গলবার জেলাশাসক সুধীর কোন্তাম নিজে উপস্থিত থেকে জেলাজুড়ে আসা নাগরিকদের বিভিন্ন অভিযোগ শোনেন। প্রথম দিনেই প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও বহু মানুষ তাঁদের দাবি ও সমস্যা নিয়ে জেলাশাসকের কাছে পৌঁছান। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার, 'আবাস' যোজনার ঘর সংক্রান্ত জটিলতা ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার মতো একাধিক বিষয়ে জেলাশাসককে জানান সাধারণ মানুষ। জেলাশাসক সুধীর কোন্তাম অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রত্যেকের বক্তব্য শোনেন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। সরাসরি জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছে নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানাতে পেরে খুশি আবেদনকারীরা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, এখন থেকে প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের কার্যালয় ছাড়াও সমস্ত মহকুমা শাসক এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে এই জনশুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে সাধারণ মানুষ অতি সহজেই নিজেদের প্রশাসনিক সমস্যার কথা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

ভিলেজ পুলিশ ভলেন্টিয়ারদের মাসিক সাম্মানিক বৃদ্ধি

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার ভিলেজ পুলিশ ভলেন্টিয়ারদের মাসিক সাম্মানিক বৃদ্ধি করেছে। স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে অর্থ দপ্তরের অনুমতি মেলার পরে রাজ্য পুলিশের অধীনেকর্মরত ভিলেজ পুলিশ ভলেন্টিয়ারদের দৈনিক সাম্মানিক ৩৭৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৪৫ টাকা করার কথা বলা হয়েছে। গত আগস্ট মাস থেকে তারা এই বর্ধিত সাম্মানিক পাবেন বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে রাজ্য সরকার কলকাতা ও রাজ্য পুলিশে কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মাসিক ভাতা দুই হাজার টাকা করে বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিল।

শিশু পাচার ও বাল্যবিবাহ রুখতে সচেতনতা শিবির

রতন দে, বালুরঘাট, ১ সেপ্টেম্বর ঃ শিশু পাচার বাল্যবিবাহ এবং অন্যান্য শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তুলতে মঙ্গলবার কুমারগঞ্জ ব্লকের গোলাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ও বরম উচ্চ বিদ্যালয়ে পৃথক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এন্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট এবং বিএসএফের হিলি বিওপির উদ্যোগে আয়োজিত এই সচেতনতা শিবিরে দুই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিশু পাচারের বিভিন্ন দিক পাচারকারীদের কৌশল বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব এবং শিশুদের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সচেতন করা হয়। শিবিরে

উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ আধিকারিক মোহর সিং সুজয় হালদার ও পিএস পাল এবং শিশু সুরক্ষা কর্মী সুরজ দাস। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের সম্মিলিত ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়। দুটি বিদ্যালয়েই শিশু সুরক্ষা কর্মী সুরজ দাস বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বাল্যবিবাহের সামাজিক ও আইনি পরিণতি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করেন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। পরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। গোলাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত দেব এবং বরম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু বিশ্বাস তাঁদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির সফলভাবে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়া হয় শিশু পাচার বা বাল্যবিবাহের মতো কোনও ঘটনা নজরে এলে তা গোপন না রেখে দ্রুত শিক্ষক অভিভাবক প্রশাসন অথবা সংশ্লিষ্ট শিশু সুরক্ষা সংস্থাকে জানাতে হবে। সচেতনতা এবং দ্রুত পদক্ষেপের মাধ্যমেই শিশু পাচার ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন বক্তারা।

ঝাড়গ্রামে ম্যাঙ্গানিজের খোঁজে যৌথ সমীক্ষা, মাঠে নামছে কেন্দ্র-রাজ্যের পাঁচ সংস্থা

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১ সেপ্টেম্বর ঃ ঝাড়গ্রামের পাহাড়ি এলাকায় বড় মাপের ম্যাঙ্গানিজের মজুত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে শুরু হচ্ছে যৌথ ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনি ও খনিজ দফতরের অনুমোদনে জেলার সিমুলপাল, লাবণী, বাঁশপাহাড়ি-সহ একাধিক সম্ভাব্য ম্যাঙ্গানিজ-বহনকারী এলাকায় প্রাথমিক ক্ষেত্রসমীক্ষা চালানো হবে। আগামী ১৫ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ওই সমীক্ষা হওয়ার কথা। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা MOIL Limited-এর নেতৃত্বে এই সমীক্ষায় অংশ নেবে Geological Survey of India (GSI), Indian Bureau of Mines (IBM), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Directorate of Mines Minerals এবং WBMDTCL। সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূতাত্ত্বিক গঠন, খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা এবং ম্যাঙ্গানিজের সম্ভাব্য মজুত সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করাই এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চললেও নানা কারণে সেই কাজ এগোয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে নিয়ে যৌথ সমীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে। ম্যাঙ্গানিজের উল্লেখযোগ্য মজুতের সন্ধান মিললে ভবিষ্যতে ঝাড়গ্রামের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।'

ট্রান্সফর্মার পুড়ে পাঁচ দিন অন্ধকারে স্কুলের হস্টেল, বিক্ষোভ আবাসিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১ সেপ্টেম্বর ঃ ট্রান্সফর্মার পুড়ে যাওয়ায় পাঁচ দিন ধরে বিদ্যুৎহীন নয়াগ্রামের বালিগেড়িয়া গার্লস স্কুল। তীব্র গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় স্কুলের হস্টেলে থাকা আবাসিক ছাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে মঙ্গলবার স্কুল চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রী-সহ অন্য আবাসিকেরাও। এদিন স্কুলে যান নয়াগ্রাম এক চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআই) সাংকেতিকা মহাপাত্র এবং নয়াগ্রামের জয়েন্ট বিডিও গুরুপ্রসাদ মাড্ডি। তাঁদের দেখেই নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ শুরু করেন ছাত্রীরা। দীর্ঘক্ষণ আধিকারিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব চিন্ময় দত্ত, রাকেশ মাহাত ও হরেন্দ্রনাথ মাহাত। ছাত্রীদের অভিযোগ, টানা পাঁচ দিন বিদ্যুৎ না থাকায় হস্টেলে থাকা কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুতের অভাবে পড়াশোনাও ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন আবাসিকেরা। বিক্ষোভের জেরে কিছু সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে প্রশাসনের তরফে ছাত্রীদের আশ্বাস দেওয়া হয়, দু'ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হবে।

মুর্শিদাবাদে পালা বদল, কংগ্রেস বিধায়কের এলাকায় এনসিপিআই দখল করলো পঞ্চায়েত সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ সেপ্টেম্বর ঃ এবার এনসিপিআই-এর দখলে গেল মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতি। মুর্শিদাবাদের লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান এনসিপিআই সাংসদ আবু তাহের খানের নেতৃত্বে সম্প্রতি রানীনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা আনা হয়। মঙ্গলবার অনাস্থার ভোটাভুটিতে পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি চায়না বিবিকে অপসারণ করে আবু তাহের খান গোষ্ঠীর নেত্রী রোজিনা বিবি সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। রানীনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির ১১ জন সদস্য গত কয়েকদিন ধরে আবু তাহের খানের 'নির্দেশে' গোপন আস্তানায় থাকছিলেন। মঙ্গলবার সেখান থেকেই তাঁরা পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে আসেন। আজকের ভোটাভুটিতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, আবু তাহের খান গোষ্ঠীর সঙ্গে যে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের প্রতীকে জিতেছিলেন। এমনকি মঙ্গলবার পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি হিসেবে মনোনীত রোজিনা বিবিও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে আবু তাহের খান তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হন। তবে ২০২৬ এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর ঘাসফুল শিবিরের যে ২০ জন সংসদ এনসিপিআই দলে যোগদান করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম আবু তাহের খান। তাই 'আবু তাহের খান গোষ্ঠী' রানীনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির দখল করায় রাজনৈতিক মহল থেকে দাবি করা হয়েছে এই পঞ্চায়েত সমিতি এখন এনসিপিআই-এর দখলে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি পঞ্চায়েত সমিতির দখল পেলেও এই জেলায় এনসিপিআই দল এখনও কোনও কার্যালয় খুলতে পারেনি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮ আসন বিশিষ্ট রানীনগর -১ পঞ্চায়েত সমিতিতে সিপিএমের প্রতীকে দু'জন, কংগ্রেসের প্রতীকে দু'জন, বিজেপির প্রতীকে একজন এবং বাকি সদস্যরা তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন। এরপর রানীনগরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সৌমিক হোসেন ঘনিষ্ঠ আঙুর শেখ সহ সভাপতি এবং চায়না বিবি সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। যদিও রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় পালাবদলের পর প্রাক্তন বিধায়ক সৌমিক হোসেন ঘনিষ্ঠ পঞ্চায়েত সমিতির দুই শীর্ষ পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়। এরপরই দু'জনই তাঁদের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। অনাস্থার পর থেকে আবু তাহের খানের সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির ১১ জন সদস্য ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতি নির্বাচনের ভোটাভুটিতে ১১ জন রোজিনাকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচনের পক্ষে ভোট দেন। সিপিএম-এর ২ জন সদস্য তাঁর বিপক্ষে ভোট দেন। পঞ্চায়েত সমিতির ৩ তৃণমূল সদস্য ভোটাভুটিতে অনুপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের ২ জন সদস্য আজকের সভায় উপস্থিত থাকলেও তাঁরা ভোট দানে বিরত ছিলেন। তবে আজকের ভোট দানে সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রাণীনগর পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত সদস্য গোরাচন্দ্র গনাই এনসিপিআই সাংসদ আবু তাহের খানের মনোনীত সভাপতি প্রার্থী রোজিনাকে তাঁর নিজের ভোটটি দেন। প্রসঙ্গত,

এনসিপিআই দলে যোগদান করার পর তৃণমূলের বেশিরভাগ সাংসদ জানিয়েছেন এখন থেকে তাঁরা বিজেপিকে সমর্থন করবেন এনডিএ-র শরিক দল হিসেবে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে রোজিনা বিবি বলেন, আমরা সকলের সঙ্গে মিলে উন্নয়নের কাজ করবো। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের এনসিপিআই সাংসদ আবু তাহের খান বলেন, পঞ্চায়েত সমিতি এনসিপিআই না অন্য কোনও রাজনৈতিক দল দখল করল তা নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যাথা নেই। আমরা উন্নয়নের জন্য একসঙ্গে চলছি। তিনি আরও বলেন, গত বেশ কিছুদিন ধরেই পঞ্চায়েত সমিতির ১১ জন সদস্য আমার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কে হবেন এই নিয়ে ধোঁয়াশা চলায় পঞ্চায়েত সমিতিতে একটা অচলাবস্থা চলছিল। আমার নেতৃত্বে উন্নয়নের জন্য সকলে একসঙ্গে হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি নির্বাচিত করেছেন। উন্নয়নের তাগিদে সমস্ত দল এমনকি বিজেপি-ও আমাকে সমর্থন করেছে। রাণীনগরের কংগ্রেস বিধায়ক জুলফিকার আলী বলেন, বিজেপি সদস্যের এনসিপিআই-কে ভোট দান ফের একবার প্রমান করে দিলো ওই দল গেরুয়া শিবিরের ঘরজামাই। অনৈতিক এই বোর্ড গঠনের পর এলাকার মানুষ বুঝে গেল কাদেরকে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন। তবে আজকের ভোটাভুটিতে কংগ্রেসের দুই সদস্য ভোট দানে বিরত ছিলেন। আমরা কোনও ধরণের অনৈতিকতার সঙ্গে থাকবো না। যদিও পঞ্চায়েত সমিতির ভোটাভুটিতে এনসিপিআই-কে সাহায্য করার কথা অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মন্ডল বলেন, ওই ব্যক্তি বহু দিন আগেই আমাদের দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাই তিনি কোন দলকে ভোট দিয়েছেন তার দায়ভার বিজেপির নয়।

৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনে লাইন নং. ২ বাহাল করবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ১ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনের পুনরুদ্ধার কাজে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি লাভ করেছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, ২ নম্বর লাইনটি ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বাহাল করা যাবে। পুনরুদ্ধারের কাজ ত্বরান্বিত করতে এবং শীঘ্রই স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে ঘটনাস্থলে প্রায় ৫০০ কর্মচারী দিন-রাত কাজ করছেন। পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যাপকভাবে সহায়তা করার জন্য ২২টি পিসি এক্সকাভেটর, ১২ টি জেসিবি ও ১৮ টি ট্রাক্টরের পাশাপাশি নিউম্যাটিক ড্রিল ও হাইড্রোলিক পাইলিং রিগ-এর মতো বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হয়েছে। যাত্রীদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন টিম ক্ষতিগ্রস্ত সেকশনটিকে শক্তিশালী করা, রেললাইনের পরিকাঠামো স্থিতিশীল করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুনরুদ্ধার কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০ জুলাই, ২০২৬ থেকে নিউ হারাঙ্গাজাও ইয়ার্ডে রেলওয়ে ফরমেশন ক্রমাগত বসে যাওয়াঞ্জ এবং একপাশে সরে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যা স্বাভাবিক ট্রেন চলাচলের ওপর প্রভাব ফেলছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এবং যাত্রীদের সুরক্ষার স্বার্থে, ট্রেন চলাচল শুধু লাইন নং. ৩ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতির কারণ প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন এবং স্থানীয় জল নিষ্কাশন ব্যবস্থায় পরিবর্তনকে বিবেচনা করা হয়েছে, যার ফলে উপরদিকের পাহাড়ী এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণের জল তীব্র বেগে ও ঘনীভূত আকারে প্রবাহিত হয়ে আসছে। ভূগর্ভে জল জমা হওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক নিচেও জল জমেছে, যা রেলপথের কাঠামোর স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইনগুলি দ্রুত সচল করার লক্ষ্যে, ব্যাপক পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালীকরণের কাজ করেছে। এর মধ্যে ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট, জল নিষ্কাশণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ফরমেশনকে স্থিতিশীল করা রয়েছে। বর্তমানে, ট্রেনের সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে

উন্নততর সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ ৩ নম্বর লাইনে ট্রেন চলাচল অব্যাহত রয়েছে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে ২ নম্বর লাইনের পুনরুদ্ধার সম্পন্ন হলে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কম সময়ের মধ্যেই এই সেকশনে আরও অধিক ট্রেন চলাচল করাতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে ১ নম্বর লাইনটি পুনরায় চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রী সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কম সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার কাজ সম্পন্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে এবং যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল পুনরুদ্ধার করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সম্পদ, জনবল ও যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হচ্ছে।

শক্তিগড় ল্যাংচা হাবে হানা প্রশাসনের, খাদ্যের গুণমান খতিয়ে একাধিক দোকানে অভিযান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ সেপ্টেম্বর ঃ শক্তিগড়ের ল্যাংচা হাবে খাদ্যের গুণমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নজরদারিতে নামল প্রশাসন। মঙ্গলবার দুপুরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে শক্তিগড় ল্যাংচা হাব-সহ একাধিক খাবারের দোকানে অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দফতর। অভিযানে স্বাস্থ্য দফতর, পুলিশ, বিডিও-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ল্যাংচা ও মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে হোটেল, ধাবা এবং রেস্তোরাঁ-বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুরে খাবার তৈরির পদ্ধতি, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং পরিবেশনের নিয়ম খতিয়ে দেখেন আধিকারিকেরা। ছানা, পনির, মশলাপাতি, ঠান্ডা পানীয়-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর নমুনাও পরীক্ষা করা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে বড় ধরনের কোনও অনিয়ম ধরা পড়েনি। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে খাদ্য সংরক্ষণ ও পরিবেশনের নির্দিষ্ট নিয়ম যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না বলে নজরে আসে। কিছু খাদ্যসামগ্রী ও উপকরণ নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ব্যবসায়ীদের খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেন আধিকারিকেরা। খাবার তৈরি, সংরক্ষণ এবং ক্রেতার কাছে পরিবেশনের প্রতিটি ধাপে পরিচ্ছন্নতা ও নির্ধারিত নিয়ম বজায় রাখার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। ব্যবসায়ী শুভ্রম সেনগুপ্ত বলেন, 'বেশ কয়েকটি দোকানে অভিযান হয়েছে। তবে বড় ধরনের কোনও অনিয়ম ধরা পড়েনি। খাদ্য সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছু সরকারি নির্দেশিকা সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আগামী দিনে সমস্ত নির্দেশিকা মেনেই চলা হবে।' শক্তিগড়ের আমড়া এলাকায় জাতীয় সড়কের দু'পাশে সারি সারি ল্যাংচার দোকান, হোটেল ও ধাবা রয়েছে। প্রতিদিনই দূরদূরান্ত থেকে আসা বহু মানুষ সেখানে খাবার খান। ফলে এই এলাকায় খাদ্যের গুণমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের এই বিশেষ নজরদারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে ১৯ জুলাই পূর্ব বর্ধমান জেলার তৎকালীন উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুবর্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে শক্তিগড়ের ল্যাংচার দোকান ও গুদামগুলিতে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে যা তথ্য উঠে এসেছিল তাতে ঘুম উড়ে যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের। বাসি, পচা এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ল্যাংচা বিক্রি ও সংরক্ষনের প্রমান পাওয়া যায়। প্রায় ৩ কুইন্ট্যালের বেশী অস্বাস্থ্যকর ল্যাংচা নষ্ট করে দেয় জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর নামে থানায় এফ আই আর করা হয়। প্রায় দু বছর পর পুনরায় এই ল্যাংচা হাবে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন। সাধারণ মানুষের দাবী মাঝে মাঝেই যদি এই রকম পরিদর্শন করা হয় এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে অস্বাস্থ্যকর ল্যাংচা বিক্রয় বন্ধ হবে এবং রাজ্যের জনপ্রিয় শক্তিগড়ের এই প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নটির গুনমান বজায় থাকবে।

শিবপুরের অভিজাত শপিং মলের ফুড কোর্টে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১ সেপ্টেম্বর ঃ চলছে খাদ্য নিরাপত্তা সপ্তাহ। শিবপুরের অভিজাত শপিং মলের ফুড কোর্টে অভিযান। খাদ্য নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে হাওড়ার শিবপুরের একটি অভিজাত শপিং মলের ফুড কোর্টে অভিযান চালাল পুরসভা ও প্রশাসনের স্বাস্থ্য এবং খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। হাওড়া সদরের মহকুমাশাসক বিবেক পঙ্কজের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে শিবপুর থানার পুলিশও উপস্থিত ছিল। ওই শপিং মলে একাধিক নামী সংস্থার ফুড আউটলেট রয়েছে। অভিযানের সময় প্রতিটি খাবারের দোকানের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স রয়েছে কিনা, খাবারের গুণগত মান, রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি খাবার প্রস্তুত ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (FSSAI)-র নির্ধারিত নিয়মকানুন মানা হচ্ছে কিনা, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়। অভিযান শেষে হাওড়ার সদর মহকুমাশাসক বিবেক পঙ্কজ জানান, কিচেনে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে ঘাটতি নজরে এসেছে। সংশ্লিষ্ট ফুড আউটলেট-কে এবিষয়ে নোটিশ দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। মহকুমাশাসকের বক্তব্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে কোনওরকম আপস করা হবে না। আগামী দিনেও শহরের বিভিন্ন খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁয় এই ধরনের অভিযান এবং নজরদারি জারি থাকবে।

সুন্দরবন নিয়ে এবার বড় উদ্যোগ রাজ্যের, সরেজমিনে পরিদর্শন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১ সেপ্টেম্বর ঃ সুন্দরবনের দীর্ঘদিনের একাধিক সমস্যা দ্রুত মেটাতে এবার উদ্যোগী রাজ্য সরকার। নদীবাঁধের পরিস্থিতি থেকে বনাঞ্চলের নিরাপত্তা, পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো থেকে স্থানীয় মানুষের সমস্যা-সব কিছু সরেজমিনে

খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস মিলেছে। পাশাপাশি সুন্দরবনের বিভিন্ন ক্যাম্পের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। ফলে নতুন করে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হতে চলেছে সুন্দরবনকে। সম্প্রতি সুন্দরবনের পরিস্থিতি পরিদর্শনে যান একটি প্রতিনিধি দল। ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা, গোসাবার বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদীবাঁধের বর্তমান অবস্থা এবং স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে খোঁজ নেন তাঁরা। সুধন্যখালি বিট অফিস এবং সজনেখালি ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি পরিদর্শন করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, বনসম্পদ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের বিভিন্ন দিকও সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। একই সঙ্গে বনকর্মী ও পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং বনাঞ্চলের পরিকাঠামো নিয়েও আলোচনা হয়। পরিদর্শনে বনাঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সামনে আসে। বিট অফিস সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন আগে বসানো স্টিল ফিল্ড নেট বর্তমানে দুর্বল ও অকেজো হয়ে পড়েছে। যে কোনও সময় সেটি ভেঙে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে বলে স্থানীয়দের তরফেও জানানো হয়েছে। সুন্দরবনের নদীবাঁধ নিয়েও রয়েছে দীর্ঘদিনের উদ্বেগ। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙনের জেরে বিভিন্ন এলাকায় বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে বাঁধের দুর্বল অংশ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।এ ব্যাপারে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপংকর জানা বলেন, সুন্দরবনের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকার বিষয় টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। বনক্যাম্প ও পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হবে। সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে ধাপে ধাপে একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় বাংলায় জোরদার অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত বৃষ্টির মধ্যে বাড়ছে ডেঙ্গির আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার ডেঙ্গির বিচারে পাঁচটি জেলাকে সবচেয়ে সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই জেলাগুলির তালিকায় রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদ। উক্ত জেলাগুলিতে নজরদারি ও মশা নিধন অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, গত এক মাস এবং চলমান বর্ষা মরশুমে সামনে আসা ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করেই এই জেলাগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে। রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, ১৬ আগস্ট পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে টানা বৃষ্টির ফলে মশাদের বংশবৃদ্ধির নতুন নতুন স্থান তৈরির আশঙ্কা এখনও রয়ে গেছে। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪,০৩৫টি ডেঙ্গি আক্রান্তের ঘটনা সামনে এসেছে। এর মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সাতটি মৃত্যুকে ডেঙ্গির কারণে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে যেসব রোগীর ডেঙ্গি পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ ছিল কিন্তু পাশাপাশি তাঁরা অন্য গুরুতর অসুস্থতাতেও ভুগছিলেন, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত কলকাতায় ৩২৭ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের খবর নথিভুক্ত হয়েছে, যেখানে গত বছর একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৩৮৭। স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যানে জানা যায়, শহরে রেকর্ড হওয়া ১০টি মৃত্যুর মধ্যে সাতটিকে রাজ্যের 'ডেথ রিভিউ কমিটি' ডেঙ্গির কারণ মৃত্যু হিসেবে গণ্য করেছে।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে পোলবা থানার অভিযান, গ্রেফতার ১৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১ সেপ্টেম্বর ঃ বেআইনি চোলাই মদের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল পোলবা থানার পুলিশ। পোলবা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তন্ময় বাগের নেতৃত্বে গতকাল থানার অন্তর্গত সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের জারুরা, অনন্তপুর ও ভুষনারা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ৪৫০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। বেআইনিভাবে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রির অভিযোগে মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযানের পর ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মঙ্গলবার, ধৃত ১৩ জনকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৪৬২৯-জিআরসি-সিই-সি-II-১৩-২০২৬, তারিখ ৩১.০৮.২০২৬।

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/II/গার্ডেনরিচ-৭০০০৪৩, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে দুপুর ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/আদ্রা, কন্সট্রাকশন অর্গানাইজেশনের অধিক্ষেত্রাধীনে বিভিন্ন নির্মাণ সাইট/সেকশনে প্রোজেক্ট সুপারভিশন পরিষেবাদানের জন্য প্রোজেক্ট সুপারভিশন সার্ভিসেস এজেন্সি (পিএসএসএ) নিয়োগের জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল (আরএফপি)। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১০.৫২ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২১,০৪,২০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস (নির্মাণের সময়সীমা ঃ ১৮ মাস + ডিএলপি-র সময়সীমা ঃ ৬ মাস)। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২৫.০৯.২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডার নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-703)

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under 15th FC of **N.I.e.T. No.-01/HPS/15th FC/2026-27**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **11/09/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 225 **Tender Notice Date: 1/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 225/9/2026-2027** (Water Works) dated 01/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.

Last date of E-Submission: 19/9/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NIT as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
02/Avenue Plantation/ NH-19/HD of 2026-27 (2nd call)	Creation and Three Years Maintenance of Plantation for Avenue Plantation of 63.747 km. or say 21,250 nos. of plants under Howrah Division in connection with Six laning of National Corridor NH-19 from Palsit to Dankuni (up to NH-6 connector) from km 588.870 to 652.700 (total design length 63.830 km)	02.09.2026 at 10.00 AM	23.09.2026 at 5.00 PM

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in, www.wbfdc.com** and **www.forest.wb.gov.in**

Sd/-
EOM, GPW, WBFDCL & DFO, Howrah Division

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ম তল, টাওয়ার ১, সিউডস্ গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস্, সিউডস্ দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বই-৪০০ ৭০৬

দখল বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(১) বিধির অধীনে)

আমি, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (অতঃপর '**ইউএসএফবিএল**' হিসেবে অভিহিত)-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস (সিউডস-দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে), নভি মুম্বই-৪০০৭০৬-এ অবস্থিত-সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ধারা ১৩(১২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর আওতায় একটি দাবি-নোটিশ জারি করেছিলাম। উক্ত নোটিশে আপনাদের (ঋণগ্রহীতা, যাদের নাম ও ঠিকানা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে) নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যথায়, এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের দাবির (চার্জ) সাপেক্ষে গণ্য হবে (যার পরিমাণ ও সুদ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে)। বন্ধকী সম্পত্তি বা জামানতকৃত সম্পদ খালাস বা উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ	দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ তারিখ ও অর্থ	দখলের তারিখ
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং. USFBKOLLOAN000005016139 **১. ১. অপূর্ব গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা) প্রণব মালাকারের মাধ্যমে / দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন** **২. প্রণব মালাকার (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** **৩. দীপালি মালাকার (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ** ভিল-পিয়ালী, পাড়া-নতুন পল্লী, থানা-জীবনতলা, পপো - কালারিয়া, মৌজা- ৩৯, দাগ-১২৪০ পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৬৩। **ক্রমিক নং ১, ২ এবং ৩-এর ঠিকানাঃ** মৌজা- কালাডিয়া, জে.এল. নং- ৩৯, তৌজি নং- ৭২৫, দাগ নং- ১০২০, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৪৩, এল.আর. খতিয়ান- ১৭১১, থানা- জীবনতলা, ডাকঘর- কালাডিয়া, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৬৩। **ক্রমিক নং ২ এবং ৩-এর ঠিকানাঃ** গান্তি, বাঁশড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং-১, বিপ্লবী সংঘ ক্লাবের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৩৬৩	মোট ২৩২৭ বর্গফুট আয়তনের সেই অচল সম্পত্তি (স্থাবর সম্পত্তি), যার মধ্যে নিচতলার আয়তন ১১১১ বর্গফুট এবং দোতলার আয়তন ১২১২ বর্গফুট সম্পত্তিটি মৌজা-কালারিয়া (জে.এল. নং ৩৯, তৌজি নং ৭২৫)-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৩ (যা এল.আর. খতিয়ান নং ১৭১১-এর সমতুল্য) এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১০২০-এর অন্তর্গত। সম্পত্তিটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জীবনতলা থানা (পূর্বনাম ক্যানিং) এলাকার অন্তর্গত বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এর সীমানা নিম্নরূপঃ- **পূর্বদিকেঃ** রাম মণ্ডলের সম্পত্তি **পশ্চিমদিকেঃ** প্রদীপ সর্দারের সম্পত্তি **উত্তরদিকেঃ** ৮ ফুট চওড়া রাস্তা **দক্ষিণদিকেঃ** রবিন সর্দারের সম্পত্তি।	**১০.০৪.২০২৫ ৪১,৬৮,৩৭১.৪০ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশ একাত্তর টাকা চল্লিশ পয়সা মাত্র) ০৯.০৪.২০২৫ পর্যন্ত**	২৯-০৮-২০২৬

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ০২.০৯.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বিশ্বকাপ খেলা তিন দেশের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষা!

ব্রাজিল-উরুগুয়ে-পানামা ম্যাচের স্কোয়াড ঘোষণা খালিদ জামিলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ সামনেই অগ্নিপরীক্ষা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোয় রীতিমতো কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ব্লু-টাইগার্স। প্রতিপক্ষ বিশ্ব ফুটবলের তিন শক্তি-ব্রাজিল, উরুগুয়ে এবং পানামা। সদ্যসমাপ্ত ফিফা বিশ্বকাপে খেলেছে এই তিনটি দেশ। বিশ্বমানের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মহড়া নিতে ২৬ জনের শক্তিশালী স্কোয়াড ঘোষণা করলেন ভারতের জাতীয় দলের হেড কোচ খালিদ জামিল। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে শুরু জাতীয় দলের ক্যাম্প। হাই-ভোল্টেজ ম্যাচগুলির আগে প্রস্তুতির জন্য প্রায় দু'সপ্তাহ সময় পাবেন ফুটবলাররা। প্রথম ম্যাচ ২৬ সেপ্টেম্বর, বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে। ভারতের প্রতিপক্ষ পানামা। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে থাকা এই শক্তিশালী মধ্য আমেরিকান দেশটির বিরুদ্ধে এর আগে কখনও খেলেনি ভারত। ফলে প্রথম ম্যাচেই কড়া চ্যালেঞ্জ। পানামা পর্ব মিটিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় উড়ে আসবে দল। আসল আকর্ষণ অপেক্ষা করছে ফুটবলের মক্কায়। ৩ অক্টোবর বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের সামনে পাঁচবারের

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। ঠিক তিনদিন বাদে, ৬ অক্টোবর, একই মাঠে প্রতিপক্ষ দু'বারের বিশ্বজয়ী উরুগুয়ে। ঘোষিত ২৬ জনের স্কোয়াডে রয়েছেন চার গোলরক্ষক, আট ডিফেন্ডার, আট মিডফিল্ডার এবং ছয় ফরোয়ার্ড। দলে অভিজ্ঞতার উপরই জোর। গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অনিরুদ্ধ থাপা, আনোয়ার আলি, মনবীর সিংয়ের মতো চেনা মুখেরা ডাক পেয়েছেন। আক্রমণে বড় মুখ রায়ান উইলিয়ামস। ব্রাজিল বা উরুগুয়ের মতো বিশ্বমানের দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ ভারতীয় ফুটবলে বিরল। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন কর্তাদের মতে, এই তিন ম্যাচ ভারতীয় দলের জন্য বিশাল এক্সপোজার। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে নামার আগে প্রথম পঞ্চাশে থাকা পানামার বিরুদ্ধে ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিড টেস্ট। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্লু-টাইগার্সদের আসল দৌড় কতটা, তা মেপে নেওয়ার এটাই সেরা মঞ্চ জামিলের কাছে।

।। ভারতের ২৬ জনের স্কোয়াড ।।

- **গোলরক্ষক।** গুরপ্রীত সিং সান্ধু, আলবিনো গোমস, সোম কুমার, প্রভসুখন সিং গিল।
- **ডিফেন্ডার।** আকাশ মিশ্র, অভিষেক সিং টেকচাম, বিজয় ভার্গিস, আনোয়ার আলি, জয় গুপ্ত, হমিংথানমাউইয়া রালতে, প্রমবীর, রিকি মিতেই হাওবাম।
- **মিডফিল্ডার।** ম্যাকার্টন নিকসন, আশিক কুরুনিয়ান, ফারুক চৌধরি, অনিরুদ্ধ থাপা, লাললেংমাউইয়া রালতে, সাহাল আবদুল সামাদ, মহম্মদ সানান, রিকি শাবং।
- **ফরোয়ার্ড।** ইরফান ইয়াদওয়াদ, এডমন্ড লালরিনডিকা, রহিম আলি, মনবীর সিং, রায়ান উইলিয়ামস, বিক্রমপ্রতাপ সিং।

'আপনি সর্বকালের সেরা, সবসময় তা-ই থাকবেন'

নিজস্ব প্রতিবেদন

সামাজিক মাধ্যমে সোমবার আর্জেন্টিনা দল থেকে অবসরের ঘোষণা করেন রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী মেসি। ক্লাব পর্যায়ের মতো আন্তর্জাতিক ফুটবলেও সম্ভাব্য সবকিছুই মেসি জিতেছেন। সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের একজন তো বটেই, অনেকের চোখে তিনিই সেরা। মিডফিল্ডার পারেদেস সেই কথাই বলেছেন। ''সবকিছুর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি সর্বকালের সেরা এবং সবসময় তা-ই থাকবেন। আমরা আপনাকে ভালোবাসি, অধিনায়ক।'' আর্জেন্টিনার হয়ে প্রত্যেক স্টাফ সদস্যের প্রতি আপনার দেখানো যত্ন... কেবল ধন্যবাদই জানাই। সর্বকালের সেরা। আমাদের এতটা আনন্দ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে, আপনি আমাদের মুখে কত হাসি ফুটিয়েছেন।'' ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেজের চোখে মেসিই ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ। ''আপনি আমার জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য উদাহরণ, ফুটবলে একজন বিজয়ী এবং জীবনেও একজন বিজয়ী। আমার মেয়ে খুব গর্বিত হবে যে, তার বাবা এমন একজন অসাধারণ মানুষের সঙ্গে একই দলে খেলেছে। আপনি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ,

সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলা ও সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড মেসির। তার নেতৃত্বে ২৮ বছরের শিরোপা খরা ঘুচিয়ে ২০২১ সালে কোপা আমেরিকা ট্রফি জয় করে দেশটি। পরে তার কাঁধে ভর করেই ৩৬ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে তৃতীয়বারের মতো বিশ্ব সেরার ট্রফি জয় করে আর্জেন্টিনা। ২০২৪ সালে তারা ধরে রাখে কোপা আমেরিকার শিরোপা। গত জুন-জলাইয়ের আসরে দলকে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ ফাইনালে তোলেন মেসি, যেখানে তারা স্পেনের বিপক্ষে হারে ১-০ গোলে। আর্জেন্টিনার আরেক তারকা দি পল ক্লাব পর্যায়েও খেলেন মেসির সঙ্গেই, ইন্টার মায়ার হয়ে। এই মিডফিল্ডার তুলে ধরেছেন, মেসি দেশের মানুষকে কতটা আনন্দ দিয়েছেন। ''আমাদের দেশের প্রতি আপনার নিঃশর্ত ভালোবাসা, কখনও হাল না ছাড়তে আপনার লড়াই, অবিচার সবসময় সহ্য করার শক্তি, অনুশীলনের মাঠে নামা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের প্রতি আপনার নেতৃত্ব ও উদারতা, তাদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা এবং আমাদের জাতীয় দলের কারণ ফুটবলের ক্ষেত্রে, সত্যি বলতে, আপনার কোনো তুলনা হয় না। আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি।'' জাতীয় দলে লম্বা সময় মেসির সঙ্গে খেলেছেন যিনি, সেই প্রাক্তন মিডফিল্ডার আনহেল দি মারিয়া কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মহাতারকার প্রতি। ''একজন আর্জেন্টাইন হওয়ার জন্য এবং আর্জেন্টিনাকে বিশ্বের চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সারাজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। যখন তুমি সহজেই অন্য কিছু বেছে নিতে পারতে, তখন আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছো। ধন্যবাদ, অধিনায়ক। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। ইতিহাসের সেরা।'' ভালো কিংবা খারাপ, প্রতিটি মুহূর্তে মেসির সবচেয়ে কাছে থাকা তার স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোক্কুজ্জো গর্বিত অনুভব করছেন এই যাত্রাপথের সঙ্গী হতে পেরে। ''এই যাত্রাপথে তোমার পাশে থাকতে পারা এবং তোমার সকল স্বপ্ন পূরণ করতে দেখতে পারাটা অনেক গর্বের। এই (জীবনের) গল্প এবং আরও অনেক কিছু তোমার প্রাপ্য ছিল। আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি।''

সাবালেঙ্কার দাপট, সহজ জয় শিয়নটেকেরও!

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ১ সেপ্টেম্বরঃ ফর্ম নিয়ে হাজারো জল্পনা। ছিল টানা খারাপ পারফরম্যান্সের চাপও। কিন্তু ফ্লাশিং মিডোর চেনা কোর্টে ফিরতেই স্বমহিমায় আরিনা সাবালেঙ্কা। ইউএস ওপেনে খেতাব রক্ষার লড়াইটা স্ট্রেট সেটে জিতেই শুরু করলেন বিশ্বের এক নম্বর তারকা। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে কলম্বিয়ার ক্যামিলা ওসোরিওকে হারালেন ৬-২, ৬-৪ ব্যবধানে। ম্যাচ জিততে লাগল মাত্র ৮৭ মিনিট। লক্ষ্য টানা তৃতীয় ইউএস ওপেন খেতাব। ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে শেষবার এই নজির গড়েছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। গত এপ্রিল থেকে হার্ড কোর্টে সাবালেঙ্কার রেকর্ড ১৭-৭। শেষ দুটি টুর্নামেন্টেও দ্রুত বিদায় নিতে হয়েছিল। কিন্তু নিউইয়র্কের কোর্টে নামলেই যেন বদলে যান তিনি। চাপ সামলানো নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাবালেঙ্কার স্পষ্ট জবাব, ''আমি নিজের দিকে ফোকাস করার চেষ্টা করছি। নিউইয়র্কের সময়টা উপভোগ করছি। জয়ের জন্য যা যা করা দরকার, আমি তার জন্য তৈরি। লড়াইয়ের জন্য আমি প্রস্তুত। ব্যাস, এটুকুই।''' কোর্টেও সেই মেজাজ। শুরুতেই সার্ভিস ব্রেক করে ২-১ গেমে এগিয়ে যান। এরপর ৪-১। কলম্বিয়ান প্রতিপক্ষ একবার ব্রেক করলেও, ফের ব্রেক করে মাত্র ৪০ মিনিটে প্রথম সেট পকেটে পোরেন সাবালেঙ্কা। দ্বিতীয় সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। ৩-৩ অবস্থায় দুটি ব্রেক পয়েন্ট বাঁচান তিনি। এরপর ৫-৪ অবস্থায় ওসোরিওর ভুলে ব্রেক করে

ম্যাচ জেতেন। গোটা ম্যাচে ৪টি এস মারেন। প্রথম সার্ভে ছিনিয়ে নেন ৭৭ শতাংশ পয়েন্ট। ফ্লাশিং মিডোয় এটি তাঁর টানা ১৪তম জয়। শেষ ২১টি ম্যাচের মধ্যে ২০টিতেই জিতলেন তিনি। দ্বিতীয় রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ পোলিনা ইয়াতসেনকো। অন্যদিকে লুইস আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামে অনায়াস জয় অষ্টম বাছাই ইগা শিয়নটেকের। চিনা প্রতিপক্ষ ওয়াং জিয়ুকে ৬-২, ৬-৩ ব্যবধানে হারালেন পোলিশ তারকা। টরন্টোয় খেতাব জয় এবং সিনসিনাটিতে সেমিফাইনালে ওঠার আত্মবিশ্বাস নিয়েই নিউইয়র্কে পা রেখেছিলেন। ৮৮ মিনিটের লড়াইয়ে সেই দাপট বজায় রাখলেন। প্রথম সেটে ৩-১ এগিয়ে থাকার পর চিনা প্রতিপক্ষকে দু'বার ব্রেক করেন। দ্বিতীয় সেটে ওয়াং কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও, অষ্টম গেমে ফের ব্রেক করে ম্যাচ নিজের পকেটে পোরেন ইগা।

লর্ডস-বিপর্যয়ের পর চরম পদক্ষেপ!

৭ ক্রিকেটার ও ২ কোচকে ছেঁটে ফেলল পাকিস্তান

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ১ সেপ্টেম্বরঃ লর্ডসে লজ্জার হার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে রীতিমতো পর্যুদস্ত পাকিস্তান। এবার তারই কড়া মাশুল। বার্মিংহামে তৃতীয় টেস্টের আগে দল থেকে একসঙ্গে সাতজন ক্রিকেটারকে রিলিজ করে দিল পিসিবি। বাদ পড়লেন টেস্ট দলের হেড কোচ সরফরাজ আহমেদ এবং বোলিং কোচ উমর গুলও। লর্ডস টেস্টে ১৯৪ রানে বিশাল ব্যবধানে পরাজয়। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১০ রানে অল-আউট। এরপর ৩৮৯ রান তাড়া করতে নেমে গুটিয়ে যায় ১৯৪ রানে। এই চরম ব্যাটিং ব্যর্থতার পরই নড়েচড়ে বসে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সোমবার ঘোষিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'লর্ডস টেস্ট শেষ হওয়ার পর আজ টেস্ট স্কোয়াড থেকে সাতজন ক্রিকেটারকে রিলিজ করার কথা ঘোষণা করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।' বাদ পড়াদের তালিকায় মহম্মদ রিজওয়ান, ইমাম-উল-হক, সলমন আলি আঘার মতো পরিচিত নাম। এছাড়া আলি উসমান, আমির জামাল, মহম্মদ আওয়াইস জাফর এবং খুররম শাহজাদকেও দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। শুধু ক্রিকেটাররাই নন, কোপ পড়েছে কোচিং বিভাগেও। টেস্ট দলের হেডকোচ সরফরাজ আহমেদ এবং বোলিং কোচ উমর গুলকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের জায়গায় বার্মিংহাম টেস্টে দলের ব্যাকরুম সামলাবেন মাইক হেসন এবং অ্যাশলে নফকে। হেসন ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সাদা বলের হেডকোচ হিসেবে কর্মরত। এবার লাল বলের ক্রিকেটেও তাঁর উপর ভরসা রাখল বোর্ড। সিরিজে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে বাবর আজমের দল। এখন হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর লড়াই। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর বার্মিংহামে শুরু তৃতীয় টেস্ট। এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে একেবারে নতুন চেহারার স্কোয়াড গড়েছে পাকিস্তান। বাদ পড়া সাতজনের বদলে দলে এসেছেন সাতজন। এর মধ্যে পাঁচজনের এখনও টেস্ট অভিষেকই হয়নি। অভিজ্ঞতা বলতে কেবল সাইম আয়ুব এবং আবদুল্লা ফজল। নতুন মুখ হিসেবে ডাক পেয়েছেন আরাফাত মিনহাস, মহম্মদ ইমরান জুনিয়র, সাদ বেগ, মহম্মদ ইমরান এবং রাজাউল্লা। লর্ডসের ভরাডুবির পর পিসিবির এই রদবদল কার্যত এক নতুন যুগের ইঙ্গিত।

সাকার গোলে আর্সেনালের কষ্টের জয়

বার্মিংহ্যাম, ১ সেপ্টেম্বরঃ ভিলা পার্কে সোমবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল। পজেশন রাখায় আধিপত্য করে আর্সেনাল। তবে গোলের জন্য দুই দলই শট নেয় সমান সাতটি করে, শিরোপাধারীদের দুটি শট লক্ষ্যে থাকলেও ভিলার একটিও লক্ষ্যে ছিল না। টানা দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। সমান পয়েন্ট শীর্ষে ম্যানচেস্টার সিটি। হাল সিটি ও চেলসিরও পয়েন্ট ৬ করে। মরসুমে তিন ম্যাচ খেলে এখনও কোনো গোল হজম করেনি আর্সেনাল। এফএ কমিউনিটি শিল্ডে ম্যানচেস্টার সিটিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর, কভেন্ট্রি সিটিকে একই ব্যবধানে হারিয়ে লিগে যাত্রা শুরু করে তারা। প্রিমিয়ার লিগে গত কয়েক আসরে ভিলার বিপক্ষে বারবার পথ হারিয়েছে আর্সেনাল। ২০২৩-২৪ মরসুমের লিগে দুইবারের দেখাতেই হারের তেতো স্বাদ পায় আর্তেতার দল। পরের আসরে ভিলার মাঠে জিতলেও, ঘরের মাঠে ফিরতি দেখায় পয়েন্ট হারায় তারা। আর গত মরসুমে ২২

বছরের খরা ঘুচিয়ে লিগ শিরোপা জিতলেও, এই দলের মাঠে আবারও হেরে যায় আর্সেনাল। এদিনও শুরুতে বিপদে পড়তে যাচ্ছিল তারা। গত ডিসেম্বরে এই মাঠে মুখোমুখি লড়াইয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যবধান গড়ে দেওয়া এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শট ক্রসবারে লাগলে বেঁচে যায় সফরকারীরা। প্রথমার্ধে বল দখলে অনেক এগিয়ে থাকলেও আক্রমণে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি আর্সেনাল। এই সময়ে গোলের জন্য তারা চারটি শট নিয়ে একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি, ভিলার তিন প্রচেষ্টাও ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট। ৫৯তম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম প্রচেষ্টা রাখতে পারে আর্সেনাল এবং তা থেকেই এগিয়ে যায় তারা। বাঁ পাশের বাইলাইন থেকে স্লাইড করে গোলমুখে পাস বাড়ান রিকার্দো কালাফিওরি, আর প্রতিপক্ষের একজনের চ্যালেঞ্জের মুখে স্লাইড করেই টোকা দিয়ে বল জালে পাঠান সাকা। এবারের লিগে দ্বিতীয় গোল করলেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড। গত সপ্তাহে আসরের যাত্রা শুরুর ম্যাচে কভেন্ট্রি সিটির জালেও একবার বল পাঠান তিনি। ২০২৪ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম প্রিমিয়ার লিগে টানা দুই ম্যাচে গোল করলেন সাকা। ৭৫তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি কাই হাভার্টজ। মাঝমাঠ থেকে দারুণ এক থ্রু বল বাড়ান ব্রুনো গিমারাইস, হাভার্টজের সামনে একমাত্র বাধা তখন গোলরক্ষক তবে ওয়ান-অন-ওয়ানে সময়মতো এগিয়ে এসে জার্মান তারকার শট রুখে দেন জিওন সুজুকি। গত আসরে চতুর্থ হওয়া ভিলা এবার গুরুত্বপূর্ণ অনেক খেলোয়াড়কে হারিয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে তাদের পারফরম্যান্সে। উয়েফা সুপার কাপে পিএসজির বিপক্ষে হেরে মরসুম শুরুর পর, লিগে দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই হারল তারা।

ইয়ামাল ও হাফিনিয়ার জোড়া গোল, বার্সেলোনার হ্যাটট্রিক জয়

প্রথম দুই ম্যাচে জাল অক্ষত রাখা বার্সেলোনা এবার গোল খেয়ে বসে শুরুতেই। তবে দলকে খুব একটা দুর্ভাবনায় পড়তে দেননি হাফিনিয়া, লামিন ইয়ামালরা। এই দুজনের জোড়া গোলে লা লিগায় টানা তৃতীয় জয় তুলে নিয়েছে হান্সি ফ্লিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ১ সেপ্টেম্বরঃ কাম্প ন্যুয়ে সোমবার রায়ো ভাইয়েকানোর বিপক্ষে বার্সেলোনার জয় ৫-২ গোলে। শিরোপাধারীদের অন্য গোলটি প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী। ভাইয়েকানোর হয়ে জোড়া গোল করেন সের্হিও কামেয়ো। পিছিয়ে পড়া দলকে সমতায় ফেরান হাফিনিয়া। একটু পরই ইয়ামালের চোখধাঁধানো গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বার্সেলোনা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লুজিনের আত্মঘাতী গোলে চ্যাম্পিয়নদের ব্যবধান বাড়ার পর, দ্বিতীয় গোল করে ভাইয়েকানোকে লড়াইয়ে রাখেন কামেয়ো। তবে হাফিনিয়া আবার ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার পর, শেষ দিকে নিজের দ্বিতীয় গোলে বড় জয় নিশ্চিত করেন ইয়ামাল। লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে প্রথম তিন ম্যাচে মোট ১২ গোল করল বার্সেলোনা, যার পাঁচটিই অধিনায়ক হাফিনিয়ার। এলচের বিপক্ষে ৫-০ ব্যবধানের জয়ে দুটি ও আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানের জয়ে একটি গোল করেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। স্কোয়াডে কোনো স্বীকৃত স্ট্রাইকার না থাকায় ৯ নম্বরের ভূমিকায় খেলানো হচ্ছে তাকে। তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছে বার্সেলোনা। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে দুই নম্বরে নেমে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

ঘরের মাঠে এ দিন প্রায় ৬৭ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৬টি শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। ভাইয়েকানোর ১১ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল। শুরু থেকে বেশিরভাগ সময় বল দখলে রেখে আক্রমণ শাণায় বার্সেলোনা। স্বাগতিকদের কয়েকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, দ্বাদশ মিনিটে প্রতি আক্রমণে চমকে দেয় ভাইয়েকানো। বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে উঠে বাইলাইন থেকে কাটব্যাক করেন আলভারো গার্সিয়া, আর ছুটে গিয়ে জোরাল শটে দলকে এগিয়ে নেন কামেয়ো। জবাব দিতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি বার্সেলোনার। তিন মিনিটে দুই গোল করে লিড নেয় তারা। ১৯তম মিনিটে শাভি এস্পার্তের পাস ধরে বক্সে ঢোকার মুখে প্রতিপক্ষের একজনকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের নিচু শটে সমতা টানেন হাফিনিয়া। সেই রেশ থাকতেই চোখধাঁধানো গোলে দলকে এগিয়ে নেন ইয়ামাল। বল নিয়ে প্রথমে বক্সে ঢুকে পড়া হাফিনিয়া হ্যান্ডবলের আবেদনে আক্রমণ থামিয়ে দেন, ভাইয়েকানো পারেনি বল ক্লিয়ার করতে। মার্ক বের্নালের পাসে বল পেয়ে বাঁ পায়ে জোরাল শট নেন ইয়ামাল, কাছের পোস্টের ওপরের কোণা দিয়ে জালে জড়ায় বল। আসরে এই স্প্যানিশ তারকার প্রথম গোল এটি। প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের শট ভাইয়েকানো গোলরক্ষক ঠেকানোর পর, কাছ থেকে জালে পাঠান জুল কুন্দে। তবে ভিএআরের সাহায্যে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। ৫১তম মিনিটে ভাগ্যের ছোঁয়ায় ব্যবধান বাড়ে বার্সেলোনার। বাঁ দিক থেকে গর্ডনের পাস ক্লিয়ারের চেষ্টায় কাছ থেকে নিজেদের জালে বল পাঠান ভাইয়েকানোর ডিফেন্ডার লুজিন। তবে ৫৯তম মিনিটে কামেয়োর দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান কমিয়ে উত্তেজনা জিইয়ে রাখে সফরকারীরা। কর্নারে হেডে গোলটি করেন তিনি। ৬৯তম মিনিটে দারুণ সুযোগ পান দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা ফের্মিন লোপেজ, কিন্তু তার শট গোললাইনে আটকে দেন ভাইয়েকানোর এক ডিফেন্ডার। এর মিনিট দুয়েকের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান রাফিনিয়া। বক্সে গর্ডনের চমৎকার ব্যাকহিল ফ্লিকে বল পেয়ে গোলটি করেন তিনি। আর নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে ভাইয়েকানোর কফিনে পঞ্চম পেরেক ঠুকে দেন ইয়ামাল। মাঝমাঠের কাছ থেকে এস্পার্তকে বল বাড়িয়ে এগিয়ে যান তিনি। এরপর কারিম আডেইয়েমির পাস বক্সের বাইরে পেয়ে নিচু শট ঠিকানা খুঁজে নেন ১৯ বছর বয়সী তারকা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com